وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা এপ্রিল ২০২৬

Web : www.al-itisam.com



ইরান বনাম আমেরিকা ও ইসরাঈল: উপসাগরীয় সংঘাত ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:١٠، شعبان و رجب ١٤٤٧هـ/ أبريل ٢٠٢٦م العدد:٦، الجزء :١١٤
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير : فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৭ || ঈসায়ী ২০২৬ || বঙ্গীয় ১৪৩২-৩৩

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- এপ্রিল	১২ - শাওয়াল	বুধবার	৪.৩৫	৫.৫০	১২.০৩	৩.৩০	৬.১৫	৭.৩১
০৫- এপ্রিল	১৬ - শাওয়াল	রবিবার	৪.৩০	৫.৪৬	১২.০২	৩.২৯	৬.১৬	৭.৩৩
১০- এপ্রিল	২১ - শাওয়াল	শুক্রবার	৪.২৫	৫.৪২	১২.০০	৩.২৮	৬.১৮	৭.৩৬
১৫- এপ্রিল	২৬ - শাওয়াল	বুধবার	৪.২০	৫.৩৭	১১.৫৯	৩.২৬	৬.২০	৭.৩৮
২০- এপ্রিল	০২ - যুলক্বা'দাহ	সোমবার	৪.১৪	৫.৩৩	১১.৫৮	৩.২৫	৬.২২	৭.৪১
২৫- এপ্রিল	০৭ - যুলক্বা'দাহ	শনিবার	৪.১০	৫.২৯	১১.৫৭	৩.২৩	৬.২৪	৭.৪৪
৩০- এপ্রিল	১২ - যুলক্বা'দাহ	বৃহস্পতিবার	৪.০৫	৫.২৫	১১.৫৬	৩.২২	৬.২৭	৭.৪৭

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+১	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	০	-১
নরসিংদী	-২	-১	-২
কিশোরগঞ্জ	+৩	+৫	+৬
টাঙ্গাইল	+১	+২	+২
ফরিদপুর	+৫	+৬	+৪
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৩	+৩	+২
মাদারীপুর	+১	+১	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	০	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-১	০	০
শেরপুর	+৪	+৬	+৬
জামালপুর	+১	+২	+২
নেত্রকোনা	-৩	-২	-২

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৪	-৬	-৫
খাগড়াছড়ি	-৭	-৭	-৯
রাঙ্গামাটি	-৬	-৬	-৮
বান্দরবান	-৬	-৭	-৯
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৪
নোয়াখালী	-২	-২	-৪
লক্ষ্মীপুর	-১	-১	-২
চাঁদপুর	-৩	-২	-৩
ফেনী	-৪	-৪	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৩	-৪

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৬	-৬
সুনামগঞ্জ	-৬	-৪	-৪
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+৮
নাটোর	+৪	+৬	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৪
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩
বগুড়া	+৪	+৫	+৪
নওগাঁ	+৫	+৬	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+২	+৪	+৫
দিনাজপুর	+৩	+৫	+৬
গাইবান্ধা	০	+২	+২
কুড়িগ্রাম	+১	+৩	+৪
লালমনিরহাট	+১	+৩	+৪
নীলফামারী	+৩	+৬	+৭
পঞ্চগড়	+৪	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	+৫	+৮	+৯

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৪	+৪	+৩
বাগেরহাট	+৩	+৩	+২
সাতক্ষীরা	+৬	+৬	+৪
যশোর	+৫	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৫	+৫	+৪
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪
কুষ্টিয়া	-১	+১	+১
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৬
মাগুরা	+৬	+৬	+৫
নড়াইল	+৩	+৪	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+১	+১	-১
পটুয়াখালী	+২	+১	-১
পিরোজপুর	+২	+৩	+১
ঝালকাঠি	+২	+২	০
ভোলা	০	০	০
বরগুনা	+২	+২	০

■ সূত্র : ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مجلة الإعتصام الشهرية

www.al-itisam.com

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৬ইং,
চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩২-৩৩ বঙ্গাব্দ, শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ ১৪৪৭

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**
» **দারসে কুরআন**
কুরআনের মর্মবাণী ৪
-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
» **প্রবন্ধ**
ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান ৭
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ ১১
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
রামাযানের শিক্ষায় বছরের বাকি দিনগুলোতে করণীয় ১৩
-মো. শাহাবুদ্দিন
নফল ছিয়াম ১৪
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন
চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম ১৫
-মো. মাযহারুল ইসলাম
পরকীয়া: সমাজ বিধ্বংসী এক নীরব ঘাতক ১৮
-সাঈদুর রহমান
নববর্ষ: উচ্ছ্বাস নয়, আত্মসমালোচনার সময় ২৩
-খাশিউর রহমান বিন মনছূর আলী
» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
বৃষ্টি আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত ২৫
» **কুরআনের মর্মবাণী**
রবের বাণী ২৮
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» **উসওয়াতুন হাসানাহ**
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে লজ্জাশীলতা ২৯
-হাসান আল-বান্না মাদানী
» **খুলুকুল মুসলিম**
আল্লাহ তাআলার সাথে একজন মুসলিমের আচরণ ৩২
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী
» **ফাযায়েলে আমল**
আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুই আয়াত ও সূরা আল-কাহফ পাঠের ফযীলত ৩৩
-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)
» **সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন**
আযান সংক্রান্ত সুন্নাত ৩৪
-আল-ইতিছাম ডেস্ক
» **চিন্তাধারা**
বর্ষবরণ, মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বাঙালিয়ানা ৩৬
-মুস্তফা মনজুর
» **হেলথ কর্নার**
হঠাৎ অসুস্থতা: কারণ, প্রতিকার ও সুস্থ জীবনের পথনির্দেশনা ৩৭
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
» **কবিতা ॥ ৩৯**
» **সংবাদ ॥ ৪০**
» **জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ॥ ৪২**
» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৩**



সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ইরান বনাম আমেরিকা ও ইসরাঈল: উপসাগরীয় সংঘাত ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

ইরান বনাম আমেরিকা বা ইরান বনাম ইসরাঈলের দীর্ঘদিনের হুমকি-ধমকি, উত্তেজনা ও সন্দেহ-অবিশ্বাসের পরিবেশ পেরিয়ে বাস্তবেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। একসময় ইরাক আক্রমণের সময় যে ইরান আমেরিকার সহযোগী ছিল, আজ সেই ইরানই আমেরিকার অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ। আমেরিকা এই অপারেশনের নাম দিয়েছে অপারেশন এপিক থিউরি। আর পাল্টা অপারেশন হিসেবে ইরান তার অপারেশনের নাম দিয়েছে অপারেশন ট্রুথ প্রমিজ ৪।

সরাসরি আক্রমণের মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যার নজির আধুনিক ইতিহাসে খুবই বিরল। এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র প্রচলিত যুদ্ধনীতির বাইরে গিয়ে সরাসরি আক্রমণের মাধ্যমে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ প্রতিরক্ষা ও সামরিক বিভাগের প্রায় ৪০ জন শীর্ষ কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে। এর জবাবে ইরান ইসরাঈলসহ উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। যদিও এখন পর্যন্ত উপসাগরীয় আরব দেশগুলো সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি, তবে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তা ভবিষ্যতে আরব–ইরান সংঘাতে রূপ নিতে পারে। অনেক বিশ্লেষকের মতে, এমন পরিস্থিতিই হয়তো আমেরিকার কৌশলগত লক্ষ্য।

যুদ্ধের শুরু থেকেই আমেরিকার একটি বড় লক্ষ্য হিসেবে আলোচিত হচ্ছে ইরানের বর্তমান শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো এবং নিজেদের অনুকূল কোনো নেতৃত্বকে ক্ষমতায় আনা। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই সর্বোচ্চ নেতাকে টার্গেট করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ছিল, ভেনিজুয়েলার ক্ষেত্রে যেভাবে রাষ্ট্রপ্রধানকে গ্রেফতারের পর রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, ইরানেও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোনো সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। এর প্রধান কারণ হলো—ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল ও বহুস্তরবিশিষ্ট।

ইরানের ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- এখানে **সুপ্রিম লিডার** রয়েছে, যিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি।
- একই সঙ্গে জনগণের ভোটে নির্বাচিত **প্রেসিডেন্ট**ও রয়েছে।
- প্রচলিত **নিয়মিত সেনাবাহিনী** আছে।
- পাশাপাশি রয়েছে শক্তিশালী **বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (IRGC)**।

ইরানের সংসদ কোনো আইন পাস করলেই তা কার্যকর হয় না। সেই আইন অনুমোদনের জন্য **গার্ডিয়ান কাউন্সিলের** সম্মতি প্রয়োজন হয়। আবার নির্বাচনে কে প্রার্থী হতে পারবে, সেই যোগ্যতা যাচাইয়ের পূর্ণ ক্ষমতাও গার্ডিয়ান কাউন্সিলের হাতে। ফলে জনগণ ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করলেও কে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে তা নির্ধারণের একচ্ছত্র ক্ষমতা এই কাউন্সিলের। গার্ডিয়ান কাউন্সিলের ১২ জন সদস্যের মধ্যে:

- ৬ জনকে সরাসরি নিয়োগ দেন সুপ্রিম লিডার।
- বাকি ৬ জনকে নিয়োগ দেন বিচার বিভাগ।

কখনো যদি সংসদ ও গার্ডিয়ান কাউন্সিলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন সেটি নিষ্পত্তি করে **এক্সপেডিয়েন্সি বা মাসলাহাত কাউন্সিল**। এই কাউন্সিলে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকেন:

- দেশের প্রেসিডেন্ট
- প্রধান বিচারপতি
- সামরিক শীর্ষ নেতৃত্ব
- সাবেক প্রেসিডেন্ট
- এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

অন্যদিকে, সুপ্রিম লিডার কে হবেন তা নির্ধারণের দায়িত্বে রয়েছে **অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস**। এই পরিষদের সদস্যরা আবার প্রতি আট বছর পর জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। ফলে ইরানের ব্যবস্থায় কিছু ক্ষমতা সরাসরি জনগণের হাতে থাকলেও, তার মূল নিয়ন্ত্রণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সুপ্রিম লিডারের প্রভাবাধীন অবস্থায় থাকে। এই কারণেই ইরানের রাজনৈতিক কাঠামোতে কোনো একজন ব্যক্তির মৃত্যু বা অপসারণের মাধ্যমে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটানো সহজ নয়। এই যুদ্ধে আমেরিকার সর্বনিম্ন চাওয়া হচ্ছে সম্বল ইরানের আকাশ থেকে বোম্বিং করে ইরানের বিভিন্ন মিসাইল ও পারমাণবিক ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করে ইরানকে সামরিকভাবে দুর্বল করা। এই চাওয়াতে হয়তো আমেরিকা অনেকটাই সফল হতে পারে। অন্যদিকে ইরানের মূল প্রতিরোধ হচ্ছে স্বল্পমূল্যের ড্রোন হামলা চালিয়ে উপসাগরীয়দেশগুলো ও ইসরাঈলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করা। আকাশ প্রতিরক্ষা যত দুর্বল হবে ততই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মিসাইল আঘাত হানতে সক্ষম হবে। কিছু বিশ্লেষকের মতে, বিকল্প কৌশল হিসেবে ইরানের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ উসকে দেওয়ার পরিকল্পনাও থাকতে পারে। কুর্দি, সুন্নি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশটিকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইরান–ইসরাঈল যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তা পুরো বিশ্বের জন্য ভয়াবহ অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দিয়েছিল। কিন্তু ইরান–ইসরাঈল যুদ্ধ তার চেয়েও বড় অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে **হরমুজ প্রণালি** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে বিশ্বের বড় অংশের তেল ও জ্বালানি এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। ২০২৫ সালে ২ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল এবং ১১০ বিলিয়ন ঘন মিটারের বেশি এল এন জি এই পথ দিয়েই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়েছে। গত ৮০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত এই রুট বন্ধ হয়ে গেছে। বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে পারে:

- জ্বালানি সংকট দেখা দিতে পারে
- অর্থনীতিতে চাপ বাড়তে পারে
- রেমিট্যান্স প্রবাহ ব্যাহত হতে পারে

কারণ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেকাংশে প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের উপর নির্ভরশীল, আর সেই রেমিট্যান্সের বড় অংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সরাসরি বাংলাদেশের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করবে। উপসাগরীয় অঞ্চলে লক্ষাধিক বাংলাদেশি কর্মরত আছেন। সেখানে সামরিক হামলা হলে বাংলাদেশিদের হতাহত হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ে। ইতোমধ্যেই বাহরাইন, আমিরাত ও সঊদী আরবে কয়েকজন বাংলাদেশি নিহত ও আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

কিছু মার্কিন সামরিক সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, তাদেরকে এই যুদ্ধকে বাইবেলে বর্ণিত **Armageddon** বা শেষ যুগের যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, সেই যুদ্ধ সংঘটিত হলে যিশু খ্রিষ্ট (ঈসা আলাইহিস সালাম) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। ইসলামী বর্ণনাতেও শেষ যুগে কিছু বড় যুদ্ধের কথা উল্লেখ রয়েছে। হাদীছ অনুযায়ী, সিরিয়ায় রোমান খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তবে তার আগে তাদের মধ্যে একটি চুক্তি হবে এবং সেই চুক্তির ভিত্তিতে তারা তৃতীয় কোনো শক্তির বিরুদ্ধে একসাথে যুদ্ধ করবে। পরে চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে। বর্ণনায় আছে, তখন খ্রিষ্টানরা ৮০টি পতাকা নিয়ে একত্রিত হবে এবং প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে ১২ হাজার সৈন্য। সেই যুদ্ধে মুসলিমদের এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবে, এক-তৃতীয়াংশ শহীদ হবে এবং এক-তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। এর পরপরই দাজ্জাল প্রকাশ পাবে এবং ঈসা e অবতরণ করবেন। তবে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় এই ঘটনাগুলো কখন ঘটবে। তাই প্রতিটি সমসাময়িক যুদ্ধকে এসব ভবিষ্যদ্বাণির সঙ্গে জোর করে মিলিয়ে দেখাও সঠিক নয়। বরং আমাদের উচিত দাজ্জালের ফেতনা ও শেষ যুগের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা এবং ঈমানের সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার চেষ্টা করা। **(প্র. স.)**

দারসে কুরআন

কুরআনের মর্মবাণী

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক*

কুরআন সম্পর্কে একটি কথা আমরা সবাই সাধারণত জানি যে, কুরআন আল্লাহ তাআলা হেদায়াতের জন্য এবং মানুষকে ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য নাযিল করেছেন। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ ‘নিশ্চয় এই কুরআন সেই পথের দিকনির্দেশ করে, যা সর্বাধিক সঠিক’ *(আল-ইসরা, ১৭/৯)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ‘নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস তাকে তুমি হেদায়াত দিতে পারবে না, বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন’ *(আল-কাছাছ, ২৮/৫৬)*।

মহান আল্লাহ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি মানুষকে খুশির ও ভয়ের সংবাদ দিবেন এবং সঠিক পথের দিকে দাওয়াত দিবেন। আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ‘হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৪৫-৪৬)*। এই দুটি আয়াতে আল্লাহ রাসূলকে হেদায়েতের মালিক বলেননি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন পবিত্র কুরআনের কথা বললেন, তখন উনি বললেন যে, পবিত্র কুরআন হচ্ছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটা নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট একটা জীবনকাল দিয়ে পাঠালেন। তাঁর সময় ও জীবনের পরিধি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা তাকে এই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিলেন, কিন্তু মানবজাতির হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ কুরআনকে কিন্তু আমাদের সামনেই রেখে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, কারো বিপথ থেকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য কুরআন পড়া এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণাই যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন মূলত এখানেই তৈরি হয়, আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা সাধারণত সবাই কুরআন পড়ে এবং কুরআন পড়া জানে, কিন্তু তারপরও কেন তারা গুনাহের দিকে ও বিপথে অগ্রসরমান? উদাহরণস্বরূপ যদি বলি, যখন রামাযান মাস আসে তখন সাধারণত আমাদের মাঝে কুরআন পড়া অথবা কুরআন পাঠ করতে হবে এ জাতীয় আলোচনাগুলো বেশি আসায় অন্যান্য সময়ের তুলনায় আমরা রামাযান মাসে একটু বেশি কুরআন পড়ি, আমাদের ব্যবসায়ীরা এই মাসে সবচেয়ে বেশি কুরআন পড়ে এবং দান-খায়রাত করে; তারপরও দেখবেন এই মাসে আমাদের দোকান মালিকরা অন্য সময়ের চেয়ে পণ্যের দাম বেশি নিচ্ছে, খাবার গুদামজাত করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। এর অর্থ কি এটা দাঁড়ায় না যে, এই কুরআন তেলাওয়াত তার হৃদয়ে সেই প্রভাব ফেলতে পারেনি, যার মাধ্যমে আমরা এই ধরনের যুলম থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখব? কুরআন তেলাওয়াত করলে মানুষ পথপ্রদর্শিত হয়, মানুষ সঠিক পথের দিশা পায়, মানুষ হেদায়াতের রাস্তায় আসে; কিন্তু সেটা বাস্তবে কেন হচ্ছে না? আমাদের সবার বাসাতেই বুকসেলফে কুরআন থাকে, কিন্তু আমাদের সবার জীবনটা কি কুরআন অনুযায়ী পরিচালিত হয়? আমরা সবাই কি আমাদের জীবনে কুরআনকে অনুসরণ করতে পারি?

এখানে একটি আয়াত বারবার আমার স্মরণে আসে এবং কুরআনের যে সমস্ত আয়াত অনেক বেশি গভীর, যেই আয়াতগুলো মানুষকে অনেক বেশি চিন্তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সেই সমস্ত আয়াতের একটা আয়াত হচ্ছে, আল্লাহ বলেন, ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ‘যদি আমি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে পেতে সে আল্লাহর ভয়ে বিনম্র হয়ে গেছে এবং ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে’ *(আল-হাশর, ৫৯/২১)*।

পাহাড়ের মতো একটা জড়বস্তু, বিশাল সৃষ্টি, হিমালয় পর্বতের কথা আপনি চিন্তা করুন, সে কত বিশাল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কুরআন যদি এরকম বিশাল কোনো পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করা হতো, তাহলে এই কুরআনে মহান আল্লাহ সম্পর্কে

১* ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত; বিএ (অনার্স), কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সঊদী আরব।

www.al-itisam.com

যা বলা হয়েছে, তাঁর যে পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তার সৃষ্টি সম্পর্কে যে কথাগুলো এখানে বলেছেন সেটা ওই পাহাড় বুঝার পরে এবং জানার পরে ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। অথচ আমরা মানুষ, আমরা জড়বস্তু নই, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি সবকিছু থাকার পরেও যখন আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি, কুরআন পাঠ করি; তখন আমরা কতদিন কুরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহর ক্ষমতা ও দাম্ভিকতার কথা পড়ে ভয় পেয়েছি এবং আল্লাহর দয়া, জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা জেনে আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে? যেমন ক্বিয়ামতের ভয়ংকর বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا - فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا - لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ ‘তারা তোমাকে পাহাড়সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, আমার রব সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেবেন। তারপর তিনি যমীনকে সমতল প্রান্তর বানিয়ে দেবেন। তুমি সেখানে কোনো বক্রতা বা উঁচু-নিচু কিছুই দেখতে পাবে না *(ত্বো-হা ২০/১০৫-১০৭)*। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ‘তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, আমাদেরকে কথা বলিয়েছেন আল্লাহ, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে কথা বলিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(ফুছছিলাত, ৪১/২১)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ ‘সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও তার বাবা থেকে এবং তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের থেকে’ *(আবাসা, ৮০/৩৪-৩৭)*।

বিচার দিবসে হৃদয় প্রকম্পিতকারী এই বিবরণী পড়ার সময় কি আমরা বিন্দুমাত্র ভয় পাই? আমাদের হৃদয় নরম হয়? সত্যি বলতে হয় না। অথচ আল্লাহ বলছেন, ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ ‘যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হতো, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং কাঁদত *(মারইয়াম, ১৯/৫৮)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا - وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا - وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ ‘নিশ্চয় যারা এর আগে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, যখন তাদের কাছে এটি তেলাওয়াত করা হয়, তারা চিবুকের উপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তারা বলে, পবিত্র আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ারই ছিল। আর তারা চিবুকের উপর লুটিয়ে পড়ত কাঁদতে কাঁদতে এবং এটি তাদের বিনয় আরও বাড়িয়ে দেয়’ *(আল-ইসরা, ১৭/১০৭–১০৯)*।

কিন্তু আমাদের সাথে কি কখনও এরকম ঘটেছে? না, আমাদের সাথে ঘটেনি। তাহলে কি আমরা এটা বলতে পারি যে, আসলে আমরা সবাই কুরআন তেলাওয়াত করছি, আমাদের সবার কাছেই কুরআন আছে; কিন্তু তা আমাদের হৃদয়ে ভয়ও আনতে পারেনি এবং কুরআনের যেটা মূল কাজ তথা মহান আল্লাহ যে জন্য পাঠিয়েছেন সেটাও কার্যকর হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের রাসূল ﷺ-সহ আমাদের ছাহাবায়ে কেরাম, আমাদের আলেমগণ কুরআন তেলাওয়াত করে ডুকরে-ডুকরে কাঁদতেন। আমি নিচে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, ‘তুমি আমার কাছে কুরআন তেলাওয়াত করো’। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার কাছে কুরআন পড়ব, অথচ এটি তো আপনার উপরই নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, ‘আমি এটি অন্যের মুখ থেকে শুনতে ভালোবাসি’। তখন আমি তাঁর কাছে সূরা নিসা তেলাওয়াত করতে লাগলাম। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছালাম, ‘অতএব, কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আনব এবং আপনাকে (হে মুহাম্মাদ) তাদের উপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব?’ *(আন-নিসা, ৪/৪১)* তিনি বললেন, ‘এখন যথেষ্ট’। আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে।[২]

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থতার সময় বললেন, ‘আবূ বকরকে নির্দেশ দাও, তিনি যেন লোকদের নিয়ে ছালাত পড়ান’। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি বললাম, ‘আবূ বকর আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার কারণে মানুষকে শুনাতে পারবেন না, বরং উমারকে নির্দেশ দিন যেন তিনি ছালাত পড়ান’।[৩]

ইয়াহইয়া ইবনু আল-ফাযল আল-আনিসী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, যিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির সম্পর্কে উল্লেখ করছিলেন, এক রাতে তিনি ছালাতে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি প্রবলভাবে কাঁদতে শুরু করলেন। তার কান্না এত বেড়ে গেল যে, তাঁর পরিবারের লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল (কেন কাঁদছেন), কিন্তু তিনি তাদের সাথে কথা বলতে পারলেন না। তিনি কান্নাতেই মগ্ন রইলেন। তখন তারা আবূ হাজেমের কাছে

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮০০।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮।

লোক পাঠাল। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, কীসে আপনাকে কাঁদাল? তিনি বললেন, একটি আয়াত আমার সামনে এসেছে। তিনি বললেন, কোন আয়াত? তিনি বললেন, وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সামনে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যা তারা কল্পনাও করেনি’। এ কথা শুনে আবূ হাজেমও তাঁর সাথে কেঁদে ফেললেন।[৪]

উমার ইবনুল আব্দুল আযীয এক রাতে ছালাতে সূরা ‘ওয়াল লায়লে ইযা ইয়াগশা’ পড়ছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছালেন, ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ (অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত আগুন সম্পর্কে সতর্ক করছি), তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি আর সেই আয়াত অতিক্রম করতে পারলেন না। পুনরায় সূরাটি পড়লেন, আবার ওই আয়াতে পৌঁছে অতিক্রম করতে পারলেন না। এভাবে দুই বা তিনবার করলেন। অতঃপর তিনি অন্য একটি সূরা পড়লেন।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ঠান্ডা পানি পান করে কেঁদে ফেললেন এবং তার কান্না তীব্র হয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কীসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত স্মরণ করেছি, ‘ওয়া হীলা বায়নাহুম ওয়া বায়না মা ইয়াশতাহূন’ (তাদের ও তাদের কাম্যবস্তুর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে)। আমি বুঝলাম, জাহান্নামবাসীরা কিছুই কামনা করবে না, শুধু ঠান্ডা পানি ছাড়া। যেমনটি আল্লাহ বলেন, ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ ‘জাহান্নামবাসীরা জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা যা আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও’।[৬]

নাফে‘ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা কখনো সূরা আল-বাক্বারার শেষের এই দুই আয়াত পড়লে কাঁদতেন, ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ (তোমরা যা তোমাদের অন্তরে প্রকাশ কর বা গোপন রাখো...)। এরপর তিনি বলতেন, এটি তো এক কঠিন হিসাব-নিকাশ![৭]

ইবনু আবী মুলায়কা বলেন, আমি মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সাথে সফর করেছি। তিনি যখন কোথাও অবস্থান করতেন, রাতের অর্ধেক সময় ছালাতে দাঁড়াতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তার ক্বিরাআত কেমন ছিল? তিনি বলেন, তিনি এই আয়াত পড়লেন, ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ (মৃত্যুযন্ত্রণার মুহূর্ত সত্যসহ এসে উপস্থিত হবে। এটাই তা, যেখান থেকে তুমি পলায়ন করতে)। তিনি তা ধীরে ধীরে পড়তেন এবং শব্দ করে কান্না করতেন।[৮]

মালেক ইবনু দীনার এই আয়াত পড়লেন, ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনম্র ও বিদীর্ণ হতে দেখতে), তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি তোমাদের শপথ করে বলছি, যে বান্দা এই কুরআনের প্রতি ঈমান আনে, তার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়ে পারে না।[৯]

উক্ত ঘটনাগুলোর সাথে একটি আয়াত উল্লেখ না করলেই নয়, আল্লাহ তাআলা বলছেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ‘নিশ্চয় মুমিন তো তারাই যখন আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়, তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। আর যখন তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করা হয়, তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে’ *(আল-আনফাল, ৮/২)*।

তারা ভয় পেতেন, তাদের হৃদয় কুরআন তেলাওয়াতে কেঁপে উঠত; কিন্তু আমাদের কিছুই হয় না। কোথাও একটা কিছু মিস করছি। হয়তো আমরা এই আয়াতগুলো পড়ি না অথবা পড়লেও বুঝি না। সাধারণত আমরা তো অর্থই জানি না। অথচ আল্লাহ বলেছেন, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ‘তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? আর যদি এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এতে বহু অসংগতি ও বিরোধ খুঁজে পেত’ *(আন-নিসা, ৪/৮২)*। অর্থাৎ কুরআনের শুধু অর্থ জানা নয়; বরং চিন্তা-ভাবনা করে উচিত, গবেষণা করা উচিত। আমরা চিন্তা করা তো দূরের কথা অর্থসহ কয়জনই তেলাওয়াত করি। যদিও বা আল্লাহ কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কুরআন চিন্তা-ভাবনা করে পড়ার কথা বলেছেন। যারা চিন্তা করে না, কুরআন বুঝে না তাদের হৃদয়কে তিনি তালাবদ্ধ হৃদয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ‘তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহের উপর তালা ঝুলছে?’ *(মুহাম্মাদ, ৪৭/২৪)*। সারমর্ম কথায় আমরা বলতে পারি কুরআন অর্থ-সহ পড়ার চেষ্টা করাই যথেষ্ট নয় বরং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, তদবব্বুর করা আমাদের জন্য জরুরী।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৫৫৪।
৫. ইবনু রজব হাম্বলী, আত-তাখউইফ মিনান নার, পৃ. ১০৪।
৬. ইমাম আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১৫৬।
৭. ইমাম আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১৫৮।
৮. ফাযায়েলুছ ছাহাবা, ইমাম আহমাদ, ২/৯৫০; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৩৪২।
৯. কিতাবুয যুহদ, ইবনু রজব হাম্বলী, পৃ. ২৫৮।

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(ফেব্রুয়ারি'২৬ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(শেষ পর্ব)

মুরদানের প্রতি আসক্তির কারণ: মুরদানের প্রতি আসক্তি ও সমকামিতা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

◊ **ঈমানের দুর্বলতা, মহান আল্লাহর ভালোবাসা থেকে হৃদয়ের দূরত্ব, তাঁর নজরদারির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং তাঁর প্রতি ভয়ের অভাব:** সমলিঙ্গের প্রতি আসক্তিসহ অন্যান্য অপরাধের পেছনেও মূলত এই বিষয়গুলো কাজ করে থাকে।

◊ **নির্লজ্জতা ও বিকৃত মানসিকতা:** ইসলামে লজ্জাশীলতাকে ঈমানের শাখা বলা হয়েছে। কারো যখন লজ্জা না থাকে, তখন সে যা খুশি তা করতে পারে; যা খুশি তা বলতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যথার্থই বলেছেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ 'পূর্ববর্তী নবীগণের বাণীসমূহের মধ্যে যে বাণী মানুষ পেয়েছে, তা হলো, যদি তুমি লজ্জা-শরম না কর, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো'।[১১]

◊ **সুন্দর তরুণ-যুবকদের সাথে মেশা, তাদের দিকে অবাধে ও বারবার তাকানো এবং তাদের সৌন্দর্য ও অবয়ব উপভোগ করা:** এটিই হলো পাপাচারের প্রথম পথ, যে পথ একজন আসক্ত ব্যক্তি মাড়িয়ে থাকে। অথচ তার প্রতিপালক আল্লাহ তাকে হারাম বিষয় থেকে দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর নবী ﷺ ও তাকে অনুরূপ আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু যখন সে আদেশ লঙ্ঘন করে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, তখন ইবলীস তার হৃদয়ে একটি বিষাক্ত তির বিঁধে দেয়। এভাবে সে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দৃষ্টি হলো মানুষের ওপর আপতিত অধিকাংশ বিপদের মূল উৎস। কারণ দৃষ্টি মনে ক্ষণিক কল্পনার জন্ম দেয়; সেই কল্পনা জন্ম দেয় গভীর চিন্তার; সেই চিন্তা জন্ম দেয় লালসার; সেই লালসা জন্ম দেয় ইচ্ছার; এরপর সেই ইচ্ছা আরও শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে রূপ নেয়। পরিশেষে পাপ কাজটি অবশ্যই সংঘটিত হয়, যদি না বড় কোনো বাধা তাকে প্রতিহত করে। একারণেই বলা হয়ে থাকে, 'দৃষ্টি অবনত রাখার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা, দৃষ্টি দেওয়ার পরবর্তী যাতনার ওপর ধৈর্য ধরার চেয়ে অনেক বেশি সহজ'।[১২]

একারণেই আলেমগণ দাড়িবিহীন কিশোর-যুবকদের দিকে দৃষ্টি দেওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ একে নারীদের দিকে তাকানোর চেয়েও গুরুতর বলে গণ্য করেছেন।

◊ **কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত বর্জন করা এবং নেককারদের জীবনী ও ইমামদের জীবনচরিত পাঠ বর্জন করা:** মহান আল্লাহর কিতাবের মধ্যে রয়েছে হেদায়াত, আলো এবং আরোগ্য। এটি একজন মুসলিমকে পাপ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর সর্বোত্তম সুরক্ষা এবং যারা পাপে লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা।

আর যখন কেউ ইমামদের জীবনচরিত এবং আলেমদের জীবনী পাঠ করে, তখন সে তাদেরকে নিজের জন্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের স্মৃতির সান্নিধ্যে প্রশান্তি পায় এবং নিজেকে নীচতা ও অশ্লীল কাজ থেকে ঊর্ধ্বে রাখে।

◊ **ফরয ও নফল ইবাদতে অবহেলা:** যদি এই আসক্ত ব্যক্তি ছালাতগুলোকে সঠিক সময়ে যথাযথ শর্তসমূহ ও ওয়াজিবসমূহসহ আদায় করত, তবে এই ছালাতই তাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ 'নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*। তাহলে সে যদি ফরযের পাশাপাশি ফরযের আগে-পরের বিশেষ সুন্নাতগুলো ও অন্যান্য নফল ছালাতের প্রতিও যত্নশীল হতো, তবে তার অবস্থা কতই-না উন্নত হতো!

◊ **জ্ঞানার্জনে অবহেলা:** জ্ঞান হলো আলো। এর মাধ্যমেই মানুষ হালাল সম্পর্কে জানতে পারে এবং তা আমল করতে পারে। অনুরূপভাবে হারাম চিনতে পারে এবং তা বর্জন করতে পারে। এর সাহায্যেই মানুষ তার মহান প্রতিপালকের পরিচয় জানতে পারে এবং তাঁর নামসমূহ, গুণাবলি ও তাঁর কার্যাবলি সম্পর্কে পরিচয় লাভ করতে পারে। আর এই জ্ঞানই তার হৃদয়ে রবের প্রতি লজ্জা এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি লজ্জাবোধ

১০* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৮৩, ৩৪৮৪, ৬১২০।

১২. আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ-দাওয়াইশ শাফী, পৃ. ১৫৩।

www.al-itisam.com

তৈরি করে, যা তাকে কোনো জঘন্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে বাধা দেয়। এর মাধ্যমেই সে পাপাচারীদের করুণ দশা এবং তাদের জন্য আল্লাহ যে শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন, সে সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

◊ **ইবলীস ও তার দোসর মানব-শয়তানদের চক্রান্ত:** সমলিঙ্গের প্রতি আসক্তি ও সমকামিতার পেছনে ইবলীস তো কাজ করে যাচ্ছেই, মানবরূপী ইবলীসগুলোও মোটেও পিছিয়ে নেই। বরং তারা বিশ্বের অনেক জায়গায় এর আইনী বৈধতা ও সুরক্ষা দিয়েছে এবং বাকী জায়গাগুলোতে দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আরও দুঃখজনক হলো, একে তারা অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রচারণায় নেমেছে। ফলে এসব অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে জিন-শয়তান ও মানব-শয়তানদের ভূমিকা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

◊ **মরণঘাতী অবসর সময়:** যাকে 'সকল বিপদের মূল' বলা হয়। আসক্ত ব্যক্তি যদি তার সময়কে ইবাদত, শারীরিক ব্যায়াম (খেলাধুলা), বৈধ কাজকর্ম এবং জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত রাখত, তবে সে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে চিন্তা করার মতো কোনো সময় খুঁজে পেত না, সে কাজ করা তো অনেক পরের কথা।

◊ **অসৎ সঙ্গ বা খারাপ বন্ধু:** যা মূলত একটি 'মরণঘাতী বিষ'। নবী ﷺ অসৎ সঙ্গীকে কামারের হাপর চালনাকারীর সাথে তুলনা করেছেন। সে হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। অথচ অনেকে বন্ধুত্বের পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

◊ **ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট চ্যানেল:** সোশ্যাল মিডিয়া ও স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে যৌন উত্তেজক প্রচুর কন্টেন্ট প্রচারিত হয়, যা ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়ায়।

◊ **অশ্লীল ম্যাগাজিন তন্নতন্ন করে দেখা ও পড়া:** অশ্লীল ম্যাগাজিনগুলোতে বিভিন্ন ধরনের নগ্ন ছবি প্রদর্শিত হয়, যেগুলো যেন-ব্যভিচার ও সমকামিতার জন্য দায়ী।

◊ **বিবাহ ত্যাগ করা এবং নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা ও লজ্জাস্থানের হেফাযতের ব্যাপারে অবহেলা করা:** আল্লাহ তাআলা পুরুষদের মধ্যে স্বাভাবিক কামভাব বা যৌনচাহিদা সৃষ্টি করেছেন এবং এর বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবে নারীদের নির্ধারণ করেছেন। আর এর জন্য বৈধ পথ হলো বিবাহ। কিন্তু যার প্রকৃতি বা স্বভাব বিকৃত হয়ে যায়, সে এই চাহিদা নিজের সমলিঙ্গের পুরুষদের ওপর প্রয়োগ করে। এর মাধ্যমে সে পশুর স্তরের চেয়েও নিচে নেমে যায়। কেননা এই যে পশুরা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে সৃষ্টি করেছেন— আমরা কি কখনো দেখেছি যে একটি পুরুষ পশু অন্য একটি পুরুষ পশুর সাথে সংগমে লিপ্ত হচ্ছে?

অথচ আমাদের দেশে প্রেম-প্রীতিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং আইনীভাবে বিয়েকে কঠিন করা হয়েছে!

◊ **এই বিশ্বাস রাখা যে, কারো প্রতি অবৈধভাবে আসক্ত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এটি এড়িয়ে চলা অসম্ভব:** এমন বিশ্বাস মূলত শয়তানের ধোঁকা। সে এভাবে মানুষকে ধোঁকার ফাঁদে ফেলে।

◊ **প্রেমের উপন্যাস, প্রেমকাহিনী এবং কামোদ্দীপক কবিতা পড়া:** এগুলোকে যেনা ও সমকামিতার বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব লেখনি যেন-ব্যভিচার ও সমকামিতার বিস্তার ঘটায়।

◊ **একই বিছানায় বা পাশাপাশি লাগোয়া বিছানায় শোয়া:** সমলিঙ্গের প্রতি আসক্তি ও সমকামিতার জন্য সরাসরি দায়ী হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ-পুরুষ বা নারী-নারী পাশাপাশি শোয়া। সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ১০ বছর বয়স হলে এমনকি সহোদর ভাই-বোনদেরকেও আলাদা থাকার আদেশ দিয়ে বলেন, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ৭ বছর বয়সে ছালাতের আদেশ করো আর ১০ বছর বয়সে ছালাত না পড়ার অপরাধে তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের মাঝে বিছানা আলাদা করে দাও'।[১৩]

মুরদানের প্রতি আসক্তি ও সমকামিতার রোগ থেকে বাঁচার উপায়: আমরা যেহেতু সমস্যার কারণগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছি, সেহেতু সেগুলো নিয়ে কাজ করলেই উক্ত রোগ থেকে বাঁচা সম্ভব ইনশা-আল্লাহ। কারণ রোগের মূল কারণ ত্যাগ করা ছাড়া যে চিকিৎসা নেওয়া হবে, তা একটি ব্যর্থ চিকিৎসা হিসেবে গণ্য হবে, যা কখনো সফল হবে না। সুতরাং আগের আলোচনা থেকেই আমরা সমাধান খুঁজে নিতে পারি। তারপরও আমরা এখানে উক্ত সমস্যা থেকে বাঁচার কতিপয় উপায় পৃথকভাবে উল্লেখ করছি:

◊ **আল্লাহর সান্নিধ্য স্মরণ করুন:** মনে রাখবেন, মহান আল্লাহ সবসময় আপনার সাথে আছেন এবং তিনি আপনাকে প্রতিটি মুহূর্তে দেখছেন। সুতরাং তাঁর অবাধ্য হবেন না।

◊ **হিসাব-দিবসের কথা স্মরণ করুন:** ক্বিয়ামতের দিন হিসাব হবে কারো জন্য সহজ, কারো জন্য কঠিন। অতএব, আপনার দুনিয়ার জীবনকে এমনভাবে সাজান, যেন সেদিন আপনার হিসাব হালকা হয়।

◊ **সর্বদা মনে রাখুন, আপনি পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন:** আর এই পাপের পরিণতি হচ্ছে মহান আল্লাহর রাগ ও ক্রোধ প্রাপ্তি এবং তাঁর তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া।

◊ **পাঁচটি সাক্ষীর কথা মনে রাখুন, সাবধান! আপনি কখনই এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না:**

প্রথম সাক্ষী আল্লাহ: আল্লাহ আপনার সবকিছু দেখছেন। অন্ধকারে কালো পাথরের ওপর কালো পিঁপড়াকেও তিনি দেখতে পান।

দ্বিতীয় সাক্ষী ফেরেশতা: আপনার দুই কাঁধে দুই জন সম্মানিত ফেরেশতা আছেন। আপনার প্রতিটি শব্দ তারা লিপিবদ্ধ করছেন।

---

১৩. https://islamqa.info/ar/answers/94836/ مبتلى-بحب-المردان-فكيف-يتخلص-من-مرضه-هذا https://almoslim.net/node/80108

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ‘মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে’ *(কাফ, ৫০/১৮)*।

তৃতীয় সাক্ষী আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ: বিচার দিবসে আপনার মুখ সিল করে দেওয়া হবে এবং আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনার কথা-কাজের সাক্ষ্য দেবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ‘আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে ও তাদের পা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করত’ *(ইয়াসীন, ৩৬/৬৫)*।

চতুর্থ সাক্ষী যমীন: আপনি যেখানে বসে পাপ করছেন, ক্বিয়ামতের দিন সেই স্থানটি আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ ‘সে দিন যমীন তার (নিজের উপর সংঘটিত) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে’ *(আয-যিলযাল, ৯৯/৪)*।

পঞ্চম সাক্ষী মানুষ: আপনার চারপাশের মানুষ, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা আপনার কাজের সাক্ষী। নবী ﷺ বলেছেন, أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ ‘তোমরা যমীনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী’।[১৪]

◊ **মনে রাখুন, এই আসক্তি আপনার অন্তরে বিষণ্নতা সৃষ্টি করে:** এর ফলে চেহারায় নেমে আসে মলিনতা এবং শেষ পরিণতি হয় ভয়াবহ। আর পরকালে কী আছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। তাহলে কীসের এত অপেক্ষা? অতএব, সংশোধন হোন এখনই।

◊ **জেনে রাখুন, আপনি এক মারাত্মক বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির মধ্যে আছেন:** আপনি মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রুপ, ইশারা-ইঙ্গিত এবং অপবাদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেছেন। আপনাকে নিয়ে চারদিকে কানাঘুষা চলছে, যা আপনাকে সন্দেহ ও অভিযোগের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে। তাই সময় থাকতেই নিজেকে বাঁচান, ফিরে আসুন সঠিক পথে।

◊ **আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি করুন:** বিশেষ করে ছিয়ামের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে হৃদয়ে মহান আল্লাহর ভালোবাসার চাষ ও তাঁর শাস্তির ভয় করার মাধ্যমে।

◊ **দৃষ্টির হেফাযত করুন:** সমলিঙ্গের প্রতি আসক্তি থেকে বাঁচতে হলে নিজেকে ‘আমরাদ’ (দাড়িবিহীন সুন্দর যুবক)-দের দিকে তাকানো থেকে বিরত রাখতে হবে— তা কামভাব নিয়ে হোক বা কামভাব ছাড়া। এছাড়া তাদের সঙ্গ দেওয়া, তাদের সাথে ওঠাবসা করা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে এবং তাদের সাথে নির্জনে অবস্থান করা ত্যাগ করতে হবে; এমনকি তা কুরআন মাজীদ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হলেও।

◊ **ছালাতের প্রতি যত্নশীল হোন:** পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাসময়ে আদায়ের প্রতি যত্নশীল হোন। ফরযের পাশাপাশি ফরযের আগে-পরের বিশেষ সুন্নাতগুলো ও অন্যান্য নফল ছালাতের প্রতিও যত্নশীল হোন।

◊ **নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করুন:** সকাল-সন্ধ্যার যিকির-আযকারের প্রতি যত্নশীল হোন। সালাফে ছালেহীনের জীবনচরিত অধ্যয়ন করুন।

◊ **দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করুন:** প্রত্যেক মুসলিমের ওপর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয’।[১৫] অতএব, পড়া, শোনা এবং দেখার মাধ্যমে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করুন।

◊ **আনুগত্যের কাজে সময়কে ব্যয় করুন:** মুমিন-জীবনে অবসর বলে কিছু নেই। তাই দ্বীন বা দুনিয়ামুখী কাজে সময়কে কাজে লাগান। আপনি আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী এবং উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন ও পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্ববান মানুষের সান্নিধ্যে নিজের সময় ব্যয় করুন। উপকারী বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠে গুরুত্ব দিন। কুরআন তেলাওয়াত শুনুন, ভালো ভালো লেকচার শুনুন। স্কিল শক্ত করার জন্য বিভিন্ন উপকারী কোর্স করুন।

◊ **অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করুন:** অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলুন এবং সৎ সঙ্গীদের অনুসন্ধান করুন। আর তাঁদের সাথে ওঠাবসা করার মাধ্যমে এবং তাঁদের জ্ঞান ও চরিত্র থেকে শিক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের সাথে যুক্ত থাকুন। জীবনকে পরিবর্তন করুন।

◊ **বাবা-মায়ের ভূমিকা:** পিতা-মাতা হলেন ঘরের নিরাপত্তার দুটি প্রধান স্তম্ভ। তাদের ওপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়— যদি তারা সন্তানদের সঠিকভাবে লালনপালন ও শিক্ষা দেন, ভালোর নির্দেশ এবং মন্দের নিষেধ করেন। তারা যদি সন্তানদের ভালো কাজের পথ দেখান, তাতে উৎসাহিত করেন; মন্দ কাজের পথ বুঝিয়ে দূরে থাকতে সতর্ক করেন; প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের অশ্লীলতা থেকে সাবধান করেন—তাহলেই সন্তানরা সঠিক পথে বড় হবে।

পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানদের আল্লাহকে ভালোবাসতে শেখানো, নবী ﷺ-কে ভালোবাসতে শেখানো, সৎলোক ও আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগানো। একই সাথে আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তুষ্টির ভয় সম্পর্কে সচেতন করা, দুষ্কৃতিকারী ও খারাপ বন্ধুদের থেকে সতর্ক করা।

সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে, পিতা-মাতাকে কঠোরভাবে সতর্ক থাকতে হবে, যেন তারা ঘরে এমন সব যন্ত্র বা ডিভাইস প্রবেশ করিয়ে না ফেলেন, যেগুলো সন্তানদের নৈতিকতা ও চরিত্র ধ্বংস করে দিতে পারে।

◊ **খতীব ও ওয়ায়েযদের ভূমিকা:** জুমআর খুতবা ও ওয়ায মাহফিলে এই ধরনের অপরাধ ও এর কুফল নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কারণ খুতবায় সব ধরনের মানুষ উপস্থিত থাকে। সমাজের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান দেওয়া খতীবদের গুরু দায়িত্ব।

◊ **শিক্ষার ভূমিকা:** শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের প্রতি বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া জরুরী। কারণ তারাই এই দ্বীনের মূল

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৬৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৪৯।

১৫. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২২৪, ‘ছহীহ’।

www.al-itisam.com

ভরসা ও ভবিষ্যৎ বাহক। আমরা আজ তাদের যে বীজ রোপণ করছি, অদূর ভবিষ্যতে ইনশা-আল্লাহ তার ফল আমরা দেখতে পাব। তাই ছেলে-মেয়ে সবার জন্য শিক্ষাক্রমে অবশ্যই অশ্লীলতা এবং অনৈতিক কাজের ভয়াবহতা, এর পরিণতি ও শাস্তি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে আলোচনা থাকা প্রয়োজন।

◊ **বিবাহ সহজ করা:** অশ্লীলতা দূর করার অন্যতম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হলো বিবাহ সহজ করা, যাতে মানুষ হালাল পথে তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে।

◊ **ছিয়াম পালনা করা:** নিশ্চয়ই নববী হেদায়াত বা নির্দেশনা হারামের দিকে ধাবিতকারী সকল মাধ্যমকে বন্ধ করার নীতি নিয়ে এসেছে। এটি তাঁর উম্মতের প্রতি গভীর দয়া ও মমতার অংশ, যাতে তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে।

এই সব পথ বন্ধ করার জন্য তিনি এমন এক নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে একজন মানুষ তিনটি বড় ছওয়াব লাভ করতে পারে— আল্লাহর জন্য হারাম থেকে বিরত থাকার ছওয়াব, নবী ﷺ-এর নির্দেশ মানার ছওয়াব এবং ছিয়াম রাখার ছওয়াব, যা মানুষকে তার রবের আরো নিকটবর্তী করে এবং শয়তানের প্রভাবকে দুর্বল করে। নবী ﷺ বলেছেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‘হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, তাকে ছিয়াম রাখতে হবে। কারণ ছিয়াম তার জন্য ঢালস্বরূপ’।[১৬]

◊ **নির্জনতা থেকে সাবধান:** একা থাকা শয়তানের কুমন্ত্রণা ডেকে আনে। নবী ﷺ বলেছেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ‘কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো মহিলার সাথে তার মাহরাম ছাড়া নির্জনতা অবলম্বন না করে’।[১৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ‘কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সঙ্গে নির্জনতা অবলম্বন করলেই তাদের তৃতীয় জন হয় শয়তান’।[১৮] তাই একা থাকা পরিহার করা উচিত।

◊ **গণমাধ্যমের ভূমিকা:** রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মতো গণমাধ্যমগুলোকে কাজে লাগিয়ে আলেম সমাজকে চারিত্রিক পরিশুদ্ধির দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে।

◊ **তার থেকে দূরে থাকুন:** তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন এবং যেকোনো অজুহাতে সব ধরনের কথোপকথন ও সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলুন, এজন্য আপনাকে যত বড় ত্যাগই স্বীকার করতে হোক-না কেন।

◊ **একটা কথা মনে রাখুন:** তারও ভুলভ্রান্তি, পদস্খলন এবং দোষত্রুটি রয়েছে। সেও আপনার মতোই একজন মানুষ; আপনার পেটে যেমন নোংরা ও বর্জ্য আছে, তার পেটেও তেমনটাই আছে।

১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০০।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪১।
১৮. সুনানে তিরমিযী, হা/১১৭১, ‘ছহীহ’।

◊ **এই নিষিদ্ধ প্রেমে যারা আসক্ত হয়েছে, তাদের পরিণতির দিকে তাকিয়ে শিক্ষা নিন:** কীভাবে এটি তাদেরকে উন্মাদনা, নানাবিধ রোগ এবং এমনকি ধর্মত্যাগ বা মুরতাদ হওয়ার দিকে নিয়ে গেছে। ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আর এই ভয়াবহ রোগের ঔষধ হলো— অন্তরের পরিবর্তনকারী আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, যথাযথভাবে তাঁর আশ্রয় নেওয়া, তাঁর যিকিরে মশগূল থাকা এবং তাঁর ভালোবাসা ও নৈকট্যের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ভালোবাসার বিকল্প খুঁজে নেওয়া। পাশাপাশি সেই ব্যথার কথা চিন্তা করা, যা এই নিষিদ্ধ প্রেমের পরিণামে আসবে এবং সেই বিশাল তৃপ্তি সম্পর্কে ভাবা, যা এই পাপের কারণে সে হারাবে। এর ফলে সে তার সবচেয়ে বড় প্রিয়তম আল্লাহকে হারাবে এবং সবচেয়ে বড় অপছন্দনীয় ও ভয়াবহ পরিণতির শিকার হবে। এতসব জানার পরেও যদি তার নফস এই পাপের দিকেই এগিয়ে যায় এবং একেই প্রাধান্য দেয়, তবে সে যেন তার নিজের ওপর জানাযার তাকবীর পড়ে নেয় (অর্থাৎ নিজেকে মৃত ঘোষণা করে) এবং জেনে রাখে যে, বিপদ তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে’।[১৯]

◊ **মহান আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন:** নিজের চেষ্টার পাশাপাশি মহান আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন। দু‘আ হচ্ছে মুমিনের অস্ত্র। আপনি এই অস্ত্র ব্যবহার করুন, যাতে তিনি আপনাকে এই ব্যাধি ও পরীক্ষা থেকে মুক্তি দান করেন।[২০]

আমার মনে হয়, শুরুতে আপনার কিছুটা কষ্ট হতে পারে, কিন্তু শেষটা হবে আরামদায়ক। এটি ছেড়ে দিলে আপনি কিছুই হারাবেন না, বরং আপনি একজন স্বাধীন মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারবেন এবং সেই উন্মত্ত বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবেন।

আপনার প্রতি আমার অছিয়ত হলো, অন্যের প্রতি আপনার ভালোবাসা যেন হয় পরিমিত এবং একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; তাদের ঈমান ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে। সৌন্দর্য, বংশমর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা শারীরিক গঠন ও বাহ্যিক অবয়বের ভিত্তিতে যেন না হয়।

সব সময় মনে রাখবেন, প্রকৃত সৌন্দর্য হলো চরিত্রের সৌন্দর্য— হৃদয়ের পবিত্রতা, আত্মার নির্মলতা, উচ্চতর নৈতিকতা এবং মার্জিত শিষ্টাচার। আর চেহারার সৌন্দর্য? তা তো দ্রুতই বিলীন হয়ে যায়, ধ্বংস হয় এবং বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য সর্বদা বেঁচে থাকে, যা মানুষ চিরকাল স্মরণ রাখে। নিশ্চয়ই বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করা পুরুষোচিত আচরণের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২১]

মহান আল্লাহ সমলিঙ্গের প্রতি আসক্তি, সমকামিতাসহ যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

১৯. আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ-দাওয়াইশ শাফী, পৃ. ২৪১।
২০. দ্রষ্টব্য: https://saaid.org/Doat/yahia/61.htm https://islamqa.info/ar/answers/94836/مبتلى-بحب-المردان-فكيف-يتخلص-من-مرضه-هذا
২১. দ্রষ্টব্য: https://almoslim.net/node/80108

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(ফেব্রুয়ারি’২৬ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(মিন্নাতুল বারী-১২তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ المَقْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَجَبْتُكَ». فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.]

সনদে সূক্ষ্ম মতভেদ ও ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর তা‘লীক:

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আলোচ্য হাদীছটি যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ— লায়ছ ইবনে সা‘দ সাঈদ আল-মাক্বুরী থেকে, তিনি শারীক ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

ইমাম নাসাঈ[২৩] রহিমাহুল্লাহ যখন হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তখন সনদটি নিম্নরূপ— লায়ছ ইবনে সা‘দ, মুহাম্মাদ ইবনে আজলান থেকে, তিনি সাঈদ আল-মাক্বুরী থেকে...। তথা নাসাঈর সনদে লায়ছ ইবনে সা‘দ ও সাঈদ আল-মাক্বুরীর মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে আজলান অতিরিক্ত আছেন।

বিশ্লেষণ: উক্ত মতভেদের দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে— প্রথমত, ইমাম নাসাঈর সনদটি মাযীদ ফী মুত্তাছিলিল আসানীদ তথা বর্ণনাকারীর ওহম অথবা দুটি বর্ণনাই বিশুদ্ধ। সেক্ষেত্রে লায়ছ ইবনে সা‘দ প্রথমে হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবনে আজলান থেকে শ্রবণ করেছেন। পরবর্তীতে সরাসরি সাঈদ আল-মাক্বুরীর থেকে শ্রবণ করেছেন। ফলত দুটি বর্ণনাই সঠিক।

হাদীছটির বর্ণনাকারী ছাহাবী নিয়ে মতভেদ?

ছহীহ বুখারীর উক্ত বর্ণনায় বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু। অন্যদিকে সুনানে নাসাঈতে[২৪] কিছু সনদে বর্ণনাকারী ছাহাবীর নাম আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সনদে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার ও যাহহাক ইবনে উছমান হাদীছটি সাঈদ আল-মাক্বুরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মিযযী ও ইমাম দারাকুত্বনীসহ অনেকেই আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এই সনদকে ওহম বা ভুল বলেছেন। কেননা লায়ছ তুলনামূলক বেশি মযবূত উবায়দুল্লাহ এবং যাহহাকের তুলনায়। অন্যদিকে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মাক্বুরীর বর্ণনা একটি অতি পরিচিত সনদ। অসংখ্য হাদীছ এই সনদে বর্ণিত হয়েছে। পরিচিত সনদের বিরোধিতা করে হাদীছটি মাক্বুরীর আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা প্রমাণ করে যে, লায়ছ হাদীছটিকে বেশি মযবূতভাবে স্মরণে রেখেছে। আর যাহহাক ও উবায়দুল্লাহ অন্যান্য পরিচিত সনদের মতো স্বভাবজাত গতি অনুযায়ী মাক্বুরী, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই পরিচিত সূত্রেই হাদীছটি বর্ণনা করেছে।[২৫]

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ এই বিতর্ককে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মাক্বুরীর সনদকে বাদ দিয়েই এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার সনদ হচ্ছে— সুলায়মান, ছাবিত আল-বুনানী থেকে, তিনি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

২২* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

২৩. নাসাঈ, হা/২০৯০-২০৯২।

২৪. নাসাঈ, হা/৪৫৮-৪৬০।

২৫. দারাকুত্বনী, আল-ইলাল, হা/১০৮৯; মিযযী, তাহযীবুল কামাল, পৃ. ১১/৬৬-৬৮।

এই সনদের মাধ্যমে মাক্বুরীর বিতর্ক থেকেও বাঁচা গেল এবং হাদীছটি যে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত, সেটিও প্রমাণিত হলো।[২৬]

যদিও এই হাদীছটি যখন ছাবিত আল-বুনানী থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেছেন, তখন মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বুখারীও ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার এই প্রাধান্য বুঝাতেই তিনি হাদীছের শেষে মুতাবাআত হিসেবে ইমাম মুসলিমের এই সনদ উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

(১) মূসা ইবনে ইসমাঈল আত-তাবুযাকী: তিনি ইমাম বুখারীর উস্তায। তার পরিচয় পূর্বে চলে গেছে।

তার থেকে এই হাদীছ ইমাম মুসলিমও গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি আবূ আওয়ানা ও ইবনু মান্দা তার 'কিতাবুল ঈমান'-এ উল্লেখ করেছেন।

(২) আলী ইবনে আব্দুল হামিদ আল-আযদী আল-কূফী: ইমাম বুখারী তার থেকে শুধু এই মুতাবাআত গ্রহণ করেছেন। অন্য কোথাও তার থেকে কোনো হাদীছ গ্রহণ করেননি। ইমাম আবূ হাতিম, আবূ যুরআ ও ইজলী উক্ত রাবীকে মযবূত বলেছেন।

ছহীহ বুখারীর সনদ:

আনাস বিন মালিক
↓
শরীক বিন আব্দুল্লাহ
↓
সাঈদ আল-মাকবুরী
↓
লাঈছ বিন সা'দ

সুনানে নাসাঈর সনদ যেখানে মুহাম্মাদ ইবনে আজলান অতিরিক্ত:

আনাস বিন মালিক
↓
শরীক বিন আব্দুল্লাহ
↓
সাঈদ আল-মাকবুরী
↓
মুহাম্মাদ বিন আজলান
↓
লাঈছ বিন সা'দ

ছাহাবীর নাম আবূ হুরায়রা:

আবু হুরাইরা
↓
আবু হুরাইরা
↓
ওবাইদুল্লাহ বিন ওমর | যহহাক বিন উসমান

ছহীহ মুসলিমে ভিন্ন সনদে ছাহাবীর নাম আনাস ইবনে মালেক:

আনাস বিন মালিক
↓
সাবিত আল-বুনানি
↓
সুলাইমান

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

২৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১১।

www.al-itisam.com

রামাযানের শিক্ষায় বছরের বাকি দিনগুলোতে করণীয়

-মো. শাহাবুদ্দিন*

ভূমিকা: রামাযান মুসলিম জীবনে এক অনন্য আত্মিক জাগরণের নাম। এ মাসে মসজিদগুলো প্রাণ ফিরে পায়, কুরআনের তিলাওয়াতে মুখরিত হয় প্রতিটি ঘর, দান-ছাদাকা ও সহমর্মিতায় সমাজ হয়ে ওঠে মানবিক। একজন গাফেল মানুষও যেন হঠাৎ করে আল্লাহমুখী হয়ে উঠে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই পরিবর্তন কি কেবল এক মাসের জন্য? রামাযান শেষ হলে যদি আমরা আগের জীবনেই ফিরে যাই, তবে রামাযানের প্রকৃত শিক্ষা কোথায়?

কুরআন মাজীদে ছিয়ামের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*। অতএব, তাক্বওয়াই রামাযানের মূল লক্ষ্য। আর তাক্বওয়া মানে হলো আল্লাহভীতি, আত্মসংযম ও নৈতিক জীবনযাপন, যা বছরের প্রতিটি দিনেই বহাল রাখা জরুরী।

ইবাদতে ধারাবাহিকতা: রামাযানের পরেও ছালাতের কাতার অটুট রাখা জরুরী। রামাযানে মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদতে অত্যন্ত যত্নবান হয়। কিন্তু রামাযানের পর অনেকেই আবার শৈথিল্যে ফিরে যায়। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো ইবাদতে স্থায়িত্ব বজায় রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ‘আল্লাহর নিকট সেই আমলই অধিক প্রিয়, যা নিয়মিত করা হয়; যদিও তা অল্প হয়’।[২৮] অতএব, প্রতিদিন কিছু সময় ছালাত, যিকির-আযকার ও নফল ইবাদত অব্যাহত রাখা রামাযানের প্রকৃত শিক্ষা।

কুরআনের সাথে আজীবন সম্পর্ক: রামাযান ‘শাহরুল কুরআন’ তথা কুরআনের মাস। কিন্তু কুরআন শুধু এক মাসের জন্য নয়; এটি মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশিকা। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ ‘নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথ দেখায়, যা সর্বাধিক সঠিক’ *(আল-ইসরা, ১৭/৯)*। সুতরাং প্রতিদিন তিলাওয়াত, অর্থ বুঝা ও পারিবারিক কুরআন চর্চা আমাদের জীবনের অংশ হওয়া উচিত।

আত্মসংযম ও চরিত্র গঠনে ছিয়ামের প্রকৃত তাৎপর্য: ছিয়াম শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করা নয়, বরং এটি চরিত্রের পরিশুদ্ধি। মিথ্যা, গীবত, রাগ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা ছিয়ামের প্রকৃত শিক্ষা। রাসূল ﷺ সতর্ক করেছেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও খারাপ কাজ বর্জন করে না, তার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই’।[২৯] অতএব, একজন ছিয়াম পালনকারীর প্রকৃত পরিচয় তার সুন্দর আচরণে।

দান-ছাদাকা ও সামাজিক দায়িত্বে মানবতার অবিরাম চর্চা: রামাযানে দান-ছাদাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইসলাম চায় এই সহমর্মিতা সারা বছর স্থায়ী হোক। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ‘আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা’ *(সাবা, ৩৪/৩৯)*। অতএব, মাসিক ছাদাকা, যাকাত আদায় এবং অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

নফল ছিয়াম রামাযানের পরের পথচলার সেতুবন্ধন: রামাযানের পর নফল ছিয়াম আত্মশুদ্ধি বজায় রাখতে সহায়ক। রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ‘যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম রাখল, তারপর শাওয়ালের ছয় দিন ছিয়াম রাখল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল’।[৩০]

পরিবার ও সমাজে দ্বীনী পরিবেশ: ইসলাম ব্যক্তিগত ধর্ম নয়, এটি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনব্যবস্থা। সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়া এবং ঘরে দ্বীনী পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ ‘তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো’ *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*।

উপসংহার: রামাযান মূলত একটি প্রশিক্ষণের মাস। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তাক্বওয়াবান, ছালাত আদায়কারী, কুরআনমুখী, মানবিক ও চরিত্রবান বানানো। যদি এই পরিবর্তন বছরের বাকি সময়েও বজায় থাকে, তবেই রামাযানের সুফল পাওয়া যাবে। অন্যথা এটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

রামাযান আমাদের শিখিয়েছে, পরিবর্তন সম্ভব। এখন প্রয়োজন সেই পরিবর্তনকে সারা বছর বাস্তব জীবনে কার্যকর করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

২৭* সহকারী শিক্ষক, বেল্লারমাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর।

২৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮৩।

২৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৩।

৩০. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪।

নফল ছিয়াম

মূল: ড. আব্দুল আযীম আল-বাদাবী
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন*

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিচের এই দিনগুলোতে ছিয়াম পালন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন—

১. শাওয়াল মাসের ছয় দিন ছিয়াম পালন করা: আবূ আইয়ূব আল-আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ‘যে ব্যক্তি রামযানের ছিয়াম পালনের পর শাওয়াল মাসের ছয় দিন ছিয়াম রাখল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল’।[৩২]

২+৩. হজ্জে না যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য আরাফার দিন, আশূরার দিন ও তার পূর্বের দিন ছিয়াম: আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরাফার দিন ছিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, ‘তার পূর্বের এক বছর এবং পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়’। অতঃপর আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘তা বিগত এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়’।[৩৩]

উম্মুল ফাযল বিনতু হারেছ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ ‘লোকেরা আরাফার দিন তার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছিয়াম পালন (করা বা না করা) সম্পর্কে আলোচনা করছিল। তাদের কেউ কেউ বলল, তিনি ছিয়ামরত নন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম, তিনি আরাফাতে উটের উপর বসা অবস্থায় ছিলেন। দুধটুকু তিনি তখনই পান করে নিলেন’।[৩৪]

আবূ গাত্বফান রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আশূরার দিন ছিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদী এবং নাছারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘ইনশা-আল্লাহ! আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব’। বর্ণনাকারী বলেন, এখনও আগামী বছর আসেনি, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তিকাল হয়ে যায়’।[৩৫]

৪. মুহাররম মাসে অধিকহারে ছিয়াম পালন করা: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ‘রামাযান মাসের পর সবচেয়ে উত্তম ছিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের ছিয়াম। আর ফরয ছালাতের পর সবচেয়ে উত্তম ছালাত হলো রাতের ছালাত’।[৩৬]

৫. শা‘বান মাসে অধিকহারে ছিয়াম পালন করা: আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পরিপূর্ণ এক মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। অনুরূপ শা‘বান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে অধিকাংশ দিন তাঁকে ছিয়ামরত দেখিনি’।[৩৭]

৬. সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করা: উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ‘নবী ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট বান্দার আমলসমূহ পেশ করা হয়’।[৩৮]

৭. প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করা: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ‘প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করো। কেননা প্রতিটি নেক আমলের ১০ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায় আর এটা এক বছর ছিয়াম পালন করার সমান’।[৩৯]

বাকি অংশ ১৭ নং পেজে...

৩১* প্রিন্সিপ্যাল, দারুস সালাম ইসলামী কমপ্লেক্স, পিরুজালী ময়তাপাড়া, গাজীপুর।

৩২. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪; আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৩; তিরমিযী, হা/৭৫৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৭১৬; মিশকাত, হা/২০৪৭।

৩৩. ইরওয়াউল গালীল, হা/৯৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৩৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১২৩; আবূ দাঊদ, হা/২৪৪১; মিশকাত, হা/২৪৪২।

৩৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪; আবূ দাঊদ, হা/২৪৪৫।

৩৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩; আবূ দাঊদ, হা/২৪২৯; নাসাঈ, হা/১৬১৩; তিরমিযী, হা/৪৩৮; মিশকাত, হা/২০৩৯।

৩৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬; আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৪।

৩৮. আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৬, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৩৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯; আবূ দাঊদ, হা/২৪২৭, ‘তাতে মাঝের বাক্যটি নেই’; নাসাঈ, হা/২৩৯২।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম

-মো. মাযহারুল ইসলাম*

ভূমিকা: ইসলামের সামগ্রিক বিধি-বিধান শতভাগ নিশ্চিত, সন্দেহমুক্ত এবং মানবকল্যাণে নিয়োজিত। যতই আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন হবে, ততই আধুনিক বিজ্ঞান ইসলামের কাছে মুখাপেক্ষী হবে। কেননা সকল ধরনের প্রযুক্তি, বিজ্ঞানের তথ্য, উৎস ইসলামের বিভিন্ন বিধানসমূহের শতভাগ নিশ্চিত বিজ্ঞানসম্মত উপাত্তের আলোতেই বিজ্ঞান আলোকিত হচ্ছে। ফলে আজকের বিজ্ঞানের জট যত উন্মোচন করা হচ্ছে, তার নেপথ্যে রয়েছে ইসলাম। এখানে এটাও জেনে রাখা ভালো যে, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্ম পরিমাপ করা যায় না, বরং ইসলাম দিয়ে বিজ্ঞান পরিমাপ করতে হবে। কেননা আজ যেটা বিজ্ঞান, কাল সেটা বিজ্ঞান নাও হতে পারে। ইসলাম সর্বকালে সকলের জন্য নিশ্চিত পালনীয় জীবন বিধান। সেই সাথে আরেকটি কথা স্মর্তব্য যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রত্যেকটি সুন্নাহ (কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি) হলো বিজ্ঞানসম্মত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম অনেক তাৎপর্যময়। ইসলামের এই অসাধারণ বিধান শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, বরং সকল ধর্মের মানুষের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার। কেননা এই বিধান নিছক না খেয়ে থাকার নাম নয়; বরং শারীরিক, মানসিক থেকে শুরু করে সকল দিক ও বিভাগে এক অসাধারণ ও অসম্ভব পরিবর্তন সাধন করে। বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞানে তো রামাযানের ছিয়াম বলা বাহুল্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার প্রয়াস পাব, ইনশা-আল্লাহ!

১. নেশা দমন করে চাই সুন্দর স্বাভাবিক জীবন: আপনি কি নিয়মিত ধূমপানের সাথে জড়িত? হয়তো নিজের জীবনের বদাভ্যাস, পাপ-পঙ্কিলতার অবাধ্য জীবন থেকে একটি সুন্দর ও পবিত্র জীবন গঠনের প্রত্যয় করছেন; কিন্তু সেই সুযোগ কিংবা সময় হয়ে উঠছে না, তাই তো? তাহলে আপনি আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় রামাযান মাসকে কেন্দ্র করে আপনার যাবতীয় বদাভ্যাস ও নেশাকে না বলুন, দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে পবিত্র, সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক জীবন গড়ে তুলতে এই রামাযানকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করুন।

আপনি তো জানেন! এই নেশা, মাদকদ্রব্য মানব শরীরের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর ও তাকে চরম হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। সবাই জানার পরও লাগামহীনভাবে নেশায় আসক্ত হয়ে জীবনকে মারাত্মক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। অথচ সামান্য সিগারেট! সেই সিগারেট যে কত ক্ষতিকর, তা একটু কখনও ভেবে দেখেছেন? এই সিগারেটের মধ্যে বিষাক্ত 'নিকোটিন' নামক একটি পদার্থ বিদ্যমান, যা সেবন করলে মানুষ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে; অথচ এই বিষাক্ত নেশার সাথে জড়িত হয়ে কত সুন্দর জীবন ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়! সুতরাং এমন জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ তথা রামাযানে আসুন মাদককে জীবন থেকে 'না' বলে দেই।

২. মনের নিয়ন্ত্রণ সুখী জীবনের সফলতা: মনকে নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামের একাধিক দলীল দ্বারা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা মনকে যে যত বেশি প্রবৃত্তির লালসায় আসক্ত না করে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ ধরে জীবন সাজাবে, সেই পরম তৃপ্তি, সুখ, শান্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। আধুনিক মেডিকেল সায়েন্স ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কতগুলো শারীরিক ব্যাধির কারণ হচ্ছে 'মানসিক পীড়া'। এগুলোকে পৃথক রোগ সাইকোসোমেটিক (Psychosomatic) ব্যাধি হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- হাঁপানি, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, মাইগ্রেন, হৃদরোগ, হিপার থিরোডিজম, করনারি, অনিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব প্রভৃতি।

মনের নিয়ন্ত্রণ না করে লাগামহীনভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করায় মন হয়ে ওঠে পশুত্ব স্বভাবের। সেই সাথে মানবিক চাহিদা, সামাজিক প্রয়োজনের তীব্রতা ব্যক্তিজীবনের নানা ধরনের পাপের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। এজন্য ছিয়াম সাধনার নগদ ও অভাবনীয় প্রভাব হলো দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম থাকার কারণে মানুষের জৈবিক চাহিদাকে প্রশমিত করে এবং স্রষ্টার বাধ্যতায় মনের উপর এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ জারি হয়। ফলে ব্যক্তিজীবনে ছিয়াম যাবতীয় রোগ প্রতিরোধ করে এবং সুখী জীবনের সফলতার পথ উন্মোচন করে দেয়।

৩. বদহজমে চাই সঠিক খাদ্যাভ্যাস: বদহজম অনেক মানুষের নিকট একটি নিয়মিত ও পরিচিত রোগ। সাধারণত বেশি খাওয়া

৪৩* শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামীক একাডেমী, দিনাজপুর।

www.al-itisam.com

অথবা খাওয়ার পর আবার খাওয়া অথবা পরিশ্রমের পর কোনো রকম বিশ্রাম ছাড়াই খাদ্য গ্রহণ করার দরুন বদহজম সমস্যা সৃষ্টি হয়। ফলে এই খাবার সঠিকভাবে এনজাইম না হওয়ায় মানব শরীরে গ্যাস সৃষ্টি করে, যার কারণে পেটের বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। বদহজমের এই সমস্যা খাদ্য গ্রহণের সঠিক নিয়মবহির্ভূত কোনো অভ্যাসে জড়িত হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। খাদ্য গ্রহণের এই ধারাবাহিকতায় এবং তার সাথে সম্পৃক্ত সকল রোগের উপর বিশাল প্রভাব সৃষ্টি করতে ছিয়াম আমাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশাল নেয়ামত। ছিয়াম সাধনার এই লম্বা সফরে খাদ্য গ্রহণের সঠিক নিয়মে অভ্যস্ত হওয়া এবং সেইসাথে শারীরিক সুস্থতার জন্য ছিয়ামের এই শিক্ষায় খাদ্যের সুষম বণ্টন সত্যিকার অর্থেই পেটের যাবতীয় রোগ-ব্যাধি প্রশমন করে যেকোনো মানুষকে রোগহীন জীবন গঠনে সহায়তা করে।

৪. লিভার (যকৃত) ও কিডনি সংরক্ষণে চাই নিরাপদ জীবন: একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হিসেবে লিভার ও কিডনিকে গণ্য করা হয়। লিভার দেহের অন্যতম বড় গ্রন্থি। মানবদেহের সকল গ্রন্থির সুষম কাজের ব্যাঘাত ঘটলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির জন্ম হয়। বিশেষত লিভার ও কিডনি এই দুই বড় অংশের কোনো একটির সমস্যা হলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু রামাযানে ছিয়াম সাধনায় লিভার ও কিডনি উভয়ের উপর চাপ কম থাকে। ছিয়ামের কারণে এই দুই অঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আরামে থাকতে পারে। দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম সাধনার এই সময় লিভার ও কিডনি উভয়ের জন্য কল্যাণকর।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিযুক্ত দাবি হলো, যকৃতের এই অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে একমাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।[৪৪] কেননা যকৃতের দায়িত্বে খাবার হজম করা ব্যতীত আরো পনেরো প্রকার কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া যকৃত স্বীয় শক্তিকে রক্তের মধ্যে Globunin সৃষ্টিতে ব্যয় করতে সক্ষম হয়। যকৃতের অন্যতম প্রধান কাজ হলো রক্তরসে প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন করা, যা শরীরের প্রতিরক্ষা ও পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪৫]

শরীরের অন্যতম একটি অঙ্গ কিডনি, যাকে রেচনতন্ত্র (Excretory System) বলা হয়। খুবই সহজভাবে বললে কিডনীকে জীবন বললে ভুল হবে না। কিডনি শরীরের রেচনক্রিয়া অব্যাহত রেখে প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে, যার জন্য মানুষ সুস্থ থাকে এবং রক্ত পরিষ্কার ও বর্ধিত হয়।

৫. মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র: বলা হয়, Empty stomach is the power house of knowledge অর্থাৎ 'ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আধার'। ছিয়াম সাধনায় মানুষের মানসিক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মনোসংযোগ ও যুক্তিপ্রমাণে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। স্নায়ুবিক প্রখরতার জন্য ভালোবাসা, আদর-স্নেহ, সহানুভূতি, অতিন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। তাছাড়া ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে ডা. অ্যালেক্স হেইগ বলেন, 'ছিয়াম হতে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়, স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ ও যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়'।[৪৬]

বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে, ফুসফুসে কাশি, লোবার, নিউমোনিয়া, কঠিন কাশি, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ ছিয়ামের দ্বারা আরোগ্য হয়। এছাড়াও একজন সুস্থ মানুষের জন্য ছিয়ামের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। এ সময় অবাধ গতিতে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। ছিয়াম পালনকালে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়। সুতরাং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র উজ্জীবিত রাখার এক মহাকার্যকরী স্থায়ী ব্যবস্থার নাম ছিয়াম পালন করা।

৬. ওজন কমানোয় স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে অনাবিল আনন্দ: মানব শরীরের জন্য স্বাভাবিক ভারসাম্যপূর্ণ দেহ অবয়বই সুখের অন্যতম মাধ্যম। দেহের ভারসাম্যতা বলতে ওজন অতিরিক্ত বেশিও নয়, আবার খুব কমও নয়। সাধারণত মানুষের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণে মানব শরীরে চর্বি জমে যায়। ফলে ওজন বৃদ্ধি পায়। বেশি চর্বি জমে গেলে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠে। ফলে ওজন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিক জীবন থেকে অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর অবস্থায় উপনীত হওয়ার উপক্রম ঘটে। এই ওজন কমানোর অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ছিয়াম পালন করা। কেননা ছিয়াম পালনে শরীরের যত চর্বি আছে, তার উপর প্রভাব

৪৪. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃ. ১৪৮।
৪৫. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃ. ১৪৮।
৪৬. অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৭।

পড়বে এবং খাবার গ্রহণে নিয়মতান্ত্রিকতায় শরীরের ওজন না মাত্রাতিরিক্ত হবে, আবার না একেবারে হ্রাস পাবে। শরীরের ভার কমিয়ে সুস্থ, সুন্দর ও সুঠাম শরীর গঠনে ছিয়াম অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৭. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ছিয়াম অন্যতম মাধ্যম: প্রতিনিয়ত কত খাবারই না খেতে হয় আমাদের। আমিষ, নিরামিষ সহ হরেক রকম খাবার না খেলে যেন চোখের ক্ষুধা কিংবা পেটের ক্ষুধা মেটে না; অথচ উচ্চ রক্তচাপ বেশি খাওয়া, চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। এই অভ্যাসে রক্তের শিরা-উপশিরাগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। এর কারণে হার্ট, ব্রেইন, কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। ছিয়াম যেহেতু এক মাসের এক প্রশিক্ষণমূলক ইবাদত, সেহেতু এই ইবাদতের মাধ্যমে একজন ছিয়াম পালনকারীর খাদ্য গ্রহণ নিয়ম মাফিক হওয়ায় রক্ত চাপের বিপদ থেকে স্বাভাবিকভাবে মুক্তি পায়।

৮. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানে ছোট-বড় নারী-পুরুষের একটি স্থায়ী ও পরিচিত রোগের নাম ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কতজন কত ধরনের ঔষধ, মাধ্যম, উপকরণ গ্রহণ করে থাকে; অথচ ছিয়াম সাধনা যে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কত বড় একটা নেয়ামত, এটা অধিকাংশ রোগী জানেই না।

পোপ এলফ গাল ছিলেন হল্যান্ডের একজন নামকরা পাদ্রি। ছিয়াম সম্পর্কে তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন যে, আমি আমার অনুসারীদের প্রতি মাসে তিনটি করে ছিয়াম রাখার নির্দেশ দিয়েছি। এ কর্মপদ্ধতিতে দৈহিক ও পরিমাপিক সমন্বয় অনুভব করেছি। আমার রোগীরা বারংবার আমাকে জোর দিয়ে বলেছে যে, আমাকে আরো কিছু পদ্ধতি বলে দিন, কিন্তু আমি নীতি বানিয়ে দিয়েছি যে, দূরারোগ্য রোগীদের প্রতিমাসে তিন নয়, বরং পূর্ণ একমাস ছিয়াম রাখার নির্দেশ দেব। আমি ডায়াবেটিস (Diabetes), হৃদরোগ (Heart Diseases) ও পাকস্থলী রোগে (Stomach Diseases) আক্রান্ত রোগীদের পূর্ণ একমাস ছিয়াম রাখার নির্দেশ দিয়েছি। এ পদ্ধতি অবলম্বনে ডায়াবেটিস রোগের অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং তাদের সুগার কন্ট্রোল হয়ে গেছে। হৃদরোগীদের অস্থিরতা ও শ্বাস স্ফীত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে পাকস্থলী রোগীরা।[৪৭]

৪৭. সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

উপসংহার:

পরিশেষে বলতে চাই, ছিয়াম শুধু উপবাস থাকার নাম নয়; বরং ছিয়াম একটি আত্মিক, শারীরিক, মানসিক উন্নয়ন সাধনের ইবাদতের নাম। রবের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একজন ছিয়াম পালনকারীর পুরো জীবন ছিয়ামের বিশাল পরিবর্তনের দ্বারা আলোকিত হয়। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান যত উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছে ইসলামের বিভিন্ন বিধান গবেষণায় তাদের গবেষণার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন হচ্ছে। যেটার বাস্তব প্রমাণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা। সুতরাং ছিয়াম সাধনা দ্বারা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করায় প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সঠিক নিয়ম মেনে ছিয়াম পালনের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

নফল ছিয়ামের বাকি অংশ

আরও পছন্দনীয় হলো মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন করা।

আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ‘হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করতে চাইলে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে তা পালন করো’।[৪০]

৮. এক দিন ছিয়াম পালন করা, এক দিন বিরত থাকা (দাঊদ আলাইহিস সালাম -এর ছিয়াম): আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ‘আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিয়াম হলো দাঊদ আলাইহিস সালাম -এর ছিয়াম। তিনি এক দিন ছিয়াম পালন করতেন আর এক দিন ছিয়ামবিহীন অবস্থায় থাকতেন’।[৪১]

৯. যিলহজ্জের ১০ দিন: হুনায়দা ইবনু খালেদ রাযিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রী থেকে এবং নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক স্ত্রী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত, আশূরার দিন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন এবং মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন’।[৪২]

৪০. ছহীহুল জামে‘, হা/৭৮১৭; তিরমিযী, হা/৭৬১; নাসাঈ, হা/২৪২৪; মিশকাত, হা/২০৫৭, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান ছহীহ বলেছেন।

৪১. ছহীহ বুখারী, হা/১১৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯; নাসাঈ, হা/১৬৩০; আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৭১২।

৪২. আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৭; নাসাঈ, হা/২৪১৮, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

পরকীয়া: সমাজ বিধ্বংসী এক নীরব ঘাতক

-সাঈদুর রহমান*

এমন কোনো দিন গত হয় না, যেদিন পরকীয়ার মাধ্যমে যেনা-ব্যভিচার হয় না। বর্তমানে পরকীয়ার ব্যাপকতা হু হু করে বাড়ছে। আমরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও পেপার-পত্রিকায় যা দেখি, তা সিন্ধু থেকে বিন্দু মাত্র। আমাদের জানার বাইরে কত যে ব্যভিচার হয়, তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। পত্রিকা খুললেই দেখা যায় অমুক স্থানে অমুক প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে অমুক পালিয়েছে, অমুক ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে নিয়ে কর্মচারী পালিয়েছে, অমুক স্বামী পরকীয়ার জেরে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে, অমুক স্ত্রী পরকীয়ার জেরে স্বামীকে হত্যা করেছে, অমুক স্থানে পরকীয়ার জেরে নিজ সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আরো বহু রকম সংবাদ আমরা দেখতে পাই। পরকীয়ার কারণে প্রতিদিন কত প্রাণ যে ঝরে যায় একমাত্র আল্লাহ ভালো জানেন।

হাদীছে নবী ﷺ বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ‘মহিলারা হচ্ছে আওরাত (ঢেকে রাখার বস্তু)। সে বাইরে বের হলে শয়তান তাকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে’।[৪৯] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে পুরুষদের দৃষ্টিতে তাকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে। আপনি রাস্তায় বের হলে শয়তান অসুন্দর মেয়েকে আপনার চোখে রঙিন ও সুন্দরী করে উপস্থাপন করে। এখন আপনি এই মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন, তাকে দেখতে তার বাড়িতে যান, দেখবেন আপনার তাকে পছন্দ হচ্ছে না। এখন পছন্দ হচ্ছে না কেন? অথচ রাস্তায় যে পছন্দ হয়েছিল! ওই যে শয়তান তাকে আপনার দৃষ্টিতে সুন্দর করে উপস্থাপন করেছে। এখন উপস্থাপন করেনি, তাই আপনার পছন্দ হয়নি।

হারাম কাজের প্রতি মানুষ ধাবিত হয় কেন জানেন? শয়তান হারাম কাজকে মানুষের কাছে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় করে তোলে, যার ফলে মানুষ হারাম কাজের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ‘শয়তান তাদের কাজগুলোকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৩৮)*।

দেখবেন কোনো ছেলেই বিধবা নারীকে বিয়ে করতে চায় না, নানান অজুহাত দেখায়; অথচ আপনি প্রায়ই দেখবেন অবিবাহিত অনেক ছেলে একজনের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, পরে গোপনে তাকে বিয়ে করে ফেলেছে। এমনকি কয়েকটা বাচ্চা আছে এমন নারীকে নিয়েও পালিয়ে যায়। অথচ কিছুদিন আগে তাকে বিধবা নারী বিয়ে করার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু সে করেনি। এখন সে আরেকজনের স্ত্রী নিয়ে পালিয়ে গেছে। কেন পালিয়ে গেছে? ওই যে শয়তান তার কাছে ওই নারীকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করেছে। শয়তান ওই নারীকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তা আসামিতে পরিণত করেছে। পরকীয়া করে যেনা করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। নবী ﷺ বলেন, لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ‘কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তাহলে তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়- জানের বদলে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী আর নিজের দ্বীন ত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তি’।[৫০]

এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করছি। প্রশ্নটি হচ্ছে- বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে তার শাস্তি এত কঠোর কেন?

উত্তরটা শুনুন, বিবাহিত পুরুষকে আরবিতে مُحْصَنٌ এবং বিবাহিত নারীকে আরবীতে مُحْصَنَة বলা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

‘আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক’ *(আন-নূর, ২৪/৪)*।

مُحْصَنٌ এই শব্দটি এসেছে حِصْنٌ শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে দুর্গ, কেল্লা। রাজা-বাদশাহরা রাজধানীকে শত্রুবাহিনী থেকে রক্ষা করার জন্য শহরের চারপাশে দুর্গ নির্মাণ করে থাকেন। কেন নির্মাণ করেন? যেন শত্রুবাহিনী রাজধানীতে প্রবেশ করতে না পারে। শত্রুবাহিনী যদি দুর্গ ভেঙে শহরে প্রবেশ করে, তাহলে দেশের সবাইকে কচুকাটা করবে বা মেরে ফেলবে।

৪৮* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৪৯. তিরমিযী, হা/১১৭৩, হাদীছটি ছহীহ।

৫০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৭৮।

কোনো ব্যক্তি বিয়ে করেছে মানে সে দুর্গের ভেতরে আছে। যখন ইচ্ছে তখন সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে। সে নিজের চরিত্র ঠিক রাখতে পারেন। শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারে। যখন সে পরকীয়ায় জড়িত হয়ে যেনা করল, তখন সে সংরক্ষিত দুর্গ থেকে বের হয়ে গেল। আর আমরা সবাই ভালো করেই জানি, কেউ যদি সংরক্ষিত দুর্গ থেকে বের হয়ে যায়; তাহলে অবশ্যই শত্রু বাহিনী তাকে হত্যা করবে। আপনি বিয়ের পর যেনা করে সংরক্ষিত দুর্গ থেকে বের হয়ে গেছেন। তাই আপনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

পরকীয়া প্রতিরোধে কিছু পদক্ষেপ:

(১) চোখ নিম্নগামী রাখা: পরকীয়া রোধে চোখ নিম্নগামী রাখা অতীব জরুরী। কারণ প্রথমে অন্যের স্ত্রীকে চোখ দিয়ে দেখে ভেতরে বাসনা সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষকে চোখ নিম্নগামী করার জন্য আদেশ করেছেন, ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ‘মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত’ *(আন-নূর, ২৪/৩০)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ ‘আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

অনেকেই মাঝেমধ্যে বলে, আমার বউ এখন আর ভালো লাগে না। অমুকের বউ কত সুন্দর! আমার বউ কেমন জানি! এর কারণটা কী জানেন? এর কারণ হচ্ছে আপনি একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখেছেন, তার চেহারা কল্পনা করেছেন, তার চেহারার সাথে আপনার স্ত্রীর চেহারা মিলিয়েছেন, তুলনা করেছেন, যার ফলে এখন আপনার স্ত্রীকে ভালো লাগে না। আপনার মধ্যে শান্তি নেই। আমি হলফ করে বলতে পারি, আপনি যদি চোখ নিচু করে হাঁটেন, পরনারীর প্রতি দৃষ্টি না দেন; তাহলে আপনার স্ত্রী আপনার কাছে ভালো লাগবে। আপনার মনে হবে আপনার স্ত্রী সবচেয়ে বেশি সুন্দরী। আপনি মনের মধ্যে শান্তি অনুভব করবেন। আর যদি সারাদিন শুধু সুন্দরী নারী দেখেন, তাহলে কখনোই আপনার স্ত্রী আপনার কাছে ভালো লাগবে না, আপনি অন্তরের মধ্যে প্রশান্তি পাবেন না। কারণ আপনার স্ত্রী তো ওই নির্লজ্জ নারীর মতো সুন্দরী না। সুতরাং বৈবাহিক জীবনে শান্তি পেতে চাইলে চোখ নিম্নগামী রাখুন। চোখ যদি সুন্দরী নারীর প্রতি পড়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে অন্য দিকে তাকান। একবার চোখ পড়ে গেলে আর দ্বিতীয় বার তাকাবেন না। নবী ﷺ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ‘হে আলী! কোনো (নারীর প্রতি) হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হলে পুনরায় দৃষ্টি দিবে না। কেননা তোমার জন্য প্রথমটি (আকস্মিক দৃষ্টি) অনুমতি আছে; দ্বিতীয়টি নয়’।[৫১]

(২) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভীষণ ভালোবাসা: স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরস্পর ভলোবাসা, সহমর্মিতা, সম্মানবোধ, মিল-মহব্বত, বোঝাপড়া না থাকলে সাধারণত পরকীয়া শুরু হয়। প্রথমে আমি স্বামীকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলব, তারপর স্ত্রীকে।

প্রিয় ভাই! আপনার স্ত্রী তার মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ছেড়ে একমাত্র আপনার কাছে এসেছে। এখন আপনি যদি তার সাথে ভালো আচরণ না করেন, তার মন না বুঝেন, হৃদয় উজাড় করে তাকে ভালো না বাসেন; তাহলে সে তো অবশ্যই এমন একজনকে খুঁজবে, যে নাকি তাকে ভলোবাসবে, তার মন বুঝবে, তার কেয়ার করবে। সবসময় যদি স্ত্রীর সাথে বদমেজাজ দেখান, রাগারাগি করেন, আদেশের উপর আদেশ দিতে থাকেন; তাহলে অবশ্যই আপনার স্ত্রী আপনার কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাবে। তাকে সময় দিন, তার সাথে খুনসুটি করুন। তাকে বুঝান যে, আপনি তাকে ভলোবাসেন। সে কষ্ট পায় এমন কাজ করবেন না এবং কষ্ট পায় এমন কথাও বলবেন না। সে অসুস্থ হলে তার সেবা করুন। আলতো করে তার মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলো এলিয়ে দিন। তাকে সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করুন। একটা কথা মোটা দাগে মনে রাখার চেষ্টা করুন, সব জায়গায় ক্ষমতা দেখাবেন না। যদি স্ত্রীর কাছে ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করেন, তাহলে সে আপনাকে অন্তর থেকে ভলোবাসবে না। সব জায়গায় নিজের আমিত্ব ভাব প্রকাশ করতে যাবেন না। মনে রাখবেন! তিনি আপনার জীবনসঙ্গী, তার সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। যদি তাকে মূল্যায়ন না করেন, তাহলে আপনার সাংসারিক জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। আমিই সব, স্ত্রী কিছুই বুঝে না এমন মনোভাব পরিহার করুন। বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করুন। এক কথায় তাকে গুরুত্ব দিন, তাহলে আপনি সাংসারিক জীবনে শান্তি পাবেন।

এবার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা। প্রিয় বোন! আপনার স্বামী সারাদিন পরিশ্রম করে কার জন্য? অবশ্যই আপনাদের

৫১. আবূ দাউদ, হা/২১৪৯, হাদীছটি ছহীহ।

www.al-itisam.com

জন্য। তিনি সারাদিন কষ্ট করে বাড়িতে আসার পর যদি আপনি তার সাথে খারাপ আচরণ করেন, হাসি মুখে কথা না বলেন; তাহলে তার কাছে কেমন লাগবে? তার খোঁজ-খবর নিন, তার জন্য পরিপাটি হয়ে থাকুন। আপনার স্বামী আপনাদের জন্য কত কষ্ট করে। তার প্রতি যত্নবান হোন। তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করুন। নচেৎ পরে আপনাকে পস্তাতে হবে। আপনার স্বামী অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে। স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্বামীকে শান্তি দেওয়ার জন্য। এখন আপনার স্বামী যদি আপনার কাছে প্রশান্তি না পায়, তাহলে সে প্রশান্তির জায়গা খুঁজে নিবে। মাঝেমধ্যে স্বামীর কাজে সহযোগিতা করুন। তার মাথার চুল আলতো করে এলিয়ে দিন। কিছু সময় তার সাথে রোমান্টিক কথা বলুন। তাকে যে ভালোবাসেন এ কথাটা বুঝান। স্বামীর পরিবার, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন। পৃথিবীতে আপনার স্বামীই সব। একটা বিষয় লক্ষ্য করুন! আপনার বাবা-মা আপনাকে জন্ম দিয়েছে, বড় করেছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে, তারপর বিয়ে দিয়েছে। তারপরও তারা যদি মারা যায়, তাহলে আপনি তিনদিনের বেশি তাদের জন্য শোক পালন করতে পারবেন না। কিন্তু স্বামী এমন এক পরম আত্মীয় যে মারা গেলে অবশ্যই আপনাকে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করতে হবে। অথচ আপনার বাবা-মা মারা গেলে মাত্র তিনদিন শোক। আশা করি স্বামী যে কী জিনিস তা বুঝতে পারছেন। স্বামীকে অবহেলা করবেন না, তাহলে একটা সময় সবাই আপনাকে অবহেলা করবে। পরকীয়া রোধে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর ভালোবাসার বিকল্প নেই।

(৩) স্ত্রীকে একা না রাখা: আপনি যদি দেশে থেকে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে চলতে পারেন, তাহলে স্ত্রীকে রেখে কখনোই বিদেশ যাবেন না। স্ত্রীকে ছাড়া আপনার যেমন কষ্ট হয়, অনুরূপ আপনাকে ছাড়া আপনার স্ত্রীরও একা থাকতে কষ্ট হয়। আপনি বিদেশ চলে গেলে অনেক শকুনের চোখ পড়ে আপনার স্ত্রীর প্রতি। তারা বিভিন্নভাবে আপনার স্ত্রীকে ফুসলাবে আর এদিকে চিরশত্রু শয়তান তো আছেই। টিভি, পেপার-পত্রিকায় প্রতিদিনই সংবাদ আসছে, প্রবাসীর স্ত্রী আরেকজনের সাথে সবকিছু নিয়ে পালিয়েছে। আমার দেখা একজন প্রবাসীর স্ত্রী ১০ ভরি স্বর্ণ ও ১৪ লাখ টাকা নিয়ে অন্য ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে। বলুন তো! আপনার ও আপনার স্ত্রীর দিনে কয় কেজি চাল লাগে? সর্বোচ্চ ২ কেজি। আপনি যে টাকা উপার্জন করেন তা দিয়ে মোটামুটি ভালোই চলা যায়। কেন বিলাসিতার জন্য প্রবাসে যাচ্ছেন? আপনি জানেন, কত ছেলে আপনার স্ত্রীকে মেসেঞ্জারে নক করে? কত ছেলে আপনার স্ত্রীর ইমো ও হোয়াটসঅ্যাপে নক করে? আমরা জানি, আপনার স্ত্রী ভালো চরিত্রের অধিকারী। সে ওগুলো পাত্তা দিবে না। একটা কথা মনে রাখবেন! শয়তান কিন্তু আমার আপনার পেছনে সবসময়ের জন্য লেগে আছে। কোন সময় আপনার স্ত্রীকে বিপথগামী করে ফেলবে তা বলা যায় না। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারলে কিন্তু শয়তান যারপরনাই পুলকিত হয়। বিশ্বাস হচ্ছে না? তো চলুন হাদীছ থেকে জেনে নেই। নবী ﷺ বলেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ.

‘ইবলীস পানির উপর তার আরশ স্থাপন করে তার বাহিনী প্রেরণ করে। তন্মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি ফেতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। অতঃপর অন্যজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি, এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে আলাদা করে দিয়েছি। তারপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে, হ্যাঁ, তুমি খুব ভালো’।[৫২]

নবী ﷺ নারীদের কাচের সাথে তুলনা করেছেন। হাদীছটি দেখুন,

كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلاَمٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، فَقَالَ لا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ. النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ.

নবী ﷺ এক সফরে ছিলেন। তাঁর আনজাশা নামে এক গোলাম ছিল। সে হুদী গান গেয়ে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, ‘হে আনজাশা! তুমি ধীরে উট হাঁকাও, তুমি কাচের পাত্রদের (নারীদের) ভেঙে ফেলো না’।[৫৩]

কাচে একটু আঘাত লাগলেই ভেঙে যায়। ছেলেদের কোন কথায় আপনার স্ত্রী দুর্বল হয়ে যায় তা বলা মুশকিল।

আপনি বিদেশ চলে গেলে আপনার বাড়ির আশপাশের অনেক যুবক ছেলেই অনায়াসে আপনার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে আসে, একাকী হয়। শয়তান কিন্তু তখন বসে থাকে না। নবী ﷺ বলেন, لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ لا تَحِلُّ له فإنَّ ثالثَهما الشَّيطانُ ‘কোনো

৫২. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৯৯৯।
৫৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬২১০।

পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করলেই তৃতীয়জন হয় শয়তান’।[৫৪]

আপনি প্রবাসে থাকলে আপনার স্ত্রী যে আপনাকে না জানিয়ে কত জায়গায় যায়, তা কি আপনি জানেন? আপনার স্ত্রী একা একা মার্কেট করতে যায়, বাজার করতে যায়, তার বাবার বাড়ি যায়, বান্ধবীর সাথে দেখা করতে যায়, আরও কত জায়গায় যে যায়! আপনি কতক্ষণ তাকে দেখে রাখবেন? আপনি কতক্ষণ তার সাথে ফোনে কথা বলবেন? আপনার তো কাজ করতে হবে। প্রবাস জীবন, এটা বাবার হোটেল না। কাজ না করলে আপনাকে টাকা দিবে না।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা লক্ষ্য করবেন, মানুষ তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে পরকীয়া বা যেনা করতে প্রস্তুত থাকে। প্রতিবেশী যদি তার স্ত্রীকে রেখে বিদেশ যায় অথবা দূরে কোথাও চাকরি করতে যায়, তখন শয়তান এখানে একটি ইন্ধন দেয়। এর কারণটা কী জানেন? একটা হাদীছ উল্লেখ করলে বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পারবেন। নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়, কোন পাপ সবচেয়ে বড়? এর প্রত্যুত্তরে তিনি ﷺ বলেন, أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ‘তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা’।[৫৫]

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপের মধ্যে একটি। শয়তান চায় বড় পাপ করে মানুষ জাহান্নামী হোক, এজন্যই প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে পরকীয়া বা যেনা করার জন্য পার্শ্ববর্তী যুবককে সে উদ্বুদ্ধ করে।

আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তাআলা স্ত্রীকে বলেছেন পুরুষের পোশাক। এখন আমার কথা হচ্ছে, পোশাক কি শরীরের সাথে থাকে নাকি এটা আলাদা বাড়িতে পড়ে থাকে? অবশ্যই শরীরের সাথে লেগে থাকে। আপনি যেখানে যাবেন যেখানে থাকবেন, সেখানেই পোশাক নামক এই স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যাবেন। নচেৎ আপনি অন্তরের দিক থেকে উলঙ্গ থাকবেন। আপনি চাকরি করলে পাশে বাসা ভাড়া করে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন। কখনো তাকে একা রেখে যাবেন না। সুতরাং বেশি সমস্যা না হলে স্ত্রীকে একা রেখে প্রবাসে পাড়ি জমাবেন না।

(৪) পরপুরুষের সাথে নরম সুরে কথা না বলা: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ ‘হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তাহলে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথাবার্তা বলো না। কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হবে। সুতরাং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৩২)*।

নারীরা পরপুরুষের সাথে মধুর সুরে কথা বলবে না। এতে করে দুষ্ট লোকেরা বেশি কথা বলতে চায়। কেউ যদি আপনার মোবাইলে ফোন দেয়, তাহলে বেশি কথা না বাড়িয়ে দ্রুত ফোন রেখে দিবেন। অনেক সময় দেখা যায়, নারীর কণ্ঠস্বর শুনে পুরুষরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। নারীদের আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এক আকর্ষণীয় আকৃতিতে। সুতরাং আপনার স্ত্রী যেন কোনো পরপুরুষের সাথে কোমল সুরে কথা না বলে।

(৫) স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হলে স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বলা: স্ত্রী যদি স্বামীর হক্ব তথা সহবাসে অপারগতা প্রকাশ করে, তাহলে স্ত্রীর উচিত নিজে থেকে স্বামীকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া। কিন্তু কোনো স্ত্রীই এটা করতে চায় না। কোনো স্বামী যদি তার চাহিদা পূর্ণ করার জন্য বিয়ে করে, তাহলে স্ত্রী তার বিরুদ্ধে মামলা করে। কোন স্বামী যদি সঙ্গত কারণে একাধিক বিবাহ করতে চায়, আর স্ত্রী স্বামীকে বিয়ে করতে বাধা দেয়, তাহলে ওই স্ত্রী অবশ্যই গুনাহগার হবে। প্রিয় বোন আমার! আপনি কি আপনার স্বামীকে যেনাকারী বানাতে চান? আপনি কি তাকে জাহান্নামী করতে চান? তাহলে কেন তাকে বিয়ে করতে দিচ্ছেন না? আল্লাহ তাআলা তো তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন, ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ ‘তোমরা বিয়ে করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুটি, তিনটি অথবা চারটি’ *(আন-নিসা, ৪/৩)*।

আপনার কি মন চায় না আপনার স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকতে? যদি আপনার মন চায়, তাহলে আপনার স্বামীকে পুতপবিত্র রাখুন। তাকে জান্নাতের কাজে সহযোগিতা করুন। এখন আপনি যদি তাকে বিয়ে করতে না দেন অথবা তার বিরুদ্ধে মামলা করেন, তাহলে আপনার স্বামী কিন্তু ভয়ে বিয়ে করবে না ঠিকই, কিন্তু সে গোপনে পরকীয়ায় লিপ্ত হবে অথবা সরাসরি পতিতালয়ে গিয়ে যেনা করবে। যৌনক্ষুধা এমন এক ক্ষুধার নাম, যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এজন্যই দেখেন না রাস্তাঘাটে, বাসে নারীরা ধর্ষণের শিকার হয়।

কিছুদিন আগে শুনলাম, এক প্রভাবশালী ব্যক্তি এলাকার সুন্দরী মেয়েদের সাথে পরকীয়া করে বেড়ায়। বিষয়টা এমন নয় যে, তার স্ত্রী জানে না। তার স্ত্রী জানে, কিছু বলে না। কারণ তার স্ত্রীর যৌবন শেষ হয়ে গেছে। তার স্ত্রী তাকে বিয়ে করতে

৫৪. তিরমিযী, হা/২৭৯৪।
৫৫. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৭৭; বুলূগুল মারাম, হা/১৪৫৯।

দিচ্ছে না। কিন্তু তার স্ত্রী অন্যান্য সুন্দরী মেয়েদের সাথে তাকে পরকীয়া করতে দিচ্ছে। কিন্তু বৈধ বিয়ে করতে দিচ্ছে না। প্রিয় বোন! আপনার স্বামীকে পরকীয়া থেকে বাঁচাতে হলে তাকে বিয়ে দেন। কারণ আপনার যৌবন ৪০ অথবা ৪৫ এর আগেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আপনার স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত যৌবন থাকে। এজন্যই দেখেন না ৫০ অথবা ৬০ বছরের বৃদ্ধ ২০ বছরের মেয়েকে বিয়ে করলে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু কোনো ২০ বছরের যুবক ৫০ অথবা ৬০ বছরের নারীকে বিয়ে করলে তার বাচ্চা হয় না। প্রিয় বোন! আপনাকে একটি বাস্তব ও সত্য কথা বলি, পতিতালয়গুলোতে যায় কারা জানেন? অধিকাংশই বয়স্ক পুরুষরা পতিতালয়ে যায়। তাদের টাকা-পয়সা আছে, শারীরিক সক্ষমতা আছে; কিন্তু প্রথম বউ দ্বিতীয় বিয়ে করতে দিচ্ছে না। তাই তারা অপারগ হয়ে পতিতালয়ে যাচ্ছে। আপনি আপনার স্বামীকে যেনাকারী বানাবেন না, পরকীয়া করতে বাধ্য করবেন না। সুতরাং আমার পরামর্শ হচ্ছে, সঙ্গত কারণে স্বামী একাধিক বিবাহ করতে চাইলে আপনার স্বামীকে বিয়ে করিয়ে দিন। আপনার স্বামীকে পরকীয়া ও যেনার পাপ থেকে বাঁচান। আল্লাহ তাআলা আমাদের সুবোধ দান করুন- আমীন!

(৬) স্বামী সহবাসে অক্ষম হলে অথবা দুজনের মধ্যে মিল না হলে স্ত্রীর খোলা করা: স্বামী সহবাসে অক্ষম হলে অথবা স্ত্রীর সাথে অসদাচরণ করলে অথবা স্বামীর সাথে বনিবনা না হলে স্ত্রীর উচিত স্বামীর কাছ থেকে খোলা নেওয়া। কীভাবে নিবেন? স্বামীকে বলবেন, আপনি আমাকে যে মোহরানা দিয়েছেন, এটা আমি আপনাকে ফেরত দিব, এর বিনিময়ে আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। হাদীছ থেকে এর প্রমাণ দেখুন,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَه'' قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

ছাবিত ইবনু কায়েস এর স্ত্রী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! চরিত্রগত বা দ্বীনী বিষয়ে ছাবিত ইবনু কায়েস-এর উপর আমি দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামের ভিতর থেকে কুফরী করা (অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে অমিল) পছন্দ করছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে?' তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি বাগানটি গ্রহণ করো এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও'।[৫৬]

৫৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭৩।

এখন আপনার স্বামী যদি আপনাকে না ছাড়তে চায়, তাহলে কী করবেন? আপনার স্বামীর উচিত আপনাকে ছেড়ে দেওয়া। কারণ আপনাদের সাংসারিক জীবনে অশান্তির ঘনঘটা নেমে এসেছে। বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুখ-শান্তি বিরাজ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে' *(আর-রূম, ৩০/২১)*।

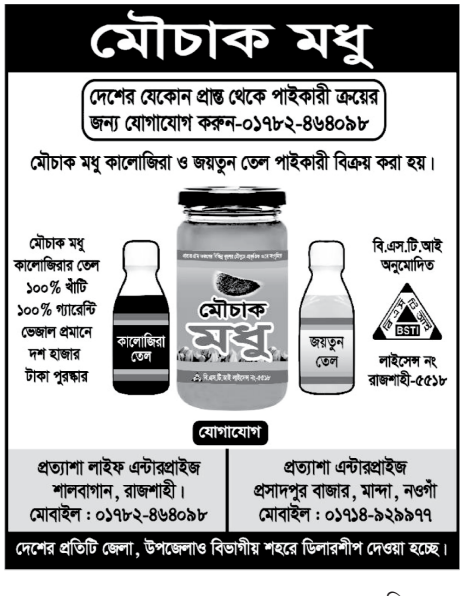
আপনার স্বামী আপনাকে না ছাড়তে চাইলে তাকে ছাড়ার জন্য বাধ্য করা হবে। প্রয়োজন হলে আপনি আইনের সহায়তা নিতে পারবেন।

তবে কোনো কারণ ছাড়া অথবা ঠুনকো অজুহাতে আপনি আপনার স্বামীর কাছ থেকে খোলা চাইতে পারবেন না। চাইলে আপনার পরিণতি মন্দ হবে। নবী ﷺ বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ 'যে কোনো নারী কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণও হারাম'।[৫৭]

অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রীর পরপুরুষের সাথে পরকীয়া থাকে। এরপর বলে, এই স্বামী আমার ভালো লাগে না। তারপর স্বামীর কাছে খোলা চায়। এগুলো করে খোলা চাওয়া যাবে না।

আল্লাহ তাআলা পরকীয়া নামক মহামারি থেকে আমাদের মুসলিম উম্মাহকে হেফাযত করুন- আমীন!

৫৭. আবূ দাঊদ, হা/২২২৬, হাদীছটি ছহীহ।



নববর্ষ: উচ্ছ্বাস নয়, আত্মসমালোচনার সময়

-খাশিউর রহমান বিন মনছূর আলী*

মানুষ আজ এক অদৃশ্য অন্ধকারের গোলকধাঁধায় আবদ্ধ। চারিদিকে আলোর ঝলকানি থাকলেও অন্তর ক্রমশ অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। দিশাহীন এক যাত্রায় সে কোথায় ছুটে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, তার পরিণতি কী হতে পারে; সে বিষয়ে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ঈমান ও আমলের হিসাব তার কাছে এখন গৌণ বিষয়। পরকালের জবাবদিহিতার ভয় যেন হৃদয় থেকে মুছে গেছে। সময় থেমে নেই, বছর শেষে বছর আসে, ক্যালেন্ডারের পাতা বদলায়; কিন্তু বদলায় না মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, বদলায় না আত্মার অভিমুখ।

বছরের শেষ প্রান্তে এসে সমাজের একটি বড় অংশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে তথাকথিত নববর্ষ উদযাপনে। বর্ণিল আলোকসজ্জা, উচ্চ শব্দ, উচ্ছ্বাস আর শুভেচ্ছার জোয়ারে ডুবে যায় চারপাশ। নতুন বছর এলেই তারা এক ধরনের আত্মবিস্মৃত আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু খুব কম মানুষই একবার থেমে ভেবে দেখে, নববর্ষ পালন আদৌ যৌক্তিক কিনা? এই উদযাপন কি আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করছে, নাকি আরও দূরে ঠেলে দিচ্ছে?

নতুন বছরের আগমনে তারা রচনা করে স্বপ্নের মিনার, আঁকে সুখের কল্পচিত্র। অথচ বিগত বছরের ভুল, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের জন্য নেই কোনো অনুশোচনা। তাদের নেই আত্মসমালোচনার তাগিদ, নেই সংশোধনের দৃঢ় সংকল্প। মুখে শুধু একটাই বুলি 'শুভ নববর্ষ'। কিন্তু প্রশ্ন হলো কার জন্য এই শুভকামনা? কোন মানদণ্ডে এই শুভকামনা নির্ধারিত?

নববর্ষকে ঘিরে সমাজে এক গভীর ভ্রান্ত বিশ্বাস গড়ে উঠেছে যে, এ দিনে নাকি পৃথিবী নতুন সাজে সেজে ওঠে, সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়, বছরের শুরু ভালো হলে পুরো বছর সুখের হবে। এই বিশ্বাস নিছক ভুল ধারণা নয়, বরং আক্বীদাগত বিচ্যুতি। কেননা সময় নিজে কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে না। সময় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, তাঁরই হুকুমে তা আবর্তিত হয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানেরা আমাকে কষ্ট দেয়, তারা যামানাকে গালি দেয়; অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা, রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি'।[৫৯] অর্থাৎ সময়ের ভালো-মন্দ নির্ধারণকারী আল্লাহ, সময় নিজে নয়।

নববর্ষে ধরণী নাকি জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে- এই বিশ্বাসে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি ভুলে মানুষ বিজাতীয় ও দেশীয় সংস্কৃতির অনুসরণে নেচে গেয়ে মেতে উঠবে ইসলামে এমন কোনো ধারণার অস্তিত্ব নেই। বরং নির্দিষ্ট কোনো দিন বা সময়কে শুভ বা অশুভ মনে করাই কুসংস্কার।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ.

আবূ হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণে প্যাঁচা, নক্ষত্র (প্রভাবে বর্ষণ) ও (ক্ষুধায় পেট কামড়ানো) পোকা- এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই'।[৬০]

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে নববর্ষের কোনো বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা নেই। এটি অন্যান্য সাধারণ দিনের মতোই একটি দিন মাত্র। এ কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন কিংবা পরবর্তী যুগের কোনো প্রসিদ্ধ ইমাম বা মুহাদ্দিছকে নববর্ষ উদযাপন করতে দেখা যায় না। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ জন্মদিন, হিজরতের দিন, নবুঅত প্রাপ্তির দিন এমনকি তাঁর ইন্তিকালের দিনও কখনো পালন করেননি। শুধু পালনই নয়, এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনাও তিনি রেখে যাননি। কারণ ইসলামে নতুন কোনো আমল বা বিশ্বাস সংযোজন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

আয়েশা ﵂ বলেন, রাসূল ﷺ সতর্ক করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে এমন কিছু সংযোজন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৬১] এই নীতির আলোকেই উমার

৫৮* দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

৫৯. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮২৬।
৬০. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৮৭।
৬১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৮৪।

রাযিয়াল্লাহু-ই আনহু হিজরী সনের প্রবর্তন করলেও নববর্ষ উদযাপনের কোনো প্রথা চালু করেননি।

বাস্তবতায় আজকের নববর্ষ উদযাপন কেবল একটি নিরীহ সামাজিক আয়োজন নয়, বরং এটি বেহায়াপনার সর্বনিম্ন সীমায় নেমে যাওয়ার নামান্তর। রাত বারোটার পর তথাকথিত থার্টি ফার্স্ট নাইট, ব্যান্ড পার্টির কোলাহল, গান-বাজনা, আতশবাজি ও পটকার শব্দে পরিবেশ দূষণ, নাচ-গানে উন্মত্ততা, ব্যভিচারের উন্মুক্ত দরজা সবকিছু মিলিয়ে এক ভয়াবহ নৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র ফুটে উঠে। এসব কাজ ইসলামে সুস্পষ্টভাবে হারাম।

এর চেয়েও ভয়ংকর দিক হলো নারীর নগ্ন বা অর্ধনগ্ন উপস্থাপন। সৌন্দর্য প্রদর্শনের নামে নারীকে পুরুষের পাশে দাঁড় করিয়ে যেনা ও ব্যভিচারকে সহজলভ্য করে তোলা।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু-ই আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু-ই আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমি পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কোনো ফেতনা রেখে যাইনি’।[৬২]

বিধর্মীরা ইসলামের বিধান অস্বীকার করলে তাতে ইসলামের কিছু আসে যায় না; কিন্তু মুসলিম সমাজ যখন তাদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতি নির্বিচারে গ্রহণ করে, তখন ঈমান মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। আজ আমরা ঠিক সেই বাস্তবতাই প্রত্যক্ষ করছি। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিমদের একটি বড় অংশ দুনিয়ার উন্নতি ও ভোগকেই জীবনের সাফল্য মনে করে। তারা মনে করে যে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ এবং লাগামহীন জীবনেই নাকি সুখ রয়েছে। অথচ একজন মুসলিমের জীবন কখনোই লাগামহীন নয়, বরং তার জীবন নিয়ন্ত্রিত এবং আল্লাহর বিধানের শাসনে আবদ্ধ।

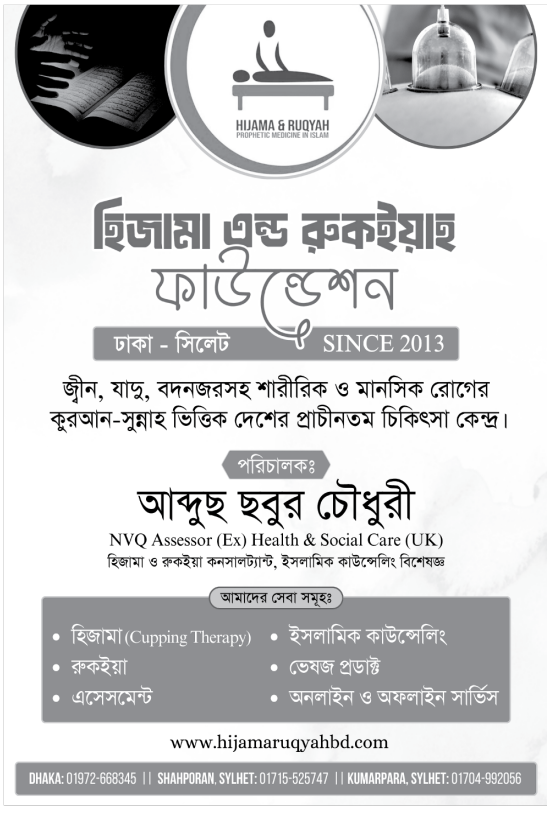
রাসূল ছাল্লাল্লাহু-ই আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুগত হয়’।**[৬৩]

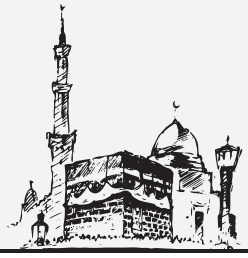
শয়তান মানুষের সামনে অবাধ স্বাধীনতার মোড়ক দিয়ে সীমাহীন ভোগ-বিলাসকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সে ফিসফিস করে বলে, আবদ্ধ জীবন কষ্টদায়ক, ধর্ম মানা মানেই পশ্চাৎপদতা। অথচ বাস্তবতা হলো যেখানে জীবন নিজেই অনিশ্চিত, সেখানে সীমাহীন স্বপ্ন আর বিলাসিতার আহ্বান এক নির্মম প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু-ই আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ‘জান্নাতকে কষ্টকর বিষয় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে আর জাহান্নামকে প্রবৃত্তি ও লালসা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে’।[৬৪]

অতএব, নববর্ষ আমাদের জন্য উচ্ছ্বাসের উপলক্ষ নয়; বরং আত্মসমালোচনার সুযোগ। আমাদের উচিত হলো বিগত বছরের হিসাব নেওয়া, ভুল থেকে ফিরে আসা, পরিবার ও সন্তানদের ঈমানী পরিবেশে গড়ে তোলা এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। কারণ সময় চলে যায়, কিন্তু হিসাব থেকে যায়। আজ যদি আমরা সচেতন না হই, আগামীকাল আফসোস ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করুন, ক্ষমা করুন এবং সত্যের উপর অবিচল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৬২. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯৬।
৬৩. আস-সুন্নাহ, হা/১৫।
৬৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৫৫৯।





হারামাইনের মিম্বার থেকে

বৃষ্টি আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত

[২০ রজব, ১৪৪৭ হি. মোতাবেক ৯ জানুয়ারি, ২০২৬ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আব্দুল্লাহ আল-বুআইজান** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন **ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।** খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। সকল প্রশংসা তাঁরই যিনি সক্ষমতা প্রদান ও অসংখ্য নেয়ামতের মাধ্যমে আমাদের অনুগ্রহ করেছেন। সকল কৃতজ্ঞতা তাঁরই জন্য, যিনি তাঁর অগণিত অনুগ্রহ ও দান দ্বারা আমাদের সিক্ত করেছেন। এছাড়াও বিশ্বজগতে তিনি যে সকল নিদর্শন স্থাপন করেছেন, বিশেষ করে তিনি যে মহান দানসমূহ দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তার জন্য তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল ও সর্বশেষ প্রেরিত নবী। মহান আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, ছাহাবীগণ ও তাঁর নেককার সহচরদের উপর শান্তি ও বরকত অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী আর সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথনির্দেশ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনের মধ্যে বিদআত বা নবসৃষ্ট বিষয় আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি আপনাদের আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। আমি আপনাদের তাক্বওয়ার উপর অবিচল থাকা, নিজের নফসের হিসাব নেওয়া এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতা করার উপদেশ দিচ্ছি। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী (পুণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন' *(আল-হাশর, ৫৯/১৮)*।

হে মানুষ! পানি আল্লাহর মহান নেয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম। কারণ এটি প্রতিটি জীবিত সত্তার সৃষ্টির মূল উপাদান। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩০)*।

পানি হলো জীবনের ভিত্তি এবং পরিবেশের সেই উপাদান, যা সকল সৃষ্টির প্রয়োজন, যা ছাড়া মানুষ, পশু ও উদ্ভিদ কিছুই টিকে থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন যাতে আছে তোমাদের জন্য পানীয় আর তাতে জন্মে বৃক্ষলতা, যা তোমাদের পশুগুলোকে খাওয়াও। তিনি তা দিয়ে তোমাদের জন্য জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর, আঙুর ও সর্বপ্রকার ফল। এতে চিন্তাশীল মানুষদের জন্য নিদর্শন রয়েছে' *(আন-নাহল, ১৬/১০-১১)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! পানি হলো পবিত্রতার মাধ্যম আর পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। পবিত্রতা ছালাত ও বহু ইবাদতের পূর্বশর্ত। আমরা পানির মাধ্যমেই ওযূ ও গোসল সম্পন্ন করি। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই তাঁর (বৃষ্টিরূপী) অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদ হিসেবে বায়ু পাঠিয়ে দেন আর আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। যা দিয়ে আমি মৃত যমীনকে জীবিত করে তুলি এবং তৃষ্ণা নিবারণ করি আমার সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক জীবজন্তুর ও মানুষের' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৪৮-৪৯)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আর তিনি আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেছিলেন তোমাদেরকে তা দিয়ে পবিত্র করার জন্য' *(আল-আনফাল, ৮/১১)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! বৃষ্টি হলো আল্লাহ তাআলার অন্যতম মহান নেয়ামত, যা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অপরিহার্য করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তারা নিরাশ হয়ে পড়লে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসিত' *(আশ-শূরা, ৪২/২৮)*।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এবং তার জন্য একটি প্রতীক্ষিত মৌসুমও রেখেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি দেখ না আল্লাহ মেঘমালাকে চালিত করেন, অতঃপর সেগুলোকে একত্রে জুড়ে দেন, অতঃপর সেগুলোকে স্তূপীকৃত করেন, অতঃপর তুমি তার মধ্য থেকে পানির ধারা বের হতে দেখতে পাও, অতঃপর তিনি আকাশে স্থিত মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন, অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছে তা দিয়ে আঘাত করেন আর যার কাছ থেকে ইচ্ছে তা সরিয়ে নেন। তার বিদ্যুতের চমক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়' *(আন-নূর, ২৪/৪৩)*।

হে মানুষ! যখন বৃষ্টি হতে দেরি হয়, তখন মানুষের উপর ভয় ও বিপদের চাপ বেড়ে যায়, দুর্ভিক্ষ ও কষ্ট নেমে আসে, ফসল ও গাছপালা নষ্ট হয়ে যায় আর ঝরনা ও কূপগুলো শুকিয়ে যায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের তলদেশে চলে যায়, তাহলে তোমাদেরকে কে এনে দেবে প্রবহমান পানি?' *(আল-মুলক, ৬৭/৩০)*।

পূর্বের যুগে নবীগণের উপস্থিতিতেই মানুষের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল। তারা মানুষকে এর ক্ষতি ও বিপদ থেকে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। এমনকি মহান আল্লাহ কিছু জাতিকে বহু বছরের দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ঘাটতির মাধ্যমে পাকড়াও করেছেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন, যেন তিনি তাঁর উম্মতকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর সে প্রার্থনা কবুল করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি পাকড়াও করেছি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৩০)*।

আর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য কল্যাণ চান, তখন রহমত নেমে আসে। অতঃপর বৃষ্টির মাধ্যমে তিনি বান্দাদের সাহায্য করেন, যাতে জনপদ সিক্ত হয়। এতে পৃথিবী তার শোভা ধারণ করে ও সজ্জিত হয়, আনন্দের সুসংবাদ প্রকাশ পায় এবং তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নেয়ামতের শোকর আদায় করা ফরয আর এর কারণেই নেয়ামত অব্যাহত থাকে এবং স্থায়ী হয়। আর এসব নেয়ামতের প্রতিদান হিসেবে সত্যিকারের প্রশংসা ও খাঁটি আনুগত্য প্রদর্শন করাই হলো এসব নেয়ামতের পূর্ণ শোকর আদায় করা। কেননা নেয়ামতের শোকর আদায় করা হলে তা স্থায়ী হয় এবং বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলে তা কেড়ে নেওয়া হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন' *(ইবরাহীম, ১৪/৭)*।

অতএব, আপনারা আল্লাহকে স্মরণ করুন, তিনি আপনাদের স্মরণ করবেন। তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তাঁর শোকর আদায় করুন, তাহলে আল্লাহ আপনাদেরকে আরো বৃদ্ধি করে দেবেন। কাজেই আসুন! আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি তাঁর সর্বময় মহান রহমতের জন্য, যার কল্যাণ সর্বত্র বিস্তৃত। রহমতের বৃষ্টি প্রয়োজনের সময়ে বর্ষণ হওয়ায় শস্যসমূহ সজীব হয়েছে এবং অন্তরসমূহ আনন্দিত হয়েছে। অতএব, আমরা তাঁর নিকট তাঁর অনুগ্রহের স্থায়িত্ব কামনা করি।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের প্রমাণ হলো, বান্দা সকল নেয়ামতকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করবে, তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে সেগুলোর প্রতিদান দিবে এবং সেই নেয়ামতগুলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজে ব্যয় করবে। এছাড়াও বান্দার উচিত এসব নেয়ামতকে আল্লাহর কাছে তওবা ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণ বানানো। আর এ নেয়ামতকে পাপ ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তাঁর কাছেই ফিরে আসা এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার করার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা জরুরী। কেননা নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের কারণেই নেয়ামত স্থায়ী হয়, বরকত নাযিল হয় এবং তাঁর পক্ষ থেকে বৃষ্টি নেমে আসে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। (তোমরা তা করলে) তিনি অজস্র ধারায় তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদীনালা' *(নূহ, ৭১/১০-১২)*।

হে লোকসকল! নিশ্চয়ই বৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত এক মহান নিদর্শন, যা তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা ও কার্যকর প্রজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বৃষ্টি নাযিলের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ আর এতে আছে এক ঈমানী বার্তা, যা অন্তরকে জাগ্রত করে এবং মৃত্যু, ধ্বংস, পুনরুত্থান, হিসাব ও প্রতিদান দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুর্বর ভূমিতে বৃষ্টি যে জীবন সঞ্চার করে, তা মৃত্যুর পর জীবনের সঞ্চার, শুষ্কতার পর উদ্ভিদ জন্মানো, কঠোরতার পর সচ্ছলতা আসার এক স্পষ্ট ও বাস্তব প্রমাণ, যা আমাদেরকে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা যে ভূমি আগে ছিল নিস্তেজ ও অনুর্বর; বৃষ্টির ফলে সেটিই আন্দোলিত হয়, স্ফীত হয় এবং সব রকমের মনোমুগ্ধকর উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাঁর আরেকটি নিদর্শন হলো এই যে, তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক-অনুর্বর, অতঃপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। নিশ্চয়ই যিনি যমীনকে

জীবিত করেন তিনি মৃতদেরও জীবিতকারী। নিশ্চয় তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(ফুছছিলাত, ৪১/৩৯)*।

بارَكَ اللهُ لِي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّاكم بما فيه من الآيات والذِّكْر الحكيم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য তাঁর অসীম অনুগ্রহের কারণে। আর তাঁর দান ও তাওফীক্বের জন্য তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতা। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর ছাহাবীগণের প্রতি এবং তাঁর অনুসারী ও সাহায্যকারীদের প্রতি।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! অনেক মানুষ ছুটি ও অবকাশের সময় প্রকৃতি, বনভূমি কিংবা উদ্যানসমূহে সময় কাটাতে সফরে বের হতে আগ্রহী হয়। একজন মুসলিমের জন্য জরুরী হলো সফরে বের হওয়ার সময় অবকাশ যাপনের শারঈ বিধানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সংশ্লিষ্ট আদব-আখলাক মেনে চলা।

সফরে বের হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান ও আদব হলো পরিবারের সদস্যদের বিদায় জানানো, বাহনে আরোহণ করা এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ পড়া। যেমন- ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে তাঁর উটে আরোহণের সময় তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, এরপর এই দু'আ পাঠ করতেন, سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ 'পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট কল্যাণ, তাক্বওয়া ও তোমার সন্তুষ্টি রয়েছে এমন কাজের তাওফীক্ব চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরসঙ্গী এবং পরিবারের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে'। এরপর তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখনও উপরিউক্ত দু'আ পড়তেন এবং এর সাথে যোগ করতেন, آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ 'আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী'।[৬৫]

সফরের আদবসমূহের মধ্যে আরো হলো সৎ সঙ্গী নির্বাচন করা এবং একা একা ভ্রমণ না করা। কেননা সৎ সঙ্গী আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সহায়ক হয় এবং শয়তান ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। যেমন- ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'যদি লোকেরা একা সফরে কী ক্ষতি আছে তা জানত, যা আমি জানি; তবে কোনো আরোহী রাতে একাকী সফর করত না।[৬৬]

এছাড়াও সফরের আদবের মধ্যে রয়েছে ফরয ইবাদতসমূহ নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া। তবে শরীআত সফরকারীর জন্য রুখছত দিয়েছেন, যদি তার সফর কছরের দূরত্বের পরিমাণ হয়, তাহলে সে চার রাকআতের ছালাত ক্বছর করতে পারবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ছালাত একত্রে (জমা) আদায় করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমরা যমীনে সফর করবে, তখন তোমাদের ছালাত কছর করাতে কোনো দোষ নেই' *(আন-নিসা, ৪/১০১)*। অনুরূপভাবে শরীআত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছে, মুক্বীমের জন্য এক দিন এক ও রাত, আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত। তবে শর্ত হলো সে যেন পূর্ণ পবিত্রতার অবস্থায় সেগুলো পরিধান করে থাকে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থতা বা এমন কোনো অক্ষমতার কারণে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হয় অথবা তীব্র শীতের কারণে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা করে, তার জন্য শরীআত তায়াম্মুম করার অনুমতি দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও; তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ করো' *(আল-মায়েদা, ৫/৬)*।

আর শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছে ভ্রমণকারীদের কষ্ট না দেওয়া এবং বিরক্ত না করা। তাদের সম্মান ও গোপনীয়তার প্রতি দৃষ্টি সংযত রাখা, তাদের ব্যক্তিগত বিষয় থেকে বিরত থাকা, তাদের চলাচলের রাস্তা ও পথঘাটে দাঁড়িয়ে বাধা সৃষ্টি না করা এবং এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত জনসাধারণের সুবিধা, সরঞ্জাম ও সেবাসমূহ নষ্ট না করা।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমাদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় ও শোভিত করে দিন। কুফর, অবাধ্যতা ও পাপকে আমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে দিন আর আমাদেরকে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

৬৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪২।
৬৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৯৮।

www.al-itisam.com

কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(ফেব্রুয়ারি'২৬ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৪)

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

মানুষকে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে মহান আল্লাহ প্রতি যুগেই ফেরেশতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর মনোনীত মানুষের নিকটে অহী প্রেরণ করে থাকেন। এই অহীরই একটি অংশ চারটি প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব। তাওরাত এসেছে তূর পাহাড়ের উপর মূসা আলাইহিস সালাম-এর নিকটে, যাবূর দাউদ আলাইহিস সালাম-এর উপর, ইনজীল ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর আর এটি তাওরাতের ব্যাখ্যাস্বরূপ। সর্বশেষ কুরআন মাজীদ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। ঈমান বিল গায়েবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রব্বুল আলামীনের প্রেরিত তাঁর বাণীর উপর ঈমান আনা। যদিও কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে অতীতের গ্রন্থগুলো মানসূখ হয়ে গেছে এবং সেগুলোর অবিকৃত কোনো রূপ আজ অবশিষ্ট নেই, তবুও সামগ্রিক অর্থে এগুলো যে মহান আল্লাহর বাণী এবং আসমানী কিতাব, তার প্রতি ঈমান থাকা জরুরী। আর মুত্তাক্বী তারাই যারা অতীতে অবতীর্ণ কিতাব এবং আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি ঈমান রাখে।

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

ঈমান বিল গায়েবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরকালের প্রতি ঈমান। এই জন্য এটিকে আবারও আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটির সাথে ইয়াক্বীন কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। পরকালের প্রতি ইয়াক্বীন থাকলে মানুষের জন্য সৎ আমল করা সহজ হয় এবং ইসলামের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করা সহজ হয়। কেননা সে সকল কিছুর প্রতিদান পরকালে চায়। এই দুনিয়ার কোনো মূল্য তার কাছে থাকে না। যুগে যুগে নবীরা ও তাদের ছাহাবীরা পরকালের প্রতি ইয়াক্বীনের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। যেমন- আছহাবে কাহাফ, আছহাবুল উখদূদসহ অসংখ্য জাতি শুধু পরকালের আশায় দুনিয়ার সকল কিছু বিসর্জন দিয়েছে। আর তাই তো মুত্তাক্বী তারাই হতে পারে, যাদের পরকালে ইয়াক্বীন রয়েছে। পরকালের বিশ্বাসে ইয়াক্বীন অর্জন করলে বিজয় সুনিশ্চিত। একটি দেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের জন্য অন্তত ২০ থেকে ৫০ শতাংশ মানুষের ঈমান বিল গায়েবে ইয়াক্বীন, বিশেষ করে পরকালে ইয়াক্বীন অর্জন অতীব জরুরী।

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

উপরের পাঁচটি গুণ তথা ঈমান বিল গায়েব, ছালাত, দান, আসমানী কিতাবে ঈমান এবং পরকালে ইয়াক্বীন— এগুলো যাদের মধ্যে থাকবে, তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নূরের উপরে থাকবে তথা হেদায়াতের উপরে থাকবে আর তারাই দুনিয়া ও পরকালে প্রকৃত সফলকাম। আর তারাই মুত্তাক্বী।

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

মুত্তাক্বীদের সম্পর্কে জানার পর কাফেরদের সম্পর্কে জানা জরুরী। কারণ ঈমানের বিপরীত কুফর। কুফর শব্দের শাব্দিক অর্থ লুকিয়ে রাখা। কৃষক যেভাবে বীজ লুকিয়ে রাখে মাটিতে, কাফের তেমনি ঈমানকে লুকিয়ে রাখে। ঈমান আনয়নের পূর্বে অন্তরকে কুফর থেকে মুক্ত করা জরুরী। এজন্য কী কী করলে কুফর হয়, তা জানা অতি আবশ্যক। কাফেরদের মধ্যে এমনও কাফের আছে, যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া অথবা না দেওয়া সমান। সত্যের দাওয়াত তাদের কাছে কোনো গুরুত্ব রাখে না। তাদের কথাই মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে আপনি ভীতি প্রদর্শন করেন অথবা না করেন, তা তাদের কাছে সমান। তারা কখনোই ঈমান আনয়ন করবে না'।

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যে সমস্ত কাফেরের অন্তরে দাওয়াত কোনো প্রভাব বিস্তার করে না, তার মূল কারণ হচ্ছে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের অন্তর সীলগালা করে দেওয়া হয়েছে। অন্তরগুলো তিন ভাগে বিভক্ত— সুস্থ ও প্রশান্ত হৃদয়, অসুস্থ ও ভর্ৎসনাকারী হৃদয়। আর সর্বনিকৃষ্ট অন্তর হচ্ছে মৃত অন্তর, যে কল্যাণ-অকল্যাণ বুঝে না, সবসময় অকল্যাণের আদেশ করে এবং যে অন্তরে অকল্যাণ বা গুনাহের কোনো আফসোস থাকে না। এই অন্তরে দাগ পড়তে পড়তে পাতিলের তলার মতো কালো কুচকুচে হয়ে যায়। এই সমস্ত অন্তরে কোনো নূর থাকে না, তাদের চোখ থাকার পরেও তারা যেন দেখে না, কান থাকার পরেও তারা যেন শুনে না এবং অন্তর থাকার পরেও তারা যেন চিন্তা করে না।

তাদের অন্তরে মোহর মারা মূলত তাদেরই কর্মফল। যখন তাদের সামনে সত্য-মিথ্যা স্পষ্ট হয়েছে, তারপরও তারা গ্রহণ করেনি। সত্য বুঝার পরেও গ্রহণ না করার শাস্তি দিতেই তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। তাদের কথাই মহান আল্লাহ বলেছেন, মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তাদের চোখে ও কানে রয়েছে পর্দা। তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

৬৭* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

উসওয়াতুন হাসানাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে লজ্জাশীলতা

-হাসান আল-বান্না মাদানী*

রাসূল ﷺ-এর চরিত্রের অন্যতম একটি দিক হলো লজ্জাশীলতা, যা ক্রমান্বয়ে আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা ক্রমশ নির্লজ্জতাকে সমর্থন করতে শুরু করেছি। কারো লজ্জাশীলতা দেখলে আমরা বলি, এত লজ্জা করতে নেই; অথচ রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ এর বিপরীত।

রাসূল ﷺ কোনো এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার এক ভাইকে লজ্জা বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন (বেশি লজ্জা করতে নিষেধ করছিলেন)। রাসূল ﷺ (সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে) বললেন, دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ ‘তুমি তাকে ছেড়ে দাও (লজ্জা করতে নিষেধ করো না), কারণ লজ্জা ঈমানের একটি অংশ’।[৬৯]

ঈমান মূলত বিশ্বাস, কথা ও কর্মের সমন্বিত রূপ। লজ্জা একটি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে ঈমানের অংশ বলার কারণ হলো এই যে, লজ্জা যদি শরীআত অনুযায়ী করতে হয়, তাহলে সেই লজ্জার নিয়্যত ও তা শেখার প্রয়োজন হবে। এভাবে লজ্জার মধ্যেও হৃদয় ও অঙ্গের কাজ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় কারণ হলো ঈমান যেমন ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়, তেমনি লজ্জাও এ কাজগুলোই করে। তাই লজ্জাকে ঈমান বলা হয়েছে।[৭০]

জীবিত হৃদয় লজ্জাবোধ করে; মৃত হৃদয় নয়। জীবিত হৃদয় ভেজা মাটির মতো, যা পায়ের চাপে প্রভাবিত হয়। তেমনি জীবিত হৃদয় নির্লজ্জতা ও নোংরামি দেখে প্রভাবিত হয় এবং কষ্ট পায়।[৭১]

ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ লজ্জার কিছু প্রকার উল্লেখ করেছেন। এখানে তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

১. ভালোবাসার লজ্জা অর্থাৎ প্রিয়জনকে লজ্জা করা, এমনকি তার অনুপস্থিতিতেও কেবল তাকে স্মরণ করেই হৃদয়ে লজ্জা উত্থিত হয় এবং চেহারায় তা পরিলক্ষিত হয়। এই লজ্জা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে আমাদের হৃদয়েও আসা উচিত। কারণ তার চেয়ে প্রিয়জন কেউ নেই।

২. উপাসনার লজ্জা, এই লজ্জায় ভয় ও ভালোবাসার সংমিশ্রণ থাকে। যদি বান্দা আল্লাহ তাআলার অবস্থান ও মর্যাদার তুলনায় নিজের উপাসনাকে লক্ষ করে, তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, তার উপাসনা কত তুচ্ছ! তখন সে আল্লাহকে লজ্জা করবে, এরই নাম উপাসনার লজ্জা।

৩. নিজেকে লজ্জা করা আর তা হলো উঁচু ও মর্যাদাবান আত্মা অল্পতে সন্তুষ্ট হওয়ায় এবং নিজের দোষ-ত্রুটিকে পছন্দ করায় লজ্জাবোধ করে। এটি লজ্জার সর্বোচ্চ স্তর, কারণ যে নিজেকে লজ্জা করে, সে অন্যকে আরও বেশি লজ্জা করবে। যার মধ্যে এই লজ্জা থাকবে, সে কখনও গুনাহ ও অশ্লীলতার রাস্তায় অটল থাকতে পারবে না। পাপাচারকে বড় একটা খুঁত বিবেচনা করে সে সর্বদা তা থেকে দূরে থাকবে।[৭২]

ইলম অর্জন ও হক্ব প্রচার ছাড়া অন্য সকল অবস্থায় লজ্জাশীলতা প্রশংসনীয়। লজ্জায় কখনো ক্ষতি হয় না। ইমরান ইবনে হুছাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ ‘লজ্জা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে’।[৭৩]

লজ্জাশীলতা জ্ঞানের পরিচায়ক। কারণ রাসূল ﷺ সবচেয়ে বড় জ্ঞানী এবং তিনি কুমারী নারীর থেকেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন।

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ পর্দার অন্তরালে থাকা কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন সেটা তার চেহারায়

৬৮* কালিয়াচক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; মুহাদ্দিছ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৬৯. ছহীহ বুখারী, হা/২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯।

৭০. ফাতহুল বারী, ১/৫২।

৭১. ইবনু তায়মিয়্যাহ, আমরাযুল কুলূব, পৃ. ১৩।

৭২. মাদারিজুস সালেকীন, ২/২৫২।

৭৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬১১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৭।

www.al-itisam.com

দেখতে পাওয়া যেত।[৭৪] অর্থাৎ লজ্জায় তিনি নীরব থাকতেন।[৭৫]

লজ্জা দ্বীন ইসলামের চরিত্র। রাসূল ﷺ বলেন, إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ ‘প্রত্যেক ধর্মের একটি চরিত্র হয়। ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জা’।[৭৬]

যখন লজ্জা নিয়ে আমরা আলোচনা করি, তখন সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করা। যদি কেউ আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের সাথে নিজের গুনাহগুলোর তুলনা করে, তাহলে সে অবশ্যই লজ্জিত হবে। শ্রমিক যখন নিজের মালিকের উপস্থিতিতে কাজ করে, তখন যেই নিষ্ঠা ও উদ্যমের সাথে কাজ করে; তার অনুপস্থিতিতে সেরূপ করতে পারে না। অনুরূপভাবে যে স্মরণ করতে পারে যে, আল্লাহ আমাকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করছেন, সে গুনাহকে ঘৃণা করবে এবং আনুগত্যের রাস্তায় সব দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করবে। কিন্তু যখন হৃদয় এ কথা ভুলে যায়, তখনই তার মধ্যে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হয়।[৭৭]

আজ তরুণ-তরুণীরা যেই নির্লজ্জতার জীবন অতিবাহিত করছে, তার একটা কারণ হলো আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহকে ভুলার কারণ হলো, তার সাথে পরিচিত না হওয়া। তাদেরকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনতে হলে আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

নবী ﷺ আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করতেন। মে‘রাজের সফরে যখন ছালাত পাঁচ ওয়াক্ত থেকেও কম করার পরামর্শ দেওয়া হয়, তখন তিনি বলেন, اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ‘(আমি এতবার আল্লাহ তাআলাকে আবেদন করেছি যে) এখন আমার লজ্জা করছে’।[৭৮]

এত বেহায়াপনা করার পরও বহু মুসলিম দাবি করে যে, তারা আল্লাহকে লজ্জা করে। তাই রাসূল ﷺ এটির প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ছাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, ‘তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করো’। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল-হামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করি। নবী ﷺ বললেন, ‘আমি সেই লজ্জার কথা বলিনি। আল্লাহ তাআলাকে যথাযথ লজ্জা করা হলো এই যে, তুমি তোমার মাথা ও মাথার অন্তর্ভুক্ত যা কিছু আছে, তার হেফাযত করবে। তুমি তোমার পেট ও পেটের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু আছে, তার হেফাযত করবে এবং তুমি মৃত্যু ও এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে স্মরণ করতে থাকবে’।[৭৯] মাথা ও মাথার অন্তর্ভুক্ত যা আছে, তা থেকে উদ্দেশ্য হলো কান, চক্ষু, জিহ্বা ইত্যাদি। পেট ও পেটের অন্তর্ভুক্ত বস্তু অর্থাৎ হৃদয়।

যারা দাড়ি চাঁচে কিংবা খাটো করে, টাখনুর নিচে প্যান্ট পরে, অমুসলিমদের মতো চুল রাখে, পোশাক-পরিচ্ছদে কাফেরদের অনুকরণ করে, প্রকাশ্যে ও গোপনে গান শোনে, বিয়েতে ডিজে বাজায়, গাড়িতে চেপে ড্যান্স করে, প্রকাশ্যে জুয়া কিংবা অনলাইন জুয়া খেলে, ছালাত ছেড়ে ক্যারম খেলে, নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেবল জুমআর ছালাত আদায় করে, নানা ধরনের নেশায় আসক্ত থাকে, সূদ খায়, সূদে লোন নেয়, বিড়ি বাঁধে ও বাঁধায়, হারাম পণ্য বিক্রি করে, ব্যবসায় মিথ্যা বলে, মানুষকে ঠকায়, ছালাতের সময় দোকান চালায়, দোকানে বসে মোবাইলে নোংরামি করে, গেম খেলে সময় নষ্ট করে, যে সকল নারীরা মুখ-হাত খোলা রেখে আকর্ষণীয় পোশাক পরে, কালো মুখে সাদা মেকআপ করে রাস্তা-ঘাটে পুরুষদের মাঝে বিচরণ করে, রাস্তার পাশে বা পাড়ার মোড়ে আড্ডা দেয়, নিজের মতো বেহায়া এক ঝাঁক মেয়েদের সাথে বসে নেশাখোর মেয়েলি পুরুষদের খোরাক তৈরি করে, যে পিতামাতা আরশ থেকে আসা ইলম তথা কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানকে তুচ্ছ মনে করে নিজের সন্তানকে খ্রিষ্টানদের সভ্যতা দিয়ে বড় করে, দিনে-রাতে ছালাত ছাড়া সব আদেশ-নিষেধ করে তারা কেউই আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করে না। মুসলিম শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণকারী। সে এমন একজন, যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সামনে মাথা নত করে এবং তা মেনেই জীবন পরিচালনা করে। কিন্তু সেই মুসলিম আজ পৃথিবীর সমস্ত অশ্লীল কাজে জড়িত। সমাজের সৎ ও প্রভাবশালী মানুষগুলোকে আলেমদের দিকনির্দেশনায় সমাজের এই করুণ অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য উঠেপড়ে লাগতে হবে।

রাসূল ﷺ অনেক আগেই বলেছেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ‘প্রাচীন নবুঅতের বার্তার মধ্য হতে যা কিছু মানুষ পেয়েছে, তার একটি হলো এই

৭৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬১০২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩২০।
৭৫. শারহুন নববী, ১৫/৭৮।
৭৬. ইবনু মাজাহ, হা/৪১৮২, হাসান।
৭৭. মাদারিজুস সালেকীন, ২/২৫৩।
৭৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩।
৭৯. তিরমিযী, হা/২৪৫৮।

যে, যখন তুমি লজ্জা করবে না, তখন তুমি যা চাও, তাই করো’।[৮০]

উপর্যুক্ত হাদীছের একটি অর্থ হলো, যে ব্যক্তি লজ্জা করবে না, তার দ্বারা সমস্ত কুকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব।

আমাদের ভাষার অবস্থা এই যে, আমরা কথা বলার সময় অশ্লীলতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে যাই। ভাষা শুনে মনে হয় না যে, আমাদের মধ্যে অণু পরিমাণও লজ্জা আছে। অথচ রাসূল ﷺ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ তো দূরের কথা, গোপনীয় কোনো বিষয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলতে লজ্জাবোধ করতেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং রজঃস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসল কীভাবে করবেন, এ মর্মে জিজ্ঞেস করলেন। নবী ﷺ সেই মহিলাকে গোসল করার নিয়ম শেখালেন, তারপর বললেন, ‘তুমি মিশক (সুগন্ধি বিশেষ) মাখানো একটি কাপড় নিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো’। সে মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ‘তুমি সেই কাপড় নিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো’। সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। নবী ﷺ বললেন, ‘সুবহানাল্লাহ! তুমি সেই কাপড় নিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো’। তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন, রক্তের চিহ্নের স্থানে তুমি কাপড়টি ব্যবহার করো।[৮১]

নবী ﷺ-এর বাড়িতে যখন অতিথি আসতেন, তখন তাদের সামনেও তিনি লজ্জাবোধ করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন, যায়নাব বিনতু জাহশ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর সাথে বিয়ের পর নবী ﷺ ওয়ালীমার দাওয়াতে অতিথিদের সামনে মাংস ও রুটি পেশ করলেন এবং আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রেরণ করলেন। প্রায় মানুষ খাবার খেয়ে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু কয়েকজন খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও কথা বলতে থাকলেন। ততক্ষণ রাসূল ﷺ সমস্ত স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আবার ফিরে এসে দেখলেন যে, তারা এখনও বের হননি। তবুও তিনি লজ্জায় তাদেরকে কিছু বললেন না...।[৮২]

আমরা বহু মানুষকে দেখি বিবস্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কত যুবক আবার খ্রিষ্টানদের অনুকরণে এত ছোট প্যান্ট বা হাফপ্যান্ট পরে যে তার অর্ধেক উরু দৃশ্যমান থাকে। কিন্তু রাসূল ﷺ গোসল পর্যন্ত পর্দার আড়ালে করতেন।

উম্মু হানী (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলাম, যখন তিনি গোসল করছিলেন। আমি দেখলাম যে, ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) একটি কাপড় দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছেন।

আসুন! আমরাও আমাদের রাসূল ﷺ-এর মতো লজ্জাশীল হই, রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যে মানুষকে নয়, আল্লাহকে লজ্জা করি। কিন্তু ইলম অর্জন ও হক্ব প্রচারে কোনো লজ্জাবোধ না করি।

পরিশেষে বলা যায়, লজ্জা মানুষের চরিত্রের এমন একটি দিক, যা মানুষকে বিভিন্ন অন্যায় ও অশ্লীলতা হতে রক্ষা করে। প্রতিটি মানুষের মাঝে তার স্বভাবগত লজ্জাশীলতা থাকা উচিত। এই লজ্জাশীলতা না থাকলে মানুষ বিনা দ্বিধায় যেকোনো অশ্লীলতায় ডুব দিতে পারে। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন- আমীন!

হালাল চয়েস ফুড



আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু
- সরিষা ফুলের মধু
- লিচু ফুলের মধু
- বরই ফুলের মধু
- কালোজিরা ফুলের মধু
- মিক্স ফুলের মধু
- পাহাড়ী ফুলের মধু
- সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল
- চাকের মধু

অন্যান্য জিনিস
- আখের গুড়
- মৌসুমের খেজুরের গুড়
- মধুময় বাদাম
- উন্নত মানের খেজুর
- সরিষার তেল
- কালোজিরা তেল
- জয়তুন তেল
- যবের ছাতু
- দানাদার ঘি
- বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়



সকল জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৮০. ছহীহ বুখারী, হা/৬১২০; মিশকাত, হা/৫০৭২।
৮১. ছহীহ বুখারী, হা/৩১৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩২।
৮২. ছহীহ বুখারী, হা/৪৭৯৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২৮।

খুলুকুল মুসলিম

আল্লাহ তাআলার সাথে একজন মুসলিমের আচরণ

মূল: সুলতান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উমরী
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী*

১. একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই ইবাদত করতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই ইবাদতের কোনো অংশ অন্য কারও উদ্দেশ্যে করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ‘আর তাদেরকে এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁরই জন্য দ্বীনকে খাঁটি রাখবে’ *(আল-বাইয়িনাহ, ৯৮/৫)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ‘আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*।

২. শিরক ও শিরকের সব উপায় ও মাধ্যম থেকে দূরে থাকতে হবে এবং শিরকের নিকটবর্তী নিয়ে যাবে এমন মাধ্যম থেকেও দূরে থাকতে হবে।

৩. মুসলিমদের সঙ্গে গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখতে হবে; কিন্তু কাফেরদের সাথে তেমনটা করা যাবে না; তবে সবকিছুই ইসলামী শরীআতের নির্ধারিত সীমারেখা অনুযায়ী হওয়া চাই।

৪. সবসময় আল্লাহর পর্যবেক্ষণ অনুভূতিতে রাখতে হবে এভাবে যে, তিনি আমাদের প্রতিটি অবস্থাই জানেন ও দেখেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ ‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন’ *(আল-হাদীদ, ৫৭/৪)*।

৫. আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ এগুলো আল্লাহর ক্রোধ এবং শাস্তির কারণ তৈরি করে।

৬. দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং টিকে থাকতে হবে, ফেতনা বা দুনিয়ার কোনো প্রলোভন এলে সেখান থেকে বিচলিত হওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ ‘আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী আপনি দৃঢ় থাকুন’ *(হূদ, ১১/১১২)*।

৭. আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ‘আর তোমরা যদি মুমিন হও, তবে আল্লাহর উপরই ভরসা রাখো’ *(আল-মায়েদা, ৫/২৩)*। তবে এর সাথে সাথে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করাও আবশ্যক।

৮. আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের উপর ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ ‘আর যা কিছু আপনার উপর (বিপদ) আপতিত হয়, তার উপর ধৈর্য ধরুন’ *(লুকমান, ৩১/১৭)*।

৯. আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে ও নিয়মিত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

১০. ফরয ও অবশ্য পালনীয় কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ‘আমার বান্দা আমার কাছে যতটা প্রিয় হয়, তা ফরয আমলের মাধ্যমে হয়, যেটা আমি তার উপর ফরয করেছি’।[৮৪]

১১. নেক আমলের প্রতি দ্রুত ধাবিত হতে হবে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও’ *(আলে ইমরান, ৩/১৩৩)*।

১২. আল্লাহর বাণীকে মানুষের কথার উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং কোনো যুক্তি বা আইনকে আল্লাহর বাণীর উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

বাকি অংশ ৩৫ নং পেজে...

৮৩* অধ্যয়নরত, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৮৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২।

ফাযায়েলে আমল

আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুই আয়াত ও সূরা আল-কাহফ পাঠের ফযীলত

-মাহবূবুর রহমান মাদানী* (রাজশাহী)

১. আয়াতুল কুরসী পাঠের ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন তুমি রাতে বিছানায় যাবে, তখন তুমি আয়াতুল কুরসী পাঠ করো, তাহলে সর্বদা তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ হতে একজন পাহারাদার বা রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোনো শয়তান আসতে পারবে না’।[৮৮]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ.

আবূ উমামাহ আল-বাহিলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে মৃত্যু ব্যতীত কোনো কিছুই তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে থাকবে না’।[৮৯]

২. সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠের ফযীলত

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

আবূ মাসঊদ আল-বাদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তার জন্য এটা যথেষ্ট হবে’।[৯০]

শিক্ষা: সে রাতে সকল বিপদাপদ ও অনিষ্ট থেকে সে রক্ষা পাবে। অনুরূপভাবে সকালে পড়লে বিকাল পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে। এমনকি রাতের নফল ছালাতেরও ছওয়াব পাবে, যদি সে রাতে ছালাত পড়ার জন্য জাগতে না পারে।[৯১]

৩. সূরা আল-কাহফ এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করার ফযীলত

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

আবূদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহফের শুরুর দিকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জালের (ফেতনা) হতে নিরাপদ রাখা হবে’।[৯২]

৪. সূরা আল-কাহফ এর ফযীলত

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ‘যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা আল-কাহফ পড়বে তার জন্য দুই জুমআর মাঝে আলোকিত করা হবে’।[৯৩]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ.

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহফ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই পড়বে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন তার স্থান হতে মক্কা পর্যন্ত আলো হবে’।[৯৪]

শিক্ষা: উপরে উল্লিখিত ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো মুসলিমের জীবনে ওয়াযীফা হিসেবে তেলাওয়াত করা উচিত।

৮৭* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৮৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৩৭৫।

৮৯. নাসাঈ, হা/৯৭২।

৯০. ছহীহ বুখারী, হা/৪০০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৭; মিশকাত, হা/২০২৩।

৯১. ফাতহুল বারী, ৯/৫৬; আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব, পৃ. ২৪৯।

৯২. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৯; মিশকাত, হা/২১২৬।

৯৩. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৭৩৬; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৫৯৯৬; মিশকাত, হা/২১৭৫, হাসান।

৯৪. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬৫১।

www.al-itisam.com

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

আযান সংক্রান্ত সুন্নাত

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

আযানের সময়ে নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত বেশ কিছু সুন্নাত রয়েছে। এর মধ্যে কিছু সুন্নাত নিম্নরূপ:

১. মুয়াযযিনের অনুসরণ করা:

কেউ আযান শুনলে, মুয়াযযিন যা বলে তা বলা সুন্নাত। তবে মুয়াযযিন ‘হাইয়্যা আলাছ ছালাহ’ এবং ‘হাইয়্যা আলাল ফালাহ’ বললে, শ্রোতা ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ’ বলবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, ‘তোমরা যখন মুয়াযযিনকে আযান দিতে শোনো, তখন সে যা বলে, তোমরাও তাই বলো...’।[৯৫] উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘মুয়াযযিন যখন ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’ বলে, তখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার জবাবে বলে, ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’। যখন মুয়াযযিন বলে, ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, এর জবাবে সেও বলে, ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। অতঃপর মুয়াযযিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ’, এর জবাবে সে বলে, ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ’। অতঃপর মুয়াযযিন বলে, ‘হাইয়্যা আলাছ ছালাহ’, এর জবাবে সে বলে, ‘লা হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। অতঃপর মুয়াযযিন বলে, ‘হাইয়্যা আলাল ফালাহ’, এর জবাবে সে বলে, ‘লা হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। অতঃপর মুয়াযযিন বলে, ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’, এর জবাবে সে বলে, ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’। অতঃপর মুয়াযযিন বলে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, এর জবাবে সে বলে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। আযানের এ জবাব দেওয়ার কারণে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[৯৬]

ফজরের ছালাতের আযানে মুয়াযযিন যখন ‘আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম’ বলবে, শ্রোতাও তাই বলবে।

বি.দ্র. ফজরের ছালাতের আযানে ‘হাইয়্যা আলাল ফালাহ’ এর পর ‘আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম’ দুইবার বলা সুন্নাত।

২. আযানের দুই সাক্ষ্য বাক্যের পর দু‘আ পাঠ করা:

আযানে মুয়াযযিন যখন ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ’ বলে, তখন শ্রোতার জন্য নিম্নে বর্ণিত দু‘আ পাঠ করা সুন্নাত। সা‘দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘মুয়াযযিন যখন আযানে ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ’ বলা শেষ করবে, তখন যে ব্যক্তি এই দু‘আ পড়বে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا

অর্থ: ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে ও ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি; তাহলে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে’।[৯৭]

৩. আযান শেষে নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করা:

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা যখন মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বলো। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ করো। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে

৯৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪।
৯৬. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৫।
৯৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৬।

তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা প্রার্থনা করো। কেননা ওসীলা জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেওয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার) শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[৯৮]

৪. আযানের পর হাদীছে বর্ণিত দু'আ পাঠ করা:

জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে,

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমিই মালিক, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিন, যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন। কিয়ামতের দিন সে আমার শাফাআত লাভের অধিকারী হবে'।[৯৯]

৫. আযানের পরে দু'আ করা:

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মুয়াযযিনরা তো আমাদের উপর মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মুয়াযযিনরা যেরূপ বলে থাকে, তোমরাও সেরূপ বলবে। অতঃপর আযান শেষ হলে (আল্লাহর নিকট) চাও, তোমাকে দেওয়া হবে (তোমার দু'আ ক্ববুল হবে)'।[১০০] আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ আল্লাহ তাআলার নিকট হতে ফেরত দেওয়া হয় না' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন।[১০১]

৯৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪।
৯৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৬১৪।
১০০. আবূ দাঊদ, হা/৫২৪; ইবনু হাজার হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন, নাতায়েযুল আফকার, ১/৩৬৭; ইমাম আলবানীও 'হাসান' বলেছেন, ছহীহ আল-কালামুত তাইয়িব, পৃ. ৭৩।
১০১. নাসাঈ, হা/৯৮৯৫; ইবনু খুযায়মা হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন, ১/২২১, ৪২৫।

আল্লাহ তাআলার সাথে একজন মুসলিমের বাকি অংশ

আল্লাহ বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১)*।

১৩. নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ 'সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে' *(আল-বাকারা, ২/২৮১)*।

১৪. হৃদয়কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রেম ও শ্রদ্ধা থেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

১৫. যেসব জিনিসকে আল্লাহ মহিমান্বিত করেছেন, সেগুলোকে সম্মান করতে হবে। যেমন- কুরআন ও হাদীছ; পবিত্র স্থানসমূহ, যেমন- মক্কা, মদীনা, মসজিদসমূহ; যাদের আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন, যেমন- নবীগণ, আলেমগণ ও পিতামাতা। তবে এই সম্মান হতে হবে শরীআতের সীমার মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

১৬. ছোট ছোট গুনাহকেও হালকা মনে করা যাবে না, কারণ এগুলো বড় গুনাহের দিকে ধাবিত করে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাবেঈদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّها عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الموبِقاتِ 'তোমরা এমন কিছু কাজ কর, যেগুলো তোমাদের চোখে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম মনে হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক গুনাহ বলে মনে করতাম'।[৮৫]

যদি মর্যাদাপূর্ণ তাবেঈদের ক্ষেত্রেও এমন মন্তব্য করা হয়, তবে আজকের যুগে আমাদের অবস্থা কেমন হতো?

১৭. মন্দ কাজ ও বিদআতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা এগুলোকে ঘৃণা করেন।

১৮. আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে চিন্তা না করে, বরং তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, تفكَّروا في خَلْقِ اللهِ، ولا تفكَّروا في اللهِ 'তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করো, কিন্তু আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা করো না'।[৮৬]

৮৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯২।
৮৬. ছহীহুল জামে', হা/২৯৭৬।

চিন্তাধারা

বর্ষবরণ, মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বাঙালিয়ানা

-মুস্তফা মনজুর*

আমি বাংলা কিংবা বাঙালি সংস্কৃতির গবেষক নই। নিজ দেশ বা সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনও নই। কিন্তু ইদানীং যেভাবে ও যে আঙ্গিকে বাংলা নববর্ষ পালিত হচ্ছে, তাতে কিছু বিষয়ের হিসাব আমি এখনো মিলাতে পারিনি। আপনারা হয়তো বলতে পারবেন–

১. বাঙালি সংস্কৃতির ছাত্র-গবেষক সবাই দাবি করেন যে, আমাদের সংস্কৃতি হাজার বছরের পুরনো। কিন্তু-

ক. ১৩৭২ বঙ্গাব্দে (১৯৬৫ খ্রি.) ছায়ানট সর্বপ্রথম ‘এসো হে বৈশাখ এসো এসো’- এ গানের মাধ্যমে নতুনরূপে বর্ষবরণ শুরু করে।

খ. সর্বপ্রথম আনন্দ শোভাযাত্রার প্রবর্তন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে। পরে ১৯৯৬ সাল থেকে চারুকলার এই আনন্দ শোভাযাত্রা ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ হিসেবে নামকরণ করা হয়।

গ. ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

মন্তব্য: তাহলে কি ধরে নেওয়া যায়, বর্ষবরণের এই নতুন রূপ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা বাঙালি সংস্কৃতি নয়, অন্তত হাজার বছরের সংস্কৃতি তো নয়ই। নয়তো আমাদের সংস্কৃতিই হাজার বছরের পুরনো নয় অথবা আমরাই শুধু বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গের লোকজন বাঙালি নয়।

২. বর্ষবরণের অনুষঙ্গ হিসেবে এখন প্রচলিত হচ্ছে পান্তা-ইলিশ আর বৈশাখী পোশাক।

মন্তব্য: আসলেই কি পান্তা-ইলিশ আমাদের সংস্কৃতি? বিশ-ত্রিশ বছর আগেও ইলিশ স্থানীয় বাজারে দেখা যেত কালেভদ্রে [১৯৭২ সাল পর্যন্ত ইলিশ আহরণ প্রধানত পদ্মা, মেঘনা, করতোয়া, রূপসা, শিবসা, পায়রা ইত্যাদি নদীর উজানেই সীমাবদ্ধ ছিল (বাংলাপিডিয়া)]।

তাহলে ইলিশ সারা বাংলাদেশের সংস্কৃতি হয় কীভাবে? কেন পান্তা আর আলুভর্তা, মরিচভর্তা কিংবা অন্য কিছু নয়? আরো একটা বিষয় স্মর্তব্য যে, কমবেশি জানুয়ারি থেকে এপ্রিল হচ্ছে জাটকার সময়, দেশের আইনে যা ধরা নিষেধ। তাই বর্ষবরণে এই অনুষঙ্গ কতটুকু বাস্তবসম্মত?

এবার আসি পোশাকে। পুরুষের বেলায় পাঞ্জাবি-পায়জামা, আর নারীদের লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। অবশ্য উৎসব-পার্বণে পোশাক-পরিচ্ছদে নারীদের আগ্রহ বেশি। বাংলাদেশের কোথায় লাল পেড়ে সাদা শাড়ি প্রচলিত আমি জানি না, অন্তত আমি আমার এই জীবনে দেখিনি। শুধু বৈশাখ এলেই বর্ষবরণের নামে এটা পরা হয়, অথচ বিশ বছর আগেও এটা ছিল না।

৩. মঙ্গল শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে নানা মূর্তি, প্রতিকৃতি। যেমন- পাপেট, ঘোড়া, হাতি (১৯৮৯); বিশালকায় হাতি, বাঘের প্রতিকৃতির কারুকর্ম (১৯৯১); বিরাট আকারের কুমির (১৯৯২); বাঘ, হাতি, ময়ূর, ঘোড়া (১৯৯৩) ইত্যাদি। তাছাড়া আরও দেখা যায় কৃত্রিম ঢাক আর অসংখ্য মুখোশখচিত প্ল্যাকার্ডসহ রং-বেরঙের পোশাকে বিচিত্র সাজসজ্জা আর সাথে বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্য।

মন্তব্য: এর কোনটা বাংলাদেশের সাথে জড়িত? যদি একান্তই আমাদের দেশকে তুলে ধরতে হয়, তাহলে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, নিদেনপক্ষে মহিষ, ভেড়া ইত্যাদি কেন নয়? তাছাড়া দৈত্য-দানব, রাক্ষস ইত্যাদি কীরূপ বিজ্ঞানসম্মত চেতনা? এদের নিয়ে কীভাবে আনন্দ প্রকাশ করা যায় কিংবা মঙ্গল আহ্বান করা যায়? আমার তা বোধগম্য নয়।

পরিশেষে, বর্ষবরণের বিরোধিতা হুজুরগণ করবেন-ই তাতে আর বলার কী আছে? ইসলাম কী বলেছে তা আর এখানে নাই-বা বললাম। আসলে বলার কিছু নেইও, কেননা মূর্তি নিয়ে মিছিল, অশ্লীলতা আর পর্দাহীনতার বিধানে কোনো দ্বিমত কোনো আলেম-উলামা কোনোকালে করেননি।

কিন্তু যদি আসলেই আমরা বাঙালি সংস্কৃতিকে ভালোবাসি, তাহলেও চিন্তার বিষয় হলো আমরা যা করছি তা কি আমাদের সংস্কৃতি? এগুলো কি আমাদের কালচারকে প্রতিনিধিত্ব করে? নাকি গত দুই-তিন দশকে কতিপয় মুষ্টিমেয় সুশীলদের চাপিয়ে দেওয়া কিছু অনুষ্ঠানকে আমরা পালন করে নতুন করে বাঙালি সাজছি?

একটু নিজেকে প্রশ্ন করি, ত্রিশ বছর আগেও কি এ দেশে এমনটা ছিল? নাকি আরও অতীতে ছিল? আমার জানামতে, মেলা, নৌকাবাইচ, কুস্তি, যাত্রাপালা, হালখাতা ইত্যাদি ছিল নতুন বর্ষের অনুষঙ্গ। আজ হঠাৎ করে কীভাবে ও কেন আমাদের সংস্কৃতি পরিবর্তিত হলো? তাও শুধু ঢাকায়, তাহলে কি বলব, শুধু ঢাকাতেই বাঙালিদের বাস?

আমরা জনগণ, কিছুই জানি না। কিন্তু এটা জানি যে, বাঙালিদের হুজুগের ভালো সদ্ব্যবহারই হচ্ছে এসব কাজে। ত্রিশ বছরে যদি আমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পরিবর্তন হতে পারে, তাহলে আমরা আশাবাদী যে, সামনের ত্রিশ বছরে হয়তো আমরা সত্যিকারের ভালো কোনো অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করতে পারব। যাতে কল্যাণ হবে ধনী-গরীব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার। মুসলিমরাও সেদিন নিশ্চয়ই বিরোধিতা করবেন না। আমরা চাইলেই তা করতে পারি।

১০২* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.al-itisam.com

হেলথ কর্নার

হঠাৎ অসুস্থতা: কারণ, প্রতিকার ও সুস্থ জীবনের পথনির্দেশনা

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

মানুষ হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে চারপাশে আতঙ্ক ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। কোনো লক্ষণ ছাড়াই যখন একজন সুস্থ ব্যক্তি হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হন, তখন স্বজনেরা হতবাক হয়ে পড়েন। হঠাৎ রোগ যেমন হৃদরোগ, স্ট্রোক, অ্যাজমার অ্যাটাক, হঠাৎ জ্বর বা সংক্রমণ— এগুলো জীবনের গতিপথ এক মুহূর্তেই বদলে দিতে পারে। এসব রোগে মৃত্যুও হতে পারে, আবার সময়মতো চিকিৎসা ও সচেতনতা থাকলে প্রতিরোধও সম্ভব। এই প্রবন্ধে হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হবে এবং প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আলোচনা করা হবে।

হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সাধারণ কারণ:

১. জীবনযাত্রার অনিয়ম: আজকের ব্যস্ত জীবনে অনেকেই যথাযথ ঘুম, সুষম খাদ্য গ্রহণ ও সময়মতো বিশ্রামের অভাবে ভোগেন। অনিয়মিত জীবনধারা হঠাৎ রোগের প্রধান কারণ— রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অতিরিক্ত ক্যাফেইন বা ফাস্টফুড গ্রহণ, শরীরচর্চার অভাব।

২. অপ্রতিরোধ্য মানসিক চাপ ও উদ্বেগ: মন ও শরীর একে অপরের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। অতিরিক্ত মানসিক চাপ হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র ও হজম প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক সময় হঠাৎ মানসিক আঘাতে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে।

৩. আচমকা সংক্রমণ বা ভাইরাস আক্রমণ: জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস দ্বারা দ্রুত সংক্রমণ ঘটলে শরীর তা মোকাবিলা করতে না পেরে হঠাৎ জ্বর, ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্ট বা নিউমোনিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়।

৪. উপসর্গহীন দীর্ঘস্থায়ী রোগ: ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড সমস্যা বা হৃদরোগ অনেক সময় উপসর্গহীন থাকে। চিকিৎসা বা পরীক্ষা না করালে হঠাৎ একদিন মারাত্মক আকার ধারণ করে।

৫. দূষণ ও পরিবেশগত কারণ: বায়ু দূষণ, খাদ্যে ভেজাল, শব্দদূষণ এবং পানি দূষণ—এসব পরিবেশগত কারণে শরীরে বিষাক্ত উপাদান জমা হয়, যা হঠাৎ করে অসুস্থতার সৃষ্টি করে।

৬. ঋতুবদলের প্রভাব: গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা, বা শীত থেকে গ্রীষ্ম—ঋতু পরিবর্তনের সময় শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে সহজেই হঠাৎ রোগ দেখা দিতে পারে।

৭. দুর্ঘটনা ও আঘাত: সড়ক দুর্ঘটনা, পড়ে যাওয়া, মাথায় আঘাত ইত্যাদি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হঠাৎ করেই একজন ব্যক্তিকে গুরুতর অসুস্থ করে তুলতে পারে।

হঠাৎ রোগ প্রতিরোধে করণীয়:

১. সুস্থ জীবনযাপন: নির্ধারিত সময়ে ঘুম ও জাগরণ, প্রতিদিন ব্যায়াম বা হাঁটা, তাজা ও সুষম খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত পানি পান করা, ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন।

২. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা: অনেক রোগের উপসর্গ না থাকলেও, নির্দিষ্ট বয়সের পর নিয়মিত রক্তচাপ, রক্তের চিনি, কোলেস্টেরল, হার্ট ও কিডনির ফাংশন চেক করানো প্রয়োজন।

৩. স্ট্রেস ব্যবস্থাপনা: নিয়মিত ইবাদত, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও বিনোদন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যোগাযোগ বাড়ানো।

৪. পরিবেশগত স্বাস্থ্য সচেতনতা: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানি পান, রাস্তার খাবার এড়িয়ে চলা, পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন।

১০৩* চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

৫. টিকাদান ও চিকিৎসা পরামর্শ: নিয়মিত টিকাদান, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য অপরিহার্য। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।

হঠাৎ রোগ দেখা দিলে তাৎক্ষণিক করণীয়:

১. প্রাথমিক চিকিৎসা জ্ঞান রাখা: CPR বা কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন শেখা, রক্তপাত বন্ধ করা, জ্বর বা অজ্ঞান রোগীর প্রাথমিক পরিচর্যা।

২. চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ও হাসপাতালে নেওয়া: প্রয়োজনে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বা অ্যাম্বুলেন্স ডাকা জরুরী।

৩. পরিবারের সদস্যদের প্রস্তুতি: পরিবারের সকল সদস্যকে জানাতে হবে জরুরী চিকিৎসার কৌশল ও নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগের উপায়।

কিছু বিশেষ হঠাৎ রোগ ও করণীয়:

১. হার্ট অ্যাটাক: উপসর্গ— বুক ধড়ফড়ানি, ব্যথা, শ্বাসকষ্ট। করণীয়— রোগীকে শুয়ে রাখা, নড়াচড়া কমানো, দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া।

২. স্ট্রোক: উপসর্গ— মুখ বেঁকে যাওয়া, কথা আটকে যাওয়া, অঙ্গ অবশ হয়ে যাওয়া। করণীয়— দ্রুত চিকিৎসা ছাড়া কোনো সুযোগ নেই। 'গোল্ডেন আওয়ার' মিস হলে ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৩. হঠাৎ শ্বাসকষ্ট: করণীয়— ইনহেলার অথবা ঔষধ থাকলে ব্যবহার করা, না থাকলে দ্রুত হাসপাতালে যাওয়া।

৪. হঠাৎ জ্বর বা সংক্রমণ: করণীয়— বিশ্রাম, প্রচুর পানি পান, প্রয়োজনে ঔষধ ও পরীক্ষা করানো।

সচেতনতা ও প্রস্তুতি:

১. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা: স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করলেও সময় সময় শারীরিক পরীক্ষা করানো উচিত, যাতে অসুখ আগে থেকে ধরা পড়ে।

২. পরিবেশ সচেতনতা: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানি পান, রোগবাহী কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

৩. স্বাস্থ্যবিধি মানা: স্বাস্থ্যবিধি মানাও জরুরী। বিশেষ করে হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলা জরুরী।

পরিশেষে, বলতে চাই, হঠাৎ রোগ মানুষের জীবনকে নানাভাবে ব্যাহত করে। তবে সচেতনতা, জীবনযাত্রার নিয়ম-শৃঙ্খলা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মানসিক প্রশান্তি এই সমস্যা অনেকাংশে প্রতিরোধ করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে আত্মিক শান্তি ও দেহগত সুস্থতা দুটোই অর্জন করা সম্ভব। হঠাৎ রোগে আতঙ্কিত না হয়ে প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, সচেতনতাই সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি।



কবিতা

ঈমানের আলো

-মিহাদ হাসান
মেলান্দহ, জামালপুর।

ঈমান আমার কলবের আলো,
আঁধার জগৎ করে ভালো।
যার দিলেতে ঈমান জাগে,
সে তো চলে সরল পথে।
আল্লাহ এক, নেই কোন সাথি,
এই খুশিতেই শান্তি মাতি।
নবীর পথ সত্য পথ,
ঈমান নিয়ে করি মোরা অগ্রগতি রথ।
ছালাত ছিয়াম হজ্জ যাকাত,
ঈমানের নামে করি আত্মসাৎ।
দুনিয়ার মায়া ক্ষণিকের ধোঁকা,
ঈমান শিখায় আখেরাতে সুখের দেখা
পরীক্ষা আসে, আসে বিপদ,
ঈমান বলে, পিছপা করিও না মন।
জীবন যাবে মরবে দেহ,
ঈমান দেবে কবরে শান্তির গেহ।

অভাগিনির দুঃখ

-আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান
কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

বেরুলো কোন সে সাতসকালে
ফেরেনি এখনো আপন নীড়ে,
দুপুরের কাঠফাটা রোদে
চলছে সে কোন তেপান্তরে।
দু'মুঠো ভাত খেয়েছে কি তবে
নাকি আজো ক্ষুধার তপস্যা রবে,
দুদিন ধরে জুটেনি কিছু পাতে
তার মাঝে বেরিয়েছে বিহানে।
আসুদা হয়ে খেয়েছিলো যবে
তা আজো মনে করে বলে,
তার সেই পুরনো স্মৃতিচারণে
কপোল যে যায় আজো ভিজে।
কিন্তু এই অভাবের সংসারে
দুঃখ দহ ঘোচাবে কবে,
মধ্যাহ্ন পেরিয়ে, সায়াহ্ন ক্ষণে
অনতিদূর হতে, অচেনা সুর এসে লাগে কানে।
কাজ ফেলে, ফিরে দিকে পাছে
চেনা লোক অচেনা বেশে ফেরে,
যত আকুতি ছিল মনে
আলিঙ্গনে মিটিয়েছে সবে।
আঁখিজল বেয়ে বেয়ে
ফেলিয়েছি পদ তলে,
তথাপি এই সকরুণ অন্তরে
মিলিয়েছি অরুণের বরণে।

আমার দেশ

-শামসুন্নাহার সুমনা
শনির আখড়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

আমার দেশের মতন এমন
নেইতো কোনো দেশ,
দুচোখ মেলে যত দেখি
হয় না দেখার শেষ।
মাঠ ভরা তার নানান ফসল
নদী ভরা জল,
চৈত্ররোদে শুকায় সে জল
মাছ করে খলখল।
দিবস জুড়ে কৃষাণ বাবা
কাজ করে যায় মাঠে,
সন্ধ্যা হলে আসর জমে
পাড়া-গাঁয়ের হাটে।
রাখাল বালক বাজায় বাঁশি
বসে বটের ছায়,
ভাটির টানে পাল তুলে রোজ
মাঝিরা গান গায়।
আমার দেশের মতন এমন
নেইতো কোনো দেশ,
রূপের রানি সে যে আমার
সোনার বাংলাদেশ।

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

মহানবী ﷺ-এর ন্যায়পরায়ণতা অনুসরণ করব: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বিএনপি সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-এর 'ন্যায়পরায়ণতা'-এর আদর্শ অনুসরণ করবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, বিএনপির সংসদীয় দলের প্রথম সভাতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিএনপি থেকে নির্বাচিত কোনো এমপি সরকারি সুবিধা নিয়ে ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি আমদানি করবে না এবং প্লট সুবিধা নেবেন না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বলেছিলাম, রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে বিএনপি সরকার মহানবী ﷺ-এর 'ন্যায়পরায়ণতার' আদর্শ অনুসরণ করবে। আমি মনে করি, বিএনপির সংসদীয় দলের এইসব সিদ্ধান্ত 'ন্যায়পরায়ণতা'-এর আদর্শেরই প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম কার্যদিবসে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং বুধবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

২৬ দিনে দেশে ৯ বার ভূমিকম্প: বড় দুর্যোগের পূর্বাভাস

চলতি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাত্র ২৬ দিনে বাংলাদেশে অন্তত ৯ বার মৃদু ও মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ঘনঘন এই ভূকম্পন জনমনে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সর্বশেষ ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা ৪ মিনিটে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কম্পন অনুভূত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্ডিয়ান, ইউরেশীয় এবং বার্মিজ—এই তিনটি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়ায় এটি উচ্চ ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার সতর্ক করেছেন যে, এই ঘনঘন ছোট কম্পনগুলো বড় কোনো ভূমিকম্পের 'পূর্বলক্ষণ' বা 'ফোরশক' হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ভূ-অভ্যন্তরে সঞ্চিত শক্তি যেকোনো সময় ভয়াবহ দুর্যোগে রূপ নিতে পারে। তাই এখনই ভবন নির্মাণ বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ইসরাঈল-যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইরান যুদ্ধ

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ এবং আঞ্চলিক প্রভাব খর্ব করতে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈল যৌথভাবে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' ও 'লায়ন্স রোয়ার' শুরু করেছে। ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এবং মধ্যপ্রাচ্যে দেশটির ক্রমবর্ধমান সামরিক সক্ষমতাকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে এই দুই মিত্র দেশ। গত দুই দিনের হামলায় ইরানে ইমাম আয়াতুল্লাহ খামেনী-সহ অন্তত ৫৫৫ জন নিহত হয়েছে, যার মধ্যে সামরিক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বেসামরিক নাগরিকও রয়েছে। অন্যদিকে, ইরানের পাল্টা আক্রমণে ইসরাঈলে ১১ জন এবং কুয়েতে ৩ জন মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। মার্কিন ও ইসরাঈলি বিমান হামলায় ইরানের নাতাঞ্জ, ইসফাহান ও ফোরদোর পারমাণবিক স্থাপনা এবং অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ইসরাঈল, জিসিসিভুক্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কিছু বেসামরিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে তেহরানসহ ১০০টিরও বেশি শহরে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে।

মুসলিম বিশ্ব

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি: সোমালিয়ায় ৬৫ লক্ষ মানুষ তীব্র ক্ষুধার ঝুঁকিতে

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, দেশটির প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষ, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ—চরম খাদ্য অনিরাপত্তার মুখে রয়েছে। জাতিসংঘের সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা পর্যায় বিন্যাস (IPC) অনুযায়ী, আগামী মার্চের মধ্যে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, যার মধ্যে অন্তত ২০ লক্ষ মানুষ সরাসরি 'জরুরী' পর্যায়ের ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে। টানা খরা, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং দীর্ঘস্থায়ী অভ্যন্তরীণ সংঘাত এই সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষ করে ৫ বছরের কমবয়সি অন্তত ১৮ লক্ষ শিশু মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) এবং স্থানীয় প্রশাসন সতর্ক করেছে যে, আন্তর্জাতিক সহায়তা ও প্রয়োজনীয় অর্থায়ন দ্রুত না পৌঁছালে পরিস্থিতি ২০১২ বা ২০২২ সালের ভয়াবহ সংকটের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধ

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনা বর্তমানে 'উন্মুক্ত যুদ্ধে' রূপ নিয়েছে। পাকিস্তান অভিযোগ করেছে যে, আফগান তালেবান তাদের ভূখণ্ডে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (TTP)-এর মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীকে আশ্রয় দিচ্ছে, যারা পাকিস্তানে ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে। এছাড়া বিতর্কিত ডুরান্ড লাইন সীমান্ত সংঘাতের অন্যতম মূল কারণ। সাম্প্রতিক ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সংঘর্ষে পাকিস্তান দাবি করেছে তারা ২৭৪ থেকে ৩৩১ জন তালেবান যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে, আফগান তালেবান দাবি করেছে তাদের হামলায় ৫৫ জনের বেশি পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে। হামলায় বেশ কিছু বেসামরিক নাগরিকও হতাহত হয়েছেন। পাকিস্তান 'অপারেশন গযব লিল হক্ব' শুরু করে কাবুল ও কান্দাহারে বিমান হামলা চালিয়েছে।

গাযায় থার্মোবারিক বোমার ব্যবহার, মৃত্যুর পর 'বাষ্প' হয়ে গেছে ২৮৪২ জন

আল-জাজিরা আরবীর অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান দ্য রেস্ট অব দ্য স্টোরিতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গাযার সিভিল ডিফেন্স এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৮৪২ জন ফিলিস্তীনির নথি করেছে, যাদের 'সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত' বলে বিবেচনা করা হয়েছে। তাদের দেহর কোনো অস্তিত্বই আর পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে, তা শুধু রক্তের ছিটেফোঁটা বা মাংসের খুব ক্ষুদ্র অংশ। বিশেষজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ইসরাঈল আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ তাপভিত্তিক ও থার্মোবারিক (ভ্যাকুয়াম বা অ্যারোসল) বোমা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করছে, যেগুলো ৩ হাজার ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের (৬ হাজার ৩৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি তাপ উৎপন্ন করতে সক্ষম।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

প্রথমবারের মতো দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন: অন্ধত্ব জয়ে নতুন দিগন্ত

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বায়োটেক প্রতিষ্ঠান Science Corp দৃষ্টিশক্তি হারানো ব্যক্তিদের জন্য নতুন বায়োনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। Max Hodak–এর নেতৃত্বে তৈরি এ প্রযুক্তির নাম 'PRIMA'। এটি একটি ক্ষুদ্র ফটোভোলটাইক চিপ, যা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চোখের রেটিনার নিচে স্থাপন করা হয়। এই প্রযুক্তি মূলত Age-related macular degeneration (AMD)-এ আক্রান্ত রোগীদের জন্য তৈরি, যারা ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় দৃষ্টিশক্তি হারান। রোগীকে একটি বিশেষ চশমা পরতে হয়, যাতে ক্যামেরা ও ইনফ্রারেড প্রজেক্টর যুক্ত থাকে। চশমার ক্যামেরা বাইরের দৃশ্য ধারণ করে ইনফ্রারেড সংকেত আকারে চোখের ভেতরের চিপে পাঠায়। চিপ সেই সংকেতকে বৈদ্যুতিক পালসে রূপান্তর করে দৃষ্টিসংক্রান্ত স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। ফলে রোগী আবার দেখার অনুভূতি ফিরে পান।

সাম্প্রতিক ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় দেখা গেছে, চিপ স্থাপনের পর রোগীরা শুধু আলো অনুভবই করছেন না, বরং বড় অক্ষরের লেখা পড়া ও শব্দজট সমাধানের মতো কাজও করতে পারছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, রেটিনা ইমপ্লান্টের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ভবিষ্যতে প্রযুক্তিটির আরও উন্নয়ন হলে পুরোপুরি অন্ধ ব্যক্তিদের জীবনেও এটি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

দাওয়াত সংবাদ

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা : ব্যাচ নং- ১০

দ্বীন শিখতে আগ্রহী জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্য শায়খদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে দ্বীন শিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে ‘আদ-দাওয়া ইলাল্লহ’। গত ১লা রামাযান হতে ২০তম রামাযান পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু দ্বীনি ভাইয়েরা ‘আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহীতে একত্রিত হয়ে একটানা ‘২০ দিন মেয়াদী’ বাংলাদেশের বিদগ্ধ উলামায়ে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে হাতে-কলমে সঠিক দ্বীনের জ্ঞান, আক্বীদা-আমল, আদব-তারবিয়াত শিখেন। শবগুজারীর মাধ্যমে ইবাদতে অভ্যস্ত হন। নির্দিষ্ট সিলেবাস ও রুটিন মাফিক কোর্সটি বিনামূল্যে তারা গ্রহণ করেন। কোর্সে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ৭৫ জন দ্বীনী ভাই অংশগ্রহণ করেন। ‘নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর অধীন পরিচালিত ‘আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ’ এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর সহ-সেক্রেটারি ও মাসিক আল-ইতিছাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষক ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযাযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুল আহাদ স্যার, শহীদুল্লাহ কাসেমী মাদানী, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

উক্ত কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ছালাতের প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ, যা মাহবুবুর রহমান মাদানী প্রদান করেন। এই প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীগণ অতি স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করেন এবং উপকৃত হন। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং মেধাতালিকা তথা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়। সকল প্রশিক্ষণার্থী ও মেধাতালিকার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে কোর্সটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক উপস্থিত ছিলেন।

বারা ইবনে আযেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ব্যাচ নং- ২৭

‘আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ’-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ। আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে গত ৩১শে জানুয়ারি, ২০২৬ ইং শুরু হয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং পর্যন্ত ‘৬ দিনব্যাপী’ ২৭তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়েখ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, হাফেয শহীদুল ইসলাম, সায়্যিদ তাসনীম আল-আমান, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ২৬ জন মক্তব শিক্ষক। উল্লেখ্য যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী মক্তব শিক্ষাকে প্রসারিত করতে মক্তব-শিক্ষকের সম্পূর্ণ ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফায়েদা হলো—

১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, ২. মক্তব-শিক্ষার্থীর স্বল্প সময়ে কুরআন শেখানোর কৌশল রপ্ত করা, ৩. শিক্ষার্থীকে সহজে আদব-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা শেখানো, ৪. দেশে প্রচলিত জাল-বানোয়াট ও অর্থহীন ছড়া বা গল্পের পরিবর্তে সত্য ও শিক্ষামূলক ছড়া বা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের আন্দোলিত করা, ৫. রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-দের জীবনী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রণীত নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-দের জীবনীসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ ‘আদর্শ শিক্ষা’ বইটি পাঠ্যভুক্ত), ৬. শিক্ষকদের হাতের লেখা চর্চা করানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভুল লেখা হতে বিরত থাকে এবং ৭. শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু‘আ চর্চা করানো হয়, যাতে সোনামণিরা নিয়মিত দু‘আ চর্চায় অভ্যস্ত হয়।

জামি‘আহ সংবাদ

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ ইং-এর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল ও নামের তালিকা

আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর নারায়ণগঞ্জ শাখা: এই শাখা হতে মোট ১৭ জন শিক্ষার্থী বৃত্তিপাপ্ত হয়। নারায়ণগঞ্জ বালক শাখা হতে ১০ জন এবং বালিকা শাখা হতে ৭ জন। বালক শাখা হতে ট্যালেন্টপুলে ৩ জন— আদনান, আব্দুল্লাহ বিন লিটন ও আব্দুর রহমান। আর সাধারণ গ্রেডে ৭ জন— সাহিদুল ইসলাম, হাসান খান, জাহিদুল ইসলাম, তাসফিরুল মিয়া, ইমতিয়াজ আহমদ সাজিদ, নাঈম রহমান ও ইয়াহিয়া। আর বালিকা শাখা হতে ৭ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে ট্যালেন্টপুলে ২ জন— ইফফাৎ মাশফিয়া ও হাবিবা। আর সাধারণ গ্রেডে ৫ জন— লাবনী, নুসরাত জাহান, জন্নাতুল ফেরদাউস, নুসরাত জাহান তাবাসসুম ও তাহনিয়া জান্নাত।

সওয়াল-জওয়াব

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): আল্লাহ তাআলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। সময়ের ভিন্নতার কারণে পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও তো রাতের শেষ তৃতীয়াংশ থাকেই। তাহলে তিনি কি সবসময় প্রথম আসমানেই থাকেন নাকি আরশে থাকেন?

-হাসান
কুড়িগ্রাম।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিচু (দুনিয়ার) আকাশে অবতরণ করেন, এ বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীছ মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই অবতরণ তাঁর মহিমা ও জালালের উপযোগী। আমরা এর ধরন ও প্রকৃতি নির্ধারণ করতে বা কল্পনা করতে সক্ষম নই। এটি সৃষ্টির অবতরণের মতো নয়। যেমন- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া, যাতে তার উপর আরেকটি কিছু থাকে। বরং তিনি দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, অথচ তিনি তাঁর আরশের উপর আছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আছেন, তাঁর উপরে কিছুই নেই। এটি সৃষ্টির অবতরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বান্দার পক্ষে তা কল্পনা করা সম্ভব নয় এবং তার জন্য কল্পনা বা অনুমান করা বৈধও নয়। কারণ তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে কল্পনা ধারণ করতে পারে না এবং বোধশক্তি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারে না। যেমন- তিনি বলেন, ‘তারা তাঁকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করতে পারে না’ *(ত্বা-হা, ২০/১১০)*। তাঁর অবতরণের প্রকৃতি কেবল তিনি জানেন, যেমন কেবল তিনি তাঁর নিজস্ব সত্তার প্রকৃতি জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ *(আশ-শূরা, ৪২/১১)*। তিনি আরও বলেন, ‘তাই তোমরা আল্লাহর জন্য কোনো উদাহরণ স্থাপন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না’ *(আল-আনআম, ৬/১০০; আল-মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে বায, ৪/৪২০)*।

প্রশ্ন (২): ইয়াজূজ মাজূজ কারা? তাদের ব্যাপারে আমাদের আক্বীদা কী?

-আদিল আহনাফ
রাজশাহী।

উত্তর: নূহ আলাইহিস সালাম-এর চারজন পুত্র সন্তান ছিলেন। তারা হলেন কেনান, হাম, সাম ও ইয়াফেস। ইয়াফেসের বংশ থেকে এসেছে ইয়াজূজ-মাজূজ। যুলক্বারনাইন বাদশাহ একদা কোনো এক এলাকায় যান। ঐ এলাকার অধিবাসীরা তার কাছে অভিযোগ করে যে, আমাদের এলাকায় দুটি দল বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাই আমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করুন। ঐ দলদ্বয়কে প্রতিরোধকল্পে তখন তিনি গিরিপথের মাঝে সীসাঢালা প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দলই হলো ইয়াজূজ-মাজূজ। তারা কিয়ামতের প্রাক্কালে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সময় পৃথিবীতে উত্থিত হবে। বাদশাহ যুলক্বারনাইনের গড়া প্রাচীর ভেঙে তারা সেদিন বেরিয়ে আসবে এবং সামনে যা পাবে সব খেয়ে ফেলবে। তাদের সাথে কেউ লড়াই করতে পারবে না। এক সময় তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের এক পাহাড়ে গিয়ে বলবে, দুনিয়াতে যারা ছিল তাদের হত্যা করেছি। এখন আকাশে যারা আছে তাদের হত্যা করব। তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাদের তীরে রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাবেন। একদা ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের জন্য বদদু‘আ করবেন। এতে তারা সবাই মারা যাবে ও পঁচে দুর্গন্ধ হবে। আল্লাহ শকুন পাঠাবেন। লাশগুলোকে তারা নাহবাল নামক স্থানে নিয়ে নিক্ষেপ করবে *(আল-কাহফ, ১৮/৯৪-৯৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৭; ফাতহুল বারী, ১৩/১০৬-১১০)*।

প্রশ্ন (৩): প্রচলিত কোনো আহলেহাদীছ বা ইসলামী সংগঠনে যোগ দেওয়া যাবে কি? এমন সংগঠন না করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে- এমন কথা বলা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। তাঁর নিকট একমাত্র

গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম *(আলে ইমরান, ৩/১৯)*। তিনি ‘ইসলামের ব্যানারে’ সকল মুসলিমদের একতাবদ্ধ ও সুসংগঠিত হতে আদেশ করেছেন এবং দ্বীনের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ‘আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*। রাসূল ﷺ ফিতনা ও মতানৈক্যের সময় তাঁর সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ প্রদান করেছেন *(আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭)*। অতএব, কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে ছালিহীনের মানহাজ (পথ ও পদ্ধতি) এর ভিত্তিতে ‘ইসলামের ব্যানারে’ সংগঠিত ও একতাবদ্ধ হওয়া মুসলিমদের উপর ফরয আর এটিই জামাআতবদ্ধ জীবনযাপন। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে মসজিদের সাথে জামাআতবদ্ধ থাকা জামাআতবদ্ধ জীবন যাপনের সর্বনিম্ন স্তর। পাশাপাশি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতার আনুগত্যে থাকাও জামাআতবদ্ধ জীবন যাপন। সংগঠন জামাআতবদ্ধ জীবন যাপনের কোনো শারঈ ভিত্তি নয়। তবে দ্বীনের প্রচারে যেমন মাদরাসা, ফাউন্ডেশন, গবেষণা সংস্থা তৈরি হয়েছে, জালসা-সম্মেলন ইত্যাদি আয়োজন হয়ে থাকে; ঠিক তেমনি দ্বীনের প্রচারের একটি অসীলা হতে পারে সংগঠন। তবে সংগঠনের ভিত্তিতে অনেক সময় অলা-বারা তৈরি হয় যা হারাম। তথা শুধু সংগঠনের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব এবং সংগঠনের না হলে হিংসা-বিদ্বেষ বা বাধা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে হারাম। সারমর্ম হিসেবে বলা যায়, কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে সংগঠন করা যায়-

১. সংগঠনকে জামাআতবদ্ধ জীবন যাপনের মানদণ্ড মনে করা হবে না।

২. ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হবে ইসলাম, নির্দিষ্ট সংগঠন নয়।

৩. সংগঠনের নেতা বা আমীরকে রাষ্ট্রের আমীর মনে করা যাবে না এবং রাষ্ট্রনেতার মতো আনুগত্যের বায়আত করা যাবে না।

৪. সংগঠনকে শুধুমাত্র দাওয়াতী প্লাটফর্ম হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকটি বুঝার তাওফীক দান করুন- আমীন!

প্রশ্ন (৪): ফিক্বহী মাসআলায় মতভেদের কারণে কাউকে বিদআতী বা পথভ্রষ্ট বলার বিধান কী? কোনো ব্যক্তি এমন বললে তাকে কিছু বলা যাবে কি?

-মোস্তফা মনোয়ার
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর: ফিক্বহী মাসআলা অবশ্যই কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে হতে হবে। ইজতিহাদ হলেও তা কুরআন ও হাদীছকে সামনে রেখে স্বার্থহীনভাবে হতে হবে। এরপরও যদি কোনো ফাতওয়া শরীআতের দৃষ্টিতে বিদআত বলে গণ্য হয় এবং মানুষ তা নেকীর আশায় করে, তাহলে তাকে বিদআত বলতে হবে এবং যার মাধ্যমে ইজতিহাদ হয়েছে তার জন্য দু‘আ করতে হবে। আর সমাজকে সে আমল থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৫): নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে সর্বদা ঈমানের উপর অটুট থাকার জন্য কী কী করা উচিত?

-মাইন উদ্দিন রাশেদ
মনপাল, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর: মানবজাতির চির শত্রু শয়তানের ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে সর্বদা ঈমানের উপর অটুট থাকার অনেক করণীয় আমল রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় করণীয় নিম্নে তুলে ধরা হলো- (১) ইবাদত করতে হবে এমনভাবে যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান, তবে মনে করতে হবে তিনি আপনাকে দেখছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/৯)*। (২) অধিক পরিমাণে দু‘আ ও ইস্তিগফার করা (ছহীহ মুসলিম, হা/২০১৮)। (৩) উপকারী ইলম অন্বেষণ করা। কেননা তা সৎকর্মসমূহের দিকে পথনির্দেশ করে, যেগুলোর মাধ্যমে ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে *(ছহীহ মুসলিম, হা/৮১)*। (৪) বেশি বেশি সৎকর্ম করা *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬৯)*। (৫) নিয়মিত যিকির-আযকার করা, যেমন- সকালে ও সন্ধ্যার যিকির, ছালাতের পরে যিকির, ওযূর পর দু‘আ এবং বাড়িতে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু‘আ (আবূ দাঊদ, হা/৩৭৬৫)। (৬) মুত্তাক্বী ও ঈমানদার সঙ্গী নির্বাচন করা (তিরমিযী, হা/২১৬৫)।

প্রশ্ন (৬): কারো হক্ব নষ্ট করে ক্ষমা চাইতে না পারলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি?

-ইসমাইল
কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

উত্তর: বান্দার হক্ব দুই ধরনের হয়ে থাকে- ১. সম্পদ সংশ্লিষ্ট হক্ব ও ২. অন্যান্য হক্ব। সম্পদ সংশ্লিষ্ট হক্ব নষ্ট করলে হক্বদার ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি তার হক্ব ফেরত দেওয়া আবশ্যক। আর অন্যান্য হক্ব নষ্ট করলে হক্বদার ব্যক্তির ক্ষমা গ্রহণ করা আবশ্যক। হক্বদার ব্যক্তি ক্ষমা না করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না। রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলমের জন্য দায়ী থাকে, সে

যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দীনার বা দিরহাম থাকবে না। (সেদিন) যদি তার নেক আমল থাকে, তাহলে তা থেকে যুলম পরিমাণ নেক আমল নিয়ে নেওয়া হবে (তা হক্বদারকে প্রদান করা হবে)। আর যদি তার কোনো নেকী না থাকে, তাহলে তার প্রতিপক্ষের গুনাহসমূহ থেকে (যুলম পরিমাণ গুনাহ) নেওয়া হবে এবং তার আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হবে' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)*।

প্রশ্ন (৭): জনৈক ইমাম ছাহেব বলেছেন, তাবীয জায়েয; কিন্তু তামীমা জায়েয নয়। এখন প্রশ্ন হলো, তাবীয আর তামীমার মধ্যে পার্থক্য কী?

-কবিরুল ফরাজী
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: তামীমা ও তাবীযের লক্ষ্য একই অর্থাৎ বিপদ দূর করা বা উপকার আনা। তবে এগুলোর পদ্ধতি আলাদা। তামীমা বলা হয়, মানুষ, ঘরবাড়ি ও গাড়িতে চোখ লাগা, জিন ইত্যাদি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ঝুলিয়ে রাখা পুঁতি, হাড় বা নানা ধরনের বস্তু। তামীমা হারাম এবং তা বিশ্বাসের ধরন অনুযায়ী ছোট শিরক বা বড় শিরক হিসেবে গণ্য হয়। উক্ববা ইবনু আমির রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তামীমা ঝুলায়, সে শিরক করেছে' *(আহমাদ, হা/১৯৪০৪)*। আর তাবীয (تعويذة) হলো এমন কিছু যা মানুষ, পশু বা কোনো বস্তুর উপর বিপদ আসার আগেই তা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অথবা বিপদ ঘটার পর তা দূর করার জন্য পড়া হয়, ঝুলানো হয় কিংবা বেঁধে দেওয়া হয়। তাবীয দুই প্রকার- (১) শরীআতসম্মত তাবীয, যা আল্লাহ তাআলার কালাম (কুরআন) অথবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণিত দু'আ ও যিকির কিংবা ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম থেকে বর্ণিত এমন রুকইয়া, যাতে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় বা শরীআতবিরোধী কিছু নেই। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে তিনি নিজেই মুআওয়িযাত *(সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস)* পড়ে নিজের শরীরে ফুঁ দিতেন। কিন্তু যখন তাঁর অসুস্থতা তীব্র হয়ে যেত, তখন আমি তাঁর উপর তা পড়ে দিতাম এবং তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতাম, তাঁর হাতের বরকতের আশা করে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫০১৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৯২)*। এখানে শরীআতসম্মত তাবীয দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীআতসম্মত ঝাঁড়ফুক, ঝুলানো হয় বা বেঁধে রাখা হয় এমন তাবীয উদ্দেশ্য নয়। (২) শরীআতসম্মত নয়, তা হলো এমন সব তাবীয, যাতে কুফরী শব্দ অথবা অস্পষ্ট ও অর্থ বোধগম্য নয় এমন শব্দ, নাম ও সংকেত ব্যবহার করা হয়। এই প্রকারের তাবীয শিরক। আউফ ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের রুকইয়া আমার কাছে পেশ করো। যে রুকইয়াতে শিরক নেই, তাতে কোনো সমস্যা নেই' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২২০০)*।

প্রশ্ন (৮): স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি ছোট ছোট বিষয় নিয়েও মনোমালিন্য হয়, তাহলে তাবীয করা হয়েছে বা জাদু করা হয়েছে এমন মনে করা যাবে কি? এলাকার অনেকেই এরকম বলছে। এরকম মাঝে মাঝে হলে কী করব?

-আতিক মাওলা
দিনাজপুর।

উত্তর: স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অল্পস্বল্প মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ তাআলা দুজনকে ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ফলে স্বামীর স্বভাবজাত আচরণ আর স্ত্রীর স্বভাবজাত আচরণ ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং মনোমালিন্য হলেই সেটাকে তাবীয বা জাদুর প্রভাব মনে করা ভুল। এরকম কিছু হলে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। তবে যদি হঠাৎ করেই উল্লেখযোগ্য কারণ ব্যতীত উভয়ের কোনো একজন খুবই অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে, তাহলে এটাকে জাদুর প্রভাব মনে করার সুযোগ রয়েছে। কারণ জাদুর একটি বিশেষ ধরন রয়েছে যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখে *(আল-বাকারা, ২/১০২)*। এমন হলে নিজে নিজে (যদি জানা থাকে) অথবা বিশুদ্ধ আক্বীদার অনুসারী কোনো আলেমের মাধ্যমে সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, আয়াতুল কুরসী, শিফার আয়াতসমূহ, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে রুকইয়া (ঝাঁড়ফুক) করতে হবে। আল্লাহ শিফা দান করবেন, ইন-শা-আল্লাহ!

প্রশ্ন (৯): কোনো দুর্ঘটনায় বা হঠাৎ কেউ মারা গেলে অকালমৃত্যু বলা যাবে কি?

-পিয়াস মাহমুদ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর: ইসলামে অকালমৃত্যু বলে কিছু নেই। কেননা মানুষের জন্ম-মৃত্যু পূর্ব থেকেই নির্ধারিত এবং নির্ধারিত সময়েই সকলে মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় চলে আসে, তখন এক মুহূর্তও পেছাতে পারে না এবং আগাতেও পারে না' *(আন-নাহল, ১৬/৬১)*। কোনো বান্দা তার জন্য নির্ধারিত রিযিক ভক্ষণ না করে মৃত্যুবরণ করে না। রাসূল

ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কেননা কোনো ব্যক্তিই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও তার রিযিক প্রাপ্তিতে কিছু বিলম্ব হয়’ *(ইবনু মাজাহ, হা/২১৪৪)*।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১০): সহবাস করলে মহিলাদের গোসল ফরয হয়। কিন্তু সহবাস ছাড়া কেবল কোনো যন্ত্র বা কিছুর মাধ্যমে গোপনাঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তাতেও কি গোসল ফরয হয়?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
খুলনা।

উত্তর: কোনো নারী যদি লজ্জাস্থানে কিছু প্রবেশ করায় এবং এর ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহলে শুধু উত্তেজনা সৃষ্টির কারণে গোসল ফরয হবে না; বরং অর্গাজম (বীর্যপাত) হলে গোসল ফরয হবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১৩০)*। উল্লেখ্য, উক্ত কাজ হস্তমৈথুনের শামিল, যা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫; আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী, ৩/৩১৫; তাফসীরে কুরতুবী, ১২/১০৬)*।

প্রশ্ন (১১): ‘মেন্সট্রুয়াল কাপ’ ব্যবহার করা যাবে কি?

-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: বর্তমানে অধিকাংশ নারীরা মাসিক চলাকালীন সময়ে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করছে। ডাক্তারদের মত অনুযায়ী এই প্যাডের ব্যবহার নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। সুতরাং এই প্যাড ব্যবহার করা জায়েয *(আবূ দাঊদ, হা/২৮৭)*। স্যানিটারি প্যাডের ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মেন্সট্রুয়াল কাপ (সিলিকন বা বিশেষ রাবার দ্বারা তৈরি কাপ সদৃশ বস্তু, যা মাসিক চলাকালীন সময়ে ব্যবহার করা হয়) ব্যবহার করা জায়েয নয়। কারণ এই কাপ লজ্জাস্থানের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এতে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি কুমারী নারীদের কুমারিত্বের পর্দা বিদীর্ণ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

প্রশ্ন (১২): বয়স ১৩/১৪ বছর। দাঁড়ি উঠেনি। থুতনিতে একটা তিল আছে, সেখানে কিছু চুল হয়েছে, এগুলো কাটা হয়। এগুলো কাটলে কি পাপ হবে?

-মুসতাকিম
দিনাজপুর।

উত্তর: দাঁড়ি বের হওয়ার পূর্বে থুতনির তিলের চুল কাটলে অসুবিধা নেই। কিন্তু দাঁড়ি বের হওয়ার পর সেই চুল কাটা যাবে না। কেননা তা দাঁড়ির অন্তর্ভুক্ত হবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোঁচ ছাঁটা এবং দাড়ি বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৯)*।

ছালাত

প্রশ্ন (১৩): আমাদের এলাকায় আগে একটি ছোট পরিসরে মসজিদ ছিল, যেখানে সবাই ছালাত আদায় করত। পরবর্তীতে মুছল্লীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা হয়। নির্মাণের সময় মসজিদের পাশের দুটি কবর মসজিদের ভেতরের অংশে পড়ে যায়। এরপর গ্রামের লোকজন কবর দুটির অবশিষ্ট হাড়হাড্ডি সংগ্রহ করে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে। এই অবস্থায় উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা কি শরীআতসম্মত হবে?

-মো. রাছেল ইসলাম
শ্যামপুর, মেহেরপুর।

উত্তর: উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, মসজিদের পাশে কবর দেওয়ার নীতি পরিহার করা উচিত, কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু শয্যায় ইয়াহূদীদের প্রতি লা‘নত করেছেন তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার কারণে *(ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/৫২৯)*। অতঃপর মসজিদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কবর অপসারণ করার ক্ষেত্রে দুইটি বিষয়- প্রথমত, কবরটি যদি মসজিদের জায়গায় দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা অপসারণ করে মসজিদ সম্প্রসারণ করলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, ছালাত বিশুদ্ধ হবে। আর যদি কবরটি ব্যক্তিগত জায়গায় দেওয়া হয়, তাহলে মুসলিমের কবরকে সম্মান করা উচিত। তবে প্রয়োজনে (মুছল্লীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে) মাসজিদটি সম্প্রসারণ করার জন্য কবরকে অপসারণ করা হলে তাতে ছালাত বিশুদ্ধ হবে *(মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে বায, খণ্ড ১৩, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮)*।

প্রশ্ন (১৪): ছালাতে বা বাহিরে কুরআনের আয়াত পড়ে জবাব দেওয়ার বিধান আছে কি? যেমন- সাব্বিহিসমা... পড়ে সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা বলা ইত্যাদি। ছালাতে জবাব দিতে হলে ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই কি উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে? দলীলসহ জানাবেন।

-হানিফ বিন রমিজ উদ্দিন
চট্টগ্রাম।

উত্তর: ছালাতে তাসবীহ সংশ্লিষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করার পর 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলা, আল্লাহর কাছে চাওয়ার আয়াত তিলাওয়াত করার পর প্রার্থনাসূচক বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় সংশ্লিষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করার পর আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা সুন্নাত। রাসূল ﷺ এই বাক্যগুলো এমন আওয়াজে পাঠ করতেন যেন তাঁর পেছনে থাকা ছাহাবীগণ শুনতে পেতেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭২)*।

উক্ত বিধান ছালাতের ক্ষেত্রে ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদ (একাকী ছালাত আদায়কারী) সকলের জন্য প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে ছালাতের বাইরে তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতার জন্যও প্রযোজ্য *(নায়লুল আওতার, ২/২৬৬)*।

প্রশ্ন (১৫): কোনো ব্যক্তি বেশিরভাগ সময় সুন্নাত ছালাত আদায় করে না। সুন্নাত ছালাত না পড়লে কি পাপ হবে?

-মুসাফির তাসিন
ঢাকা।

উত্তর: সুন্নাত ছালাত আদায়ের ফযীলত অনেক। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সুন্নাত ও নফল ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হওয়া। উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'দিন ও রাতে যে ব্যক্তি মোট বারো রাকআত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করে তার বিনিময়ে জান্নাতে ঐ ব্যক্তির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। এ সুন্নাতগুলো হলো যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের (ফরযের) পর দুই রাকআত, এশার (ফরযের) পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৮; তিরমিযী, হা/৪১৪)*। আবার কিয়ামতের দিন ফরয ইবাদতের ঘাটতি হলে আল্লাহর হুকুমে নফল ইবাদতের নেকী দ্বারা তা পূর্ণ করা হবে *(আবূ দাঊদ, হা/৮৬৪; তিরমিযী, হা/৪১৩)*। তবে অবজ্ঞা না করে অলসতা বা কোনো কারণবশত সুন্নাত ছেড়ে দিলে সমস্যা নেই। আর কোনো ব্যক্তি নফল ছালাত ছাড়ার কারণে গুনাহগার হয় না। তবে অবশ্যই তিনি বড় ধরনের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রশ্ন (১৬): ছালাতের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া যাবে কি? যদি আযান দিয়ে ছালাত আদায় করি, তাহলে ছালাত কবুল হবে কি?

-আকিমুল ইসলাম,
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: আযান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো ওয়াক্ত প্রবেশ করা। ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে আযান দেওয়া জায়েয নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ওয়াক্তের আগে আযান দিবে, তাকে ওয়াক্ত প্রবেশের পর পুনরায় আযান দেওয়া আবশ্যক। যদি কেউ ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে আযানের মাধ্যমে ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বেই ছালাত আদায় করে নেয়, তাহলে তার ছালাত বিশুদ্ধ হবে না। পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। আর ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে আযানের মাধ্যমে ওয়াক্ত প্রবেশের পর ছালাত আদায় করে, তাহলে তার ছালাত বিশুদ্ধ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়সীমায় ফরয করা হয়েছে' *(আন-নিসা, ৪/১০৩)*।

প্রশ্ন (১৭): মসজিদে আলাদাভাবে নারীদের জন্য ছালাতের ব্যবস্থা করা যাবে কি? তাদের গেইট, ওযূখানা সহ সব কিছুই আলাদা হবে।

-মহীউদ্দীন।

উত্তর: বর্তমানে ফিতনার আশঙ্কা থাকায় আলাদাভাবে নারীদের ছালাতের ব্যবস্থা থাকাই উত্তম। হাসান বাছরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম ও তোমার মাঝে নদীর অন্তরাল থাকলেও ছালাত আদায় করতে অসুবিধা নেই। আবূ মিজলায রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি ইমামের তাকবীর শোনা যায়, তাহলে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে রাস্তা বা দেয়াল থাকলেও অনুসরণ করা যায় (ছহীহ বুখারী, 'ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে প্রাচীর বা অন্তরাল' অধ্যায়)। আরব বিশ্বে মসজিদে নারীদের জন্য পৃথকভাবে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থা না থাকার কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার মুসলিম নারীর ফরয ছালাত কাযা হচ্ছে। তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাচ্ছে, কিন্তু ছালাতের সময় ছালাত আদায় করতে পারছে না মসজিদে পৃথক ও নিরাপদ ব্যবস্থা না থাকার কারণে।

প্রশ্ন (১৮): আযানের পর মসজিদে আগত লোকদের মধ্যে কথাবার্তায় বাজারের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে করণীয় কী?

-তাহমিদ
আদমদীঘি, বগুড়া।

উত্তর: আযানের পর হোক বা অন্য যেকোনো সময় মসজিদের আদব রক্ষা করা আবশ্যক। মসজিদ আল্লাহর নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান। রাসূল ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর নিকট (পৃথিবীর) সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদসমূহ এবং আল্লাহর নিকট (পৃথিবীর) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজারসমূহ’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭১)। সুতরাং আল্লাহর প্রিয় স্থানে তাঁর অপ্রিয় স্থানের পরিস্থিতি তৈরি করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। অন্য হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন, إياكم وهيشات الأسواق ‘খবরদার! তোমরা (মসজিদে) বাজারের মতো শোরগোল, ঝগড়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকো’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩২)*। এছাড়াও মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষেধ। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দুজন ব্যক্তিকে বললেন, যদি তোমরা স্থানীয় হতে, তাহলে তোমাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূল ﷺ-এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ! *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৭০)*। আর এসময় বেশি বেশি দু‘আ করা উচিত। কেননা আযান ও ইকামতের মাঝে দু‘আ ফেরত দেওয়া হয় না *(আবূ দাঊদ, হা/৫২১)*। মসজিদে বাজারের মতো পরিবেশ দেখলে করণীয় হলো, উক্ত হাদীছগুলোর মাধ্যমে নছীহত করা, হুমকিধামকি বা চিল্লাচিল্লি না করা; অন্যথায় মসজিদের পরিবেশ আরও নষ্ট হবে। খতীব ছাহেবের উচিত জুমআর খুৎবায় এ বিষয়ে মুছল্লীদের সতর্ক করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ। ‘আপনি আহ্বান করুন আপনার রবের পথে, হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে...’ *(আন-নাহল, ১৬/১২৫)*।

যাকাত

প্রশ্ন (১৯): আমাদের মসজিদে ও আশেপাশের মসজিদগুলোতে উশরের ধান মসজিদে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং গ্রামবাসী সেই উশরের ধান মসজিদে দিয়ে আসে। এভাবে মসজিদে উশর দিলে তা আদায় হবে কি? অন্য কোথায় আমরা উশর দিতে পারি কি?

-আরিফ
ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: মসজিদ নির্মাণ বা মসজিদের কোনো কাজে উশর প্রদান করলে তা আদায় হবে না। কেননা উশর যাকাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যাকাত প্রদানের ৮টি খাত রয়েছে-

১. ফকীর।

২. মিসকীন।

৩. উশর আদায়ের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

৪. ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে অমুসলিমকে উশর প্রদান করা।

৫. দাসমুক্তির জন্য উশর প্রদান করা।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

৭. জিহাদী কাফেলা থেকে পথিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মুজাহিদ।

৮. মুসাফির *(আত-তাওবা, ৯/৬০)*।

এই ৮টি খাতের যেকোনো খাতে উশর প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, মাদরাসার ইয়াতীম বা গরীব ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট উশর প্রদান করা যায়। কারণ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিনিধি হয়ে থাকে। পাশাপাশি মসজিদে উশর বা ফিতরা একত্রিত করে যদি গ্রামের অসহায় গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তাহলে মসজিদে উশর-ফিতরা জমা করা যাবে।

পরকালীন জীবন

প্রশ্ন (২০): কবরের সওয়াল-জবাব কখন শুরু হয়? অনেক সময় দেখা যায়, কেউ বিদেশে মারা গেলে অথবা অন্য কোনো কারণে হাসপাতালে লাশ ফ্রিজিং করে রেখে দীর্ঘদিন পরে তার জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়। তাহলে তার কবরের সওয়াল-জবাব কি পরেই করা হবে?

-মিজানুর রহমান ভূইয়াঁ
ময়মনসিংহ সেনানিবাস।

উত্তর: মৃত ব্যক্তিকে তার সঙ্গীরা কবরে রেখে ফিরে যাওয়ার পর কবরের সওয়াল-জবাব শুরু হয়। এমনকি কাউকে কবরস্থ করতে বিলম্ব হলেও তাকে কবরস্থ করার পরেই সওয়াল-জবাব করা হয়। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা সেখান থেকে ফিরে যায়, এমনকি সে তাদের জুতার শব্দও শুনতে পায়; তখন তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসে। অতঃপর তারা তাকে বসায় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে...’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩৮; ছহীহ মুসলিম,*

www.al-itisam.com

হা/২৮৭০)। তবে যারা ডুবে বা পুড়ে মারা যায় এবং যাদেরকে হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলে, তাদের প্রত্যেকের সওয়াল-জবাব হয় এবং আমল অনুযায়ী আযাব বা নেয়ামত লাভ করে, সেই সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন *(ফাতাওয়া নূর আলাদ-দারব, ৪/৩০৪)*।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২১): ইসলামে কোন ধরনের খেলাধুলা শর্তহীনভাবে জায়েয?

-সাহেদ আব্দুল্লাহ
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর: ইসলামে এমন খেলাধুলা জায়েয, যা আল্লাহর পথে জিহাদে সহায়ক, তা হাত দ্বারা জিহাদ (যুদ্ধ) হোক কিংবা জিহাদ বিল-লিসান (জ্ঞান ও দাওয়াহ) হোক। যেমন- সাঁতার কাটা, তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ায় চড়া। আর এমন খেলাধুলাও এর অন্তর্ভুক্ত, যা শারঈ জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট উপকারী জ্ঞানসমূহের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। সালামা ইবনুল আকওয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদল আসলাম গোত্রের লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তারা তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতা করছিল। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হে বনী ইসমাঈল! তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। কেননা তোমাদের পিতা ছিলেন একজন তিরন্দাজ। তোমরা নিক্ষেপ করো, আমি অমুক দলের সঙ্গে আছি’। সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, তখন দুই দলের এক দল হাত গুটিয়ে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা তীর নিক্ষেপ করছ না কেন?’ তারা বলল, আপনি যেহেতু তাদের সঙ্গে আছেন, আমরা কীভাবে নিক্ষেপ করব? তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমরা নিক্ষেপ করো, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গেই আছি’ *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)*। উক্ববা ইবনু আমির রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা তীর নিক্ষেপ করো এবং অশ্বারোহণ করো। তবে তোমাদের তীর নিক্ষেপ করাই আমার কাছে অশ্বারোহণের চেয়ে অধিক প্রিয়’। আর তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মানুষ যে সব বিষয়ে বিনোদন করে, তার সবই অনর্থক; তবে ব্যতিক্রম হলো মানুষের নিজের ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপ করা, নিজের ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং নিজের পরিবারের সঙ্গে আনন্দ-কৌতুক করা। কারণ এগুলো সত্য ও ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত’ *(মুসনাদে দারেমী, হা/২৪৪৯)*।

প্রশ্ন (২২): কারো যদি পা কেটে ফেলতে হয় সেই পা কি জানাযা করে মাটি দিতে হবে? এবং এর পরিবর্তে কৃত্রিম পা লাগানো যাবে কি?

-এস. এম. শাহ আলম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: কেটে ফেলা অংশ মাটিতে পুতে দিবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সময় হদ্দ কার্যকর করার পর সেই কর্তিত অংশ কী করা হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৩)*। কেটে ফেলা পায়ের পরিবর্তে কৃত্রিম পা লাগানো যাবে। আরফাজাহ ইবনু আসআদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে ‘ইয়াওমুল কুলাব’ যুদ্ধের দিন আমার নাক কেটে গিয়েছিল। তখন আমি রূপা (রৌপ্য) দিয়ে একটি নাক তৈরি করে লাগিয়েছিলাম। পরে সেটি দুর্গন্ধ করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন যেন আমি সোনার তৈরি একটি নাক ব্যবহার করি *(আবূ দাঊদ, হা/৪২৩২; তিরমিযী, হা/১৭৭০)*।

প্রশ্ন (২৩): বাংলাদেশের কিছু কিছু হাজী বলে সঊদী আরবে সম্মিলিত মুনাজাত হয়। আবার কিছু কিছু হাজী বলে হয় না। আসলে সত্য কোনটা? এবং শরীআতে কখন সম্মিলিত মুনাজাত করা জায়েয?

-আব্দুল হাসিব
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: সঊদী আরবে সম্মিলিত মুনাজাত হয়- বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। কিছু জায়গায় সম্মিলিত মুনাজাত করা জায়েয। যেমন- ইসতিসকা ছালাতের দু‘আয় *(ছহীহ বুখারী, হা/১০২৯)*, কুনূতে নাযেলায় *(ছহীহ বুখারী, হা/৪০৯৪)*।

প্রশ্ন (২৪): আমরা দৈনিক ছালাত শেষ করে আমাদের মসজিদের ফ্যান চালু করে শুয়ে থাকি, এতে কি আমরা মসজিদের সম্পদ নষ্ট এবং খেয়ানত করছি? এভাবে শুয়ে থাকা যাবে কি?

-কবিরুল ফরাজী
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: মসজিদে শুয়ে থাকতে কোনো বাধা নেই *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪০৯)*। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া শুধু আরাম বা ব্যক্তিগত স্বার্থে মসজিদের ফ্যান, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা তাতে অপচয় হয় এবং আমানতের খেয়ানত হয়। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩১)*। আর

যদি দ্বীনের স্বার্থে, যেমন- জ্ঞান চর্চা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করার জন্য শুয়ে থাকলে, তাহলে তা অপচয় ও খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হবে না *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৫২)*।

প্রশ্ন (২৫): আমাদের এলাকায় জমির মালিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়ে বন্ধক গ্রহীতার কাছে জমি বন্ধক রাখে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সমস্ত টাকা ফেরত দিয়ে জমির মালিক তার জমি ফেরত নেয়। এভাবে বন্ধক বা কট শরীআতে কি জায়েয? বৈধ না হলে সঠিক পদ্ধতি জানাবেন।

-মো. রোকনুজ্জামান
পানানগর, দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর: উক্ত পদ্ধতিতে জমি বন্ধক রাখা এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। এটা স্পষ্ট সূদী ঋণের অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৮১৪; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৫৫৩৩)*। তবে এককালীন টাকার বিনিময়ে জমি চাষাবাদের জন্য দিতে পারেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৩২৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৪৭)*।

প্রশ্ন (২৬): আমি অনলাইনে Adobe Stock নামের একটি ওয়েবসাইটে গ্রাফিক্স ডিজাইন (যেমন- ইলাস্ট্রেশন, ব্যাকগ্রাউন্ড, আইকন ইত্যাদি) আপলোড করি। কেউ সেই ডিজাইন ডাউনলোড বা ব্যবহার করলে সেখান থেকে আমি কমিশনের মাধ্যমে ইনকাম পাই। প্রশ্ন হলো, এভাবে ইনকাম করা শরীআতসম্মত কি-না? যদি কোনো ডিজাইনে মানুষ, প্রাণী বা অন্য কোনো বিষয় থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা হবে কি?

-আল-আমিন
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: গ্রাফিক্স ডিজাইনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা সাধারণভাবে জায়েয। কিন্তু গ্রাফিক্সে মানুষসহ যেকোনো প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা বা ব্যবহার করা হারাম এবং এই কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করাও হারাম। রাসূল ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন (প্রাণীর) চিত্রাঙ্কনকারীদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০)*।

প্রশ্ন (২৭): আমি ২০ শতাংশ জমি ১,৫০,০০০ টাকা দিয়ে এগ্রিমেন্ট নিয়েছি এই শর্ত যে, প্রতি বছর উক্ত টাকা থেকে ৫০০ টাকা মাইনাস হবে। জমির মালিক আমাকে যখন টাকা ফেরত দিবে তখন প্রতি বছরের জন্য ৫০০ টাকা করে কম নিব। এখানে দোকান ভাড়ার মতো সিকিউরিটি বাবদ ১,৫০,০০০ টাকা আর প্রতি বছর ভাড়া বাবদ ৫০০ টাকা। তাহলে এটি কি সূদমুক্ত হবে?

-আবূ জোহা
বগুড়া।

উত্তর: প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতি সূদ থেকে বাঁচার হীলা বা অপকৌশল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জমির মালিকের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। সে ঋণদাতার কাছ থেকে উক্ত টাকা ঋণ নিয়েছে এবং ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি এড়াতে উক্ত জমি বন্ধক রেখেছে। ঋণের টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণদাতা এই জমি ব্যবহার করতে থাকবে, বাস্তবতা এটাই। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো, ঋণদাতা যদি ঋণের বিপরীতে কোনো সুবিধা গ্রহণ করে তাহলে তা সূদের আওতাভুক্ত *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৮১৪)*। প্রশ্নকারী জমি কট রাখার বিষয়টিকে দোকান ভাড়া নেওয়ার সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। অথচ বিষয় দুটি আলাদা। দোকান ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রথমে দোকানের মাসিক অথবা বাৎসরিক ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। এরপর দোকানের মালিক যামানত হিসেবে কিছু টাকা গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে সেই টাকা ফেরত দেয়। এই পদ্ধতির সঙ্গে জমি কট রাখার পদ্ধতির মিল নেই।

প্রশ্ন (২৮): মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরস্থানের কালেকশনের টাকা প্রয়োজনে ব্যক্তিগত কাজে কি ব্যবহার করা যাবে? পরে যখন টাকা লাগবে, তখন দিয়ে দিবে?

-ফাহাম আব্দুল্লাহ
জামালপুর।

উত্তর: মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরস্থানের টাকা নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তবে যদি উপায়হীন হয়ে ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে এর অবকাশ রয়েছে; কিন্তু এর হিসাব স্বচ্ছ রাখতে হবে এবং যখনই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে, তখন তা পরিশোধ করতে হবে। কারণ এটা আমানতের আওতাভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হক্বদারদের কাছে পৌঁছে দিতে' *(আন-নিসা, ৪/৫৮)*। সাধারণ মানুষও এ সম্পদ ব্যবহার করতে চাইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করবে এবং সময়মতো পরিশোধ করবে।

প্রশ্ন (২৯): নবী, ছাহাবী ও বড় বড় ইমামদের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে নাটকের মতো অভিনয় করে ধারাবাহিক সিরিজ তৈরি করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে তাদের জীবনী ও ইসলামের ইতিহাস জনগণ জানতে পারছে এবং অনেকেই অশ্লীল সিনেমা না দেখে এগুলো দেখছে। প্রশ্ন হলো, এগুলো তৈরি করা ও দেখা যাবে কি?

-মাজহারুল ইসলাম
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: নবী, ছাহাবী ও ইমামগণের জীবনী নিয়ে কোনো ধারাবাহিক সিরিজ বা সিনেমা ইত্যাদি নির্মাণ করা হারাম। কারণ-

১. দ্বীনী প্রয়োজন ব্যতীত প্রাণীর ভিডিও নির্মাণ করা হারাম *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০)*। এসব সিরিজ নির্মাণ দ্বীনী প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না।

২. অভিনয় মানেই মিথ্যা। ব্যক্তিগত মিথ্যার তুলনায় সম্মিলিতভাবে মিথ্যার আয়োজন করা আরও মারাত্মক পাপ *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৩৩)*।

৩. নবী ও ছাহাবীগণের জীবনী পড়ে আমাদের অন্তরে তাদের যে সুন্দর ও নির্মল অবয়ব ও চরিত্র গেঁথে আছে, তা বিকৃত হবে এসব সিরিজ দেখার পর। কারণ এসব সিরিজ দেখার পর যখনই কোনো নবী বা ছাহাবীর নাম উচ্চারিত হবে, তখনই মস্তিষ্কে ভেসে উঠবে সেই নবী বা ছাহাবীর চরিত্রে অভিনয় করা ব্যক্তির ছবি। এই ফাসেক অভিনেতা কি কোনো দিক থেকে সেই নবী বা ছাহাবীর সামান্য কাছাকাছি আসতে পারে?

৪. এসব সিরিজে নযিরবিহীন ইতিহাস বিকৃতি হয়। ফলে দর্শকদের উপকার তো দূরের কথা, বরং আদর্শিক বিচ্যুতির প্রবল আশঙ্কা থাকে।

৫. এসব সিরিজ অশ্লীল সিনেমার বিকল্প হলেও তা জায়েয হবে না। কারণ হারাম দিয়ে হারামকে প্রতিহত করা যায় না।

প্রশ্ন (৩০): কোনো ব্যক্তি যদি মহল্লায় কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির গোসল দেয় এবং এজন্য তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা দেওয়া হয়, তাহলে তা নেওয়া জায়েয হবে কি?

-আশরাফ আহমেদ
ঢাকা।

উত্তর: কোনো মুসলিমের মৃত্যু হলে তার পরিবার ও এলাকাবাসীর কর্তব্য হলো তার গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করা। তাই কেউ মারা গেলে জীবিতদের উচিত ছওয়াবের নিয়্যতে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গোসল দেওয়া। আবূ রাফে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে, তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করা হবে। যে ব্যক্তি কাফন পরাবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের রেশমী পোশাক পরাবেন। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য কবর খনন করবে এবং তাকে দাফন করবে, তাহলে সে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিদান পাবে এমন এক বাসস্থানের, যেখানে সে তাকে থাকতে দিয়েছে’ *(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/২২৮০)*। তবে মৃত ব্যক্তির পরিবার যদি কোনো শর্ত করা ছাড়াই কিছু দেয়, তাহলে প্রয়োজনে তা গ্রহণ করা যাবে। কারণ কাফন-দাফনের পর সম্পদ বণ্টন করা হবে।

প্রশ্ন (৩১): কোনো অনুষ্ঠানে হাততালি দিয়ে কাউকে উৎসাহ দেওয়া যাবে কি?

-উবাইদুল্লাহ
গাইবান্ধা।

উত্তর: হাততালি দেওয়া একটি জাহেলী প্রথা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কা‘বাগৃহে তাদের ছালাত বলতে ছিল শুধু শিস দেওয়া ও হাততালি দেওয়া’ *(আল-আনফাল, ৮/৩৫)*। সুতরাং শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং ইবাদতের বাইরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, খেলাধুলা কিংবা আনন্দদায়ক কোনোকিছু দেখে হাততালি দেওয়া জায়েয নয়। কারণ এতে জাহেলী যুগের মুশরিক ও বর্তমান যুগের অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়, যা বর্জন করা আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’ *(মুসনাদে আহমাদ, হা/৫১১৫; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্ন (৩২): AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মানুষ বা পশু-প্রাণীর ছবি বা ভিডিও তৈরি ও প্রচার করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ মাহমুদ
রাজশাহী।

উত্তর: AI (Artificial Intelligence) দিয়ে মানুষ বা পশু-প্রাণীর ছবি ও ভিডিও তৈরি করা এবং সেগুলো প্রচার করা জায়েয নয়। কেননা AI দিয়ে হুবহু মানুষ ও প্রাণীর মতো ছবি বা ভিডিও তৈরি করা হয়। ছবি অঙ্কনকারী যেমন ছবির বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করে তেমনি AI ব্যবহার করে বিভিন্ন নির্দেশনা (Prompt) দিয়ে ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী ছবি বা ভিডিও তৈরি করা হয় এবং AI এর ব্যবহারে ছবির বিকৃতি চলে আসে। আর ইসলামে মানুষ বা প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। রাসূল ﷺ বলেন, ‘কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি প্রদান করা হবে ছবি অঙ্কনকারীদের’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০)*। অন্য হাদীছে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোনো ছবি অঙ্কন করবে তাকে কিয়ামতের দিন তার রূহ দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করা হবে’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/২১১০)*।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৩): মাথায় নকল চুল পরা কি হারাম? এগুলো তৈরি করে এমন কোম্পানিতে চাকরি করা যাবে কি?

-আক্তারুল
নীলফামারী।

উত্তর: কৃত্রিম নকল চুল মাথায় পরা হারাম, তা ইয়াহূদীদের কাজ এবং প্রতারণার মাধ্যম। মুআবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে মানুষদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন। তখন তিনি তাঁর এক পাহারাদারের হাতে থাকা চুলের একটি গুচ্ছ তুলে নিলেন এবং বললেন, ‘হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমরা কোথায়?’ আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, ‘বনূ ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন তাদের নারীরা এ কাজটি গ্রহণ করেছিল (কৃত্রিম চুল/চুল সংযোজনের প্রথা গ্রহণ করেছিল)’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৭)*। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আনছারদের এক তরুণী বিয়ে করেছিল। পরে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, ফলে তার চুল ঝরে যায়। তখন তারা তার চুল সংযোজন করতে চাইল। তারা এ বিষয়ে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ‘আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন চুল সংযোজনকারী নারীকে এবং যে নারী চুল সংযোজন করায়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৩)*। সুতরাং এগুলো তৈরি করে এমন কোম্পানিতে চাকরি করা যাবে না। কেননা তা অভিশাপ পাওয়ার মাধ্যম।

প্রশ্ন (৩৪): মাঠ, খাল-বিল বা চরাঞ্চল থেকে বক বা বিভিন্ন পাখি ধরাতে ইসলামে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি? এসব জায়গায় যে পাখিগুলো পাওয়া যায় তার গোশত খাওয়া হালাল হবে কি?

-ফরিদুল ইসলাম
চাঁদপুর।

উত্তর: মাঠ, খাল-বিল অথবা চরাঞ্চল থেকে যেসব শিকারী পাখি থাবা বা নখ দিয়ে শিকার করে না এমন পাখি শিকার করতে এবং তার গোশত খেতে ইসলামী শরীআতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু এবং ধারালো নখ বিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৪)*।

প্রশ্ন (৩৫): আমি দেশের প্রথম সারির একটা কোম্পানিতে কাজ করি। আমাদের কোম্পানির পেনশন স্কিম টাইপ একটা ফান্ড আছে। এই ফান্ডে একজন কর্মচারী যা টাকা জমায় যখন সে চাকরি ছেড়ে চলে যায়, তখন সেই টাকার দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা তাকে ফেরত দেওয়া হয়। যেমন- আমি যদি ১০০ টাকা জমায়, তবে কোম্পানি সেটার সাথে আরও ১০০ টাকা যোগ করে আমাকে ২০০ টাকা দিবে। এভাবে কোম্পানি যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিচ্ছে তা গ্রহণ করা হালাল হবে কি? এটা কি সূদের মতো হচ্ছে না?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: দ্বিগুণ টাকা যদি সূদহারে বেড়ে হয়, তাহলে তা অবশ্যই হারাম *(আল-বাকারা, ২/২৭৫)*। আর যদি কোম্পানির পক্ষ থেকে সরাসরি সূদ হিসাব না করেই দেওয়া হয়, তাহলে তা জায়েয। তা কোম্পানির পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে গণ্য হবে *(ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫)*।

প্রশ্ন (৩৬): অনেক সময় গুলি করে শিকার করা হয়। সেক্ষেত্রে পশুপাখি শিকার করার সময় যদি যবেহ করার আগেই সেটি মারা যায়, তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে কি নাকি মাটিতে পুঁতে দিতে হবে?

-আল-আমিন
শেরপুর।

উত্তর: শিকারের সময় যদি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে গুলি বা তির ছোড়া হয় এবং এর দ্বারা পশুর রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহলে তা খাওয়া হালাল। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে নয়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৫০৩)*।

প্রশ্ন (৩৭): কোনো এমন জিনিস যা হারাম কাজ করার সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করা হয়, এমন জিনিস কি হারাম বলে গণ্য হবে না? যেমন- মোবাইল ও টিভিতে অশ্লীল ভিডিও দেখা হয়, তাহলে কি মোবাইল ও টিভি হারাম হবে না?

-হাসিনুর রহমান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর: যে জিনিস সত্তাগতভাবে নিজে হারাম নয়, কিন্তু হালাল ও হারাম উভয় কাজের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সে জিনিস নিজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হারাম নয়। যেমন- ছুরি মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, আবার হত্যার মতো বড়

অপরাধ করাও যায়। তাই মোবাইল ব্যবহার করা হারাম নয়, বরং এর দ্বারা অশ্লীল কিছু দেখা হারাম। কেননা এটি প্রয়োজনীয় যোগাযোগ, কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীনী আলোচনা শোনার মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সেটি ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কেউ যদি তা হারাম কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তাহলে তার জন্য ব্যবহার করা হারাম *(ছহীহ বুখারী, হা/১)*।

পারিবারিক বিধান

প্রশ্ন (৩৮): মোহর দেওয়া আল্লাহর বিধান। কিন্তু আমাদের সমাজে ১০ লক্ষ টাকা কাবিন দিতে হয়, ১০ লক্ষ টাকা কাবিন না দিলে মেয়ে বিবাহ দিবে না। এখন মোহরানা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তার করণীয় কী? ১০ লক্ষ টাকার কাবিননামা করে বিবাহ পড়ানোর সময় আলাদা কম মোহরের কথা বলা যাবে?

-মোহাম্মদ সাদেক
কক্সবাজার।

উত্তর: প্রতিটি নারী ও তার অভিভাবকের উচিত বিবাহে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এমন পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা, যা সামর্থ্যের মধ্যে এবং হালকা হবে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরকতময় সে নারী, যার ব্যয়ভার (মোহর ও বিবাহের খরচ) সবচেয়ে সহজ' *(আহমাদ, হা/২৫১১৯; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, হা/৯২২৯)*। উক্বা ইবনু আমির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মোহরের মধ্যে সর্বোত্তম হলো যা সবচেয়ে সহজ' *(আবূ দাঊদ, হা/২১১৭)*। বিবাহের মোহর সামর্থ্যের বাইরে নির্ধারণ করলে ফিতনা সৃষ্টি হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যখন তোমাদের কাছে এমন কেউ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট; তবে তার সঙ্গে বিবাহ দাও। যদি তা না করো, তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি হবে' *(তিরমিযী, হা/১০৪৮)*। বিবাহ করতে সামর্থ্যহীন ব্যক্তি সংযম অবলম্বন করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে' *(আন-নূর, ২৪/৩৩)*। বিবাহে যা মোহর নির্ধারণ করা হবে তাই প্রদান করতে হবে। কাবিননামায় এক মোহর আর বিবাহের সময় আলাদা মোহর নির্ধারণ করা যাবে না। কেননা তা প্রতারণার শামিল। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)*।

প্রশ্ন (৩৯): দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন। সরকার যদি এমন আইন করে, তাহলে জনগণের করণীয় কী?

-ফিরোজ কবীর
নওগাঁ।

উত্তর: ক. ইসলামী শরীআতে দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন নেই *(আন-নিসা, ৪/৩)*। খ. সরকারের এমন আইন করা উচিত নয়, যা ইসলামী শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। আল্লাহ তাআলা স্বামীকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা খর্ব করা সরকারের উচিত নয়। এরপরেও যদি সরকার আইন করে যে, দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন, তাহলে তা মানা জরুরী নয়। কারণ সরকারি আইন শরীআত বিরোধী হলে তা মানা জরুরী নয় *(ছহীহ বুখারী, হা/২৯৫৫)*।

প্রশ্ন (৪০): বিভিন্ন Online Media তথা WhatsApp, Imo, Messenger ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করা যাবে কি? (বর এবং কনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করবে) যদি কেউ এই প্রক্রিয়ায় বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলে সেক্ষেত্রে কি তাদের বিয়ে বিশুদ্ধ গণ্য হবে নাকি বাতিল হবে?

-নুরুজ্জামান
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।

উত্তর: মেয়ের বাবা ও দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল সম্পন্ন হলে, সাক্ষীদ্বয় ইজাব-কবুল সরাসরি শুনলে এবং কোনো প্রকার প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া হলে ভিডিও কলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে, বর কনে আলাদা জায়গায় থাকলেও *(আবূ দাঊদ, হা/২০৮৫; তিরমিযী, হা/১১০১)*। তবে হ্যাকিং, ভয়েস চেঞ্জ বা এডিটিং এর মাধ্যমে কোনো ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া হলে বিবাহ বাতিল হবে।

প্রশ্ন (৪১): সৎ ছেলে হিসেবে সৎ মায়ের প্রতি কোনো দায়িত্ব কর্তব্য আছে কি?

-বদিউল ইসলাম
ঢাকা।

www.al-itisam.com

উত্তর: হ্যাঁ, সৎ মায়ের প্রতি সৎ ছেলের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। যেমন- তার সাথে সদাচরণ করা, তার খোঁজ-খবর নেওয়া। আর তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারলে তো বড় ইহসান হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে পাক্কা ওয়াদা নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে' *(আল-বাকারা, ২/৮৩)*। আপন মা, সৎ মা হলো পিতার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভালো ব্যবহার প্রসঙ্গে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবূ উসাইয়্যিদ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করে বনূ সালামা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আসলেন। এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পর কোনো ভালো আচরণ বাকি থাকে কি, যার দ্বারা আমি তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে পারব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আছে! তুমি তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য ক্ষমা চাইবে, তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে, তাদের সূত্র ধরে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, তাদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান করবে' *(আবূ দাঊদ, হা/৫১৪২; মিশকাত, হা/৪৯৩৬)*।

উত্তরাধিকার বিধান

প্রশ্ন (৪২): জমি ভাগের সময় আমার বাবা আমাকে ১৫ কাঠা জমি সবার সম্মতিক্রমে বেশি দিয়েছেন এবং বোনদের ১০ কাঠা করে জমি দেওয়া হয়েছে, যদিও তারা বেশি পাবে। তখন তারা মেনে নিয়েছিল, কিন্তু অনেক বছর পরে এখন তারা মানছে না। জমি ভাগভাগি হয়ে গেছে। বাবা-মা এখনো বেঁচে আছে। এখন করণীয় কী?

-আজাদুল বারী
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তার সন্তানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ যদি সে তার সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, তাহলে সে নিজেই তাদের কাছে প্রয়োজনগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। তখন তারা হয়তো তার প্রতি কর্তব্য পালন করবে না। তারা অর্থ খরচ করে ফেলতে পারে এবং তা নষ্টও করতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের উচিত তার সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহী না হওয়া এবং তাড়াহুড়া না করা; যদিও সে তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে, এমনকি যদি সে মনে করে যে তারা তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। তবে কেউ যদি তার জীবিত অবস্থায় সন্তানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দিতে চাই, তাহলে সে যেন অংশহারে বণ্টন করে। আর অংশহারে বণ্টন করা না হলে সম্পদগুলো সন্তানদের থেকে ফিরিয়ে নিবেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩)*।

প্রশ্ন (৪৩): একজন মৃত মহিলার একটি মেয়ে আছে। তার কোনো ছেলে নেই। মহিলার ভাইও মৃত। ভাইয়ের ছেলেরা মনে করছে, যেহেতু তার বাবার বোনের ছেলে নেই, তাই তার বাবা বোনের সম্পত্তি পাবে এবং তারা দাবি করছে। তারা কি সম্পদ পাবে? পেলে কতটুকু পাবে?

-মো. বিল্লাল হোসেন
দেবিদার, কুমিল্লা।

উত্তর: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী মৃত নারীর ভাইয়ের ছেলেরা অংশীদার হবে, যদি আর কোনো ওয়ারিছ না থাকে। এক্ষেত্রে মৃত নারীর মেয়ে পাবে (মৃত ব্যক্তির ঋণ এবং ওছিয়ত আদায় করার পর অবশিষ্ট) সম্পত্তির অর্ধেক। আর বাকি অর্ধেক পাবে তার ভাইয়ের ছেলেরা *(আন-নিসা, ৪/১১)*।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৪): জনৈক আলেম সূরা নিসার ১১৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'খাসি করা পশুর মাংস খাওয়া হারাম এবং খাসি করা প্রাণী দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়'। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ
দেলবাড়ি, গোবরাতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর: খাসি করা পশুর গোশত খাওয়া হালাল এবং খাসি করা প্রাণী দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরবানী করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দুটি বড়, মোটা-তাজা, শিংওয়ালা, সাদা-কালো বর্ণের, খাসি করা ভেড়া ক্রয় করতেন। এরপর তিনি একটিকে যবেহ করতেন তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে, যারা আল্লাহর তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাঁর কাছে রিসালাত

পৌঁছানোর সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের জন্য এবং অন্যটিকে যবেহ করতেন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে *(ইবনু মাজাহ, হা/৩১২২)*। আর সূরা নিসার উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ‘আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের খাসি করা, পশুর খাসি নয়। বরং পশুর খাসি করা হলে গোশত আরও সুস্বাদু হয় *(তাফসীরে বাগাবী, ১/৭০৩)*।

প্রশ্ন (৪৫): এক বক্তা বলেছেন, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত ছালাত ছেড়ে দেয়, তবে তাকে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর জাহান্নামে থাকতে হবে। এমন কোনো কথা কুরআন-হাদীছ দ্বারা কি প্রমাণিত?

-মো. শিহাবুদ্দীন
মালোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর: উক্ত কথাটি ভিত্তিহীন। তবে একথা প্রমাণিত যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দেওয়া কুফরী এবং এর পরিণতি জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ‘(জাহান্নামীরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে) কোন কাজ তোমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাল? তারা জবাবে বলবে, আমরা ছালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না’ *(আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/৪২-৪৩)*। রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে) ছালাত ত্যাগ করল সে কুফরী করল’ *(তিরমিযী, হা/২৬২১)*।

প্রশ্ন (৪৬): ‘যারা শিশু অবস্থায় মারা যাবে তারা জান্নাতে শিশু অবস্থায় থাকবে এবং জান্নাতীদের খাদেম হিসেবে নিযুক্ত থাকবে’। এই হাদীছের সত্যতা আছে কি?

মো. তানভীর হাসান রায়হান
অক্সিজেন মোড়, চট্টগ্রাম।

উত্তর: শিশু অবস্থায় মারা গেলে সে শিশু জান্নাতে গিয়ে জান্নাতীদের খাদেম হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ ইমাম তাবারানী রহিমাহুল্লাহ তার আল-মু‘জামুল আওসাত্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন *(আল-মু‘জামুল আওসাত্ব, হা/৫৯৫৭)*। কিন্তু এই হাদীছের সনদগুলো যঈফ *(হাদিল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম, ১/২১৫)*। সঠিক কথা হলো মৃত ব্যক্তি ছোট হোক বা বড়, জান্নাতে সে ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর বয়সের হবে *(তিরমিযী, হা/২৫৬২; হাদিল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম, ১/২১৫)*।

প্রশ্ন (৪৭): বিসমিল্লাহ পাঠের ফযীলতের ব্যাপারে কোনো ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-লুতফাতুল ইসলাম নোবেল
বাইশগাঁও, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর: একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা বিসমিল্লাহ পাঠের ফযীলত প্রমাণিত। নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হলো- ১. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ‘শৌচালয়ে প্রবেশের সময় যদি কেউ বিসমিল্লাহ পাঠ করে, তাহলে তার লজ্জাস্থান এবং জিনের (শয়তান) চোখের মাঝে পর্দা দিয়ে দেওয়া হয়’ *(তিরমিযী, হা/৬০৬; ইরওয়াউল গলীল, ১/৮৯)*। ২. আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ‘সেই ব্যক্তির ওযূ হবে না, যে ওযূতে আল্লাহর নাম নেয়নি (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলেনি)’ *(আবূ দাঊদ, হা/১০১)*। ৩. রাসূল ﷺ বলেন, ‘(যে প্রাণীকে যবেহ করা হয়েছে এমন বস্তু দ্বারা) যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যবেহের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয়েছে) এমন প্রাণীকে তোমরা খাও...’ *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৮৮)*। ৪. রাসূল ﷺ বলেন, ‘হে বালক! বিসমিল্লাহ বলো, ডান হাত দিয়ে খাও...’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৭৬)*। ৫. রাসূল ﷺ বলেন, ‘যদি কেউ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার সময় বলে, বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়ত্ব-না ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্ব-না মা রযাক্বতানা’ (আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং শয়তানকে দূরে রাখুন সেই রিযিক থেকে যা আপনি আমাদের দিবেন)। অতঃপর তাদের সন্তান হয়, তাহলে শয়তান কখনো এই সন্তানের ক্ষতি করতে পারবে না’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫১৬৫)*।

নারী বিষয়ক

প্রশ্ন (৪৮): অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে বা যেকোনো দাবি আদায়ের জন্য নারীরা রাস্তায় নেমে কোনো আন্দোলন বা বিক্ষোভ করতে পারবে কি? রাষ্ট্র যদি ইনছাফ না করে সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? নারীরা সেখানে কী ভূমিকা রাখতে পারে?

-কাজী শাকিব
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর: অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে বা কোনো দাবি আদায়ের জন্য নারীদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন বা বিক্ষোভ করা হারাম। কেননা রাস্তাভিত্তিক আন্দোলনে সাধারণত নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা, পর্দা লঙ্ঘন, শ্লোগান, চিৎকার, বিশৃঙ্খলা, কখনো সহিংসতা, সময়ের অপচয় ও ফিতনার আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)*। রাষ্ট্রের উচিত সর্বস্তরে

ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা *(আন-নাহল, ১৬/৯০; আল-মায়েদা, ৫/৮; আন-নিসা, ৪/৫৮)*। কেননা আল্লাহ তাআলা ইনছাফভিত্তিক রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখেন *(মাজমূ‘ আল-ফাতাওয়া, ২৮/১৪৬)*। বর্তমানে রাষ্ট্র ইনছাফ না করলে করণীয় হচ্ছে আদালত, লিখিত আবেদন, প্রতিনিধিত্বমূলক ডেলিগেশন, গণমাধ্যমে শালীনভাবে বিষয় তুলে ধরা, আলেমদের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সর্বোত্তম জিহাদ হলো যালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪৩৪৪; তিরমিযী, হা/২১৭৪)*। বাড়িতে থেকে ও নিরাপদ পরিসরে নারীরা যেসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তা হলো- (১) দু‘আ করা *(গাফির, ৪০/৬০; ছহীহ বুখারী, হা/১৪৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯)*। (২) লেখালেখি করা *(আবূ দাঊদ, হা/৪৩৪৪; তিরমিযী, হা/২১৭৪)*। (৩) শিক্ষামূলক সচেতনতা *(ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩২)*। (৪) স্বামী/পরিবারকে ন্যায়ের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করা *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)* ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৪৯): মেয়েরা কি শিক্ষাসফর অর্থাৎ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আয়োজন করা ট্যুরে যেতে পারবে?

-শাকিরা তাহসান
ঢাকা।

উত্তর: প্রথমত, স্বামী বা মাহরাম ছাড়া কোনো মুসলিম নারীর সফর করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, এমন নারীর পক্ষে পিতা, সন্তান, স্বামী, ভাই কিংবা মাহরামের সঙ্গ ছাড়া একাকী তিনদিনের দূরত্বে সফর করা বৈধ নয়’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪০; তিরমিযী, হা/১১৬৯)*। দ্বিতীয়ত, এ সমস্ত ভ্রমণে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ইসলাম বহির্ভূত বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রমসহ শুধুমাত্র আনন্দ-উল্লাস করা হয়। এ জন্য এমন ভ্রমণে কোনো মেয়ের অংশগ্রহণ করা যাবে না। সর্বোপরি এর মাধ্যমে অন্যায় ও পাপ কাজে সহযোগিতা করা হয়, যা ইসলামে নিষিদ্ধ *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। তবে মেয়ের মাহরাম বা পরিবারসহ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে বা আল্লাহর সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করা যায় এমন জায়গায় ভ্রমণে যেতে পারে *(আল-ফাতির, ৩৫/২৭)*।

বিবিধ

প্রশ্ন (৫০): আমি জানি যে, ঘরে ছবি রাখা পাপ এবং তাতে ফেরেশতা আসে না। কিন্তু ছবিগুলো যদি অ্যালবামে রাখি, তাহলে কি পাপ হবে এবং ফেরেশতা আসবে না?

-সাদেক হোসেন
ঢাকা।

উত্তর: জীবিত বা মৃত মানুষের ছবি ঘরে প্রকাশ্যে ঝুলানো যাবে না, এমনকি অ্যালবামেও রাখা যাবে না এবং ছবি ঘরে থাকলে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না। আবূ তালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে বাড়িতে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতামণ্ডলী প্রবেশ করে না’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৩২২)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কোনো বালিশ বা গদিতে ছবি দেখে দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে থেকেছেন, ভেতরে প্রবেশ করেননি *(ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮১)*। ছবিযুক্ত কাপড় দেখে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন, দাওয়াত গ্রহণ করেননি *(ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৬০)*।





পৃষ্ঠা: ৪৬৪
মূল্য: ৫৮০/-



পৃষ্ঠা: ৪৬৪
মূল্য: ৩২০/-

ফিকহুল হাদীছ ফাতওয়া সিরিজ
সংকলনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ ফাতওয়া বোর্ড
ফাতওয়া বোর্ড প্রধান : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

আল্লাহর পথে যাত্রা
● আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

মাকতাবাতুস সালাফ
কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত
বইসমূহ



পৃষ্ঠা: ৬৪
মূল্য: ৮০/-



পৃষ্ঠা: ৩২
মূল্য: ৩০/-

নবাবী দর্পণে আদর্শ শিক্ষক
● ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

ভিন্নমতের আলেমদের ব্যাপারে সালাফদের আবস্থান
● আল হাসান ইসমাঈল

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

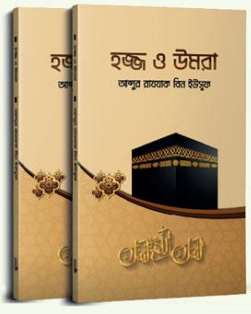
হজ্জ ও উমরার সার্বিক হুকুম আহকাম জানতে পড়ুন

তুবা পাবলিকেশন
কর্তৃক প্রকাশিত

হজ্জ ও উমরা

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

পৃষ্ঠা : ১২৮ মূল্য : ৯০ টাকা



এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজট করুন tubapublication.com

রাজশাহী
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০

Monthly Al-Itisam الاعتصام 10 th Year, 6th Part, April 2026, Price : 30.00

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত

প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১

নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০

নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩

নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬

বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩

বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭

বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বিরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫